Contents

সপ্তম বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

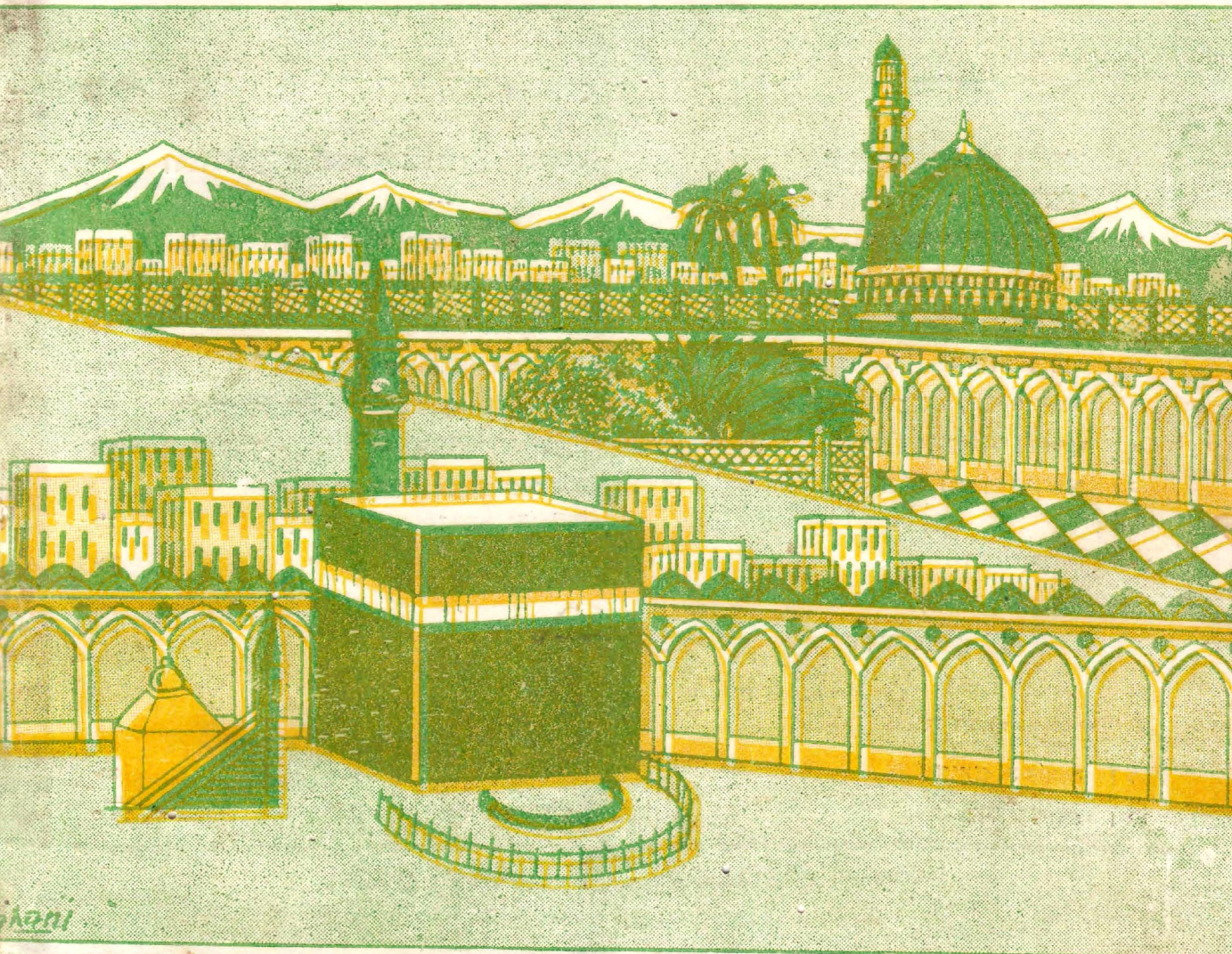

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।।০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

৭ম বর্ষ—২য় সংখ্যা

মাঘ ১৩৬৩ ——— জানুয়ারী ১৯৫৭

বিষয়সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	তফছীর-ছুরত-আলফাতিহা		মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল্ কাফী আল্‌কোরায়শী	৫৩
২।	আহ্‌লেহাদীছ পরিচিতি		... ...	৬১
৩।	বিজ্ঞানের জয়যাত্রার আধুনিকতম রূপ	(বিজ্ঞান)	মোহাম্মদ আকরম আলী বি,এ, (অনার্স)	৬৯
৪।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী	(ইতিহাস)	আহমদ আলী	৭৩
৫।	আগমনি	(কবিতা)	আতাউল হক	৭৭
৬।	মাষ্টার সাহেব	(গল্প)	মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার	৭৮
৭।	আইন ও শান্তি এবং ফৌজী খেজানা		মোহাম্মদ আবদুল মজীদ বি, এস্, সি-এম. বি	৮১
৮।	দাম্পত্য কমিশনের রিপোর্ট	(বিতর্ক ও বিচার)	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল্ কাফী আল্-কোরায়শী	৮৪
৯।	আরাবী শিক্ষা	(শিক্ষা)	মূল : মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল্ কাফী অনুবাদঃ মুন্‌তাছির আহ্‌মদ রহ্‌মানী	৯২
১০।	জিজ্ঞাসা উত্তর		সম্পাদক	৯৬
	(ক) তালাক			
	(খ) জুম্‌আর আযান			
	(গ) রূহ্			
	(ঘ) মযহব			
১১।	সাময়িক প্রসংগ		সম্পাদক	৯৮
১২।	প্রাপ্তি স্বীকার		মোহাম্মদ আবদুল হক হক্কানী	১০৩

আল্-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভ ভাবে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

কোরআন ও ছুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের বাহক ও অকুণ্ঠ প্রচারক-
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

সপ্তম বর্ষ	জানুয়ারী ১৯৫৭ খৃস্টাব্দ ; জামাদিছ্ ছানী ১৩৭৬ হিঃ মাঘ ১৩৬৩ বংগাব্দ	দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ— ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আল-ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৪২)

২। জীবিকার স্তরভেদ,

"জীবিকার অধিকার" সকলের জন্য তুল্য ভাবে স্বীকৃত, কিন্তু "জীবিকার স্তর" সম্পর্কে সাম্যনীতি অননুসরণীয়।

কোরআনে জীবিকা সম্পর্কে স্তরভেদের যে স্বীকৃতি রহিয়াছে, তাহা বহুলাংশে স্বাভাবিক। কারণ জীবিকার অবলম্বন, যোগ্যতা ও উপলক্ষ সকলের জন্য অভিন্ন হওয়া আদৌ আবশ্যক নয়, কিন্তু উহাতে সকলেরই মোটামুটি অধিকার থাকা আবশ্যক এবং অধিকতর আবশ্যক স্তরভেদের বৈষম্য সত্ত্বেও জীবিকার ব্যবস্থায় এরূপ সাম্য-বিধানের বিদ্যমানতা, যাহাতে জীবিকার এই স্তরগত বৈচিত্র কোনক্রমেই যুলুম ও পীড়নের সহায়ক হইয়া না পড়ে। অন্যকথায় ইহার তাৎপর্য এই যে, জীবিকার ব্যাপারে স্তরের বিভিন্নতা থাকুক, কিন্তু এই বিভিন্নতাকে এরূপ দুইটি শ্রেণী সৃষ্টিকরার সুযোগ দেওয়া উচিত হইবেনা যাহাতে একের উন্নতি অপরের দৈন্য এবং একের সর্বনাশ অপরের পৌষমাসের কারণে এবং দুর্ভাগার দল ভাগ্যবানদের ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাস সৃষ্টির উপাদানে এবং তাহাদের স্বার্থের বাহনে পর্যবসিত হয়।

কোরআনে স্তরভেদের নীতি নিম্নোক্ত ভাষায় স্বীকৃত হইয়াছে, আল্লাহ বলিয়াছেন, আমরাই লৌকিক-জীবনে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জনগণের জীবিকা তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়াদিয়াছি আর এই ভাবে জীবিকার বিভিন্ন-স্তরে আমরা কতক ব্যক্তিকে অপর কতক ব্যক্তি অপেক্ষা উন্নততর করিয়াছি,—আয্‌যুখ্‌রুফ, ৩২ আয়ত।

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ!

ছূরত-আর্‌রঅদে বলা হইয়াছে, আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন জীবিকার পথকে প্রশস্ত এবং সংকুচিত করিয়া দেন,—২৬ আয়ত।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ يَقْدِرُ!

অধিকতর স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে, এবং তিনিই তোমাদিগকে ধরণীতে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত এবং তোমাদের কতককে অপর কতক অপেক্ষা উন্নততর করিয়াছেন। তোমাদিগকে যাহা সমর্পণ করা হইয়াছে, সে বিষয়ে তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য,—আল্‌আন্‌আম, ১৬৬আয়ত।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اٰتَاكُمْ!

জীবিকার স্তরভেদে ইতর-বিশেষ সম্পর্কে ছুরত-আন্‌নহলে যে ইংগিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা পুনরায় পাঠ করুন, আল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহ খাদ্য সম্পদে তোমাদের কতক-জনকে অপর কতকজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর করিয়াছেন, কিন্তু যাহা-দিগকে অধিকতর খাদ্যসম্পদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা তাহা-দের অনুগতজনদিগকে তাহাদের বাড়তি খাদ্য ফিরাইয়া দেয়না, অথচ খাদ্যের ব্যাপারে তাহারা সকলেই সমান! তবে কি তাহারা আল্লাহর ন্যায়কে অস্বীকার করিতেছে? —৭১ আয়ত।

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ! اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ؟

উল্লিখিত আয়তসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে দুইটি বিষয় প্রতীয়মান হইতেছে:

(ক) জীবিকার স্তরভেদে যে বৈষম্য স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য 'ভোগবিলাস' নয়, উহা পরীক্ষামূলক। অধিকতর সম্পদ আহরণ করার সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও বিত্তশালীদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, "সাবধান! তোমরা তোমাদের সম্পদের একাই মালিক নও! তোমাদের সম্পদ ব্যক্তিগত হইলেও উপার্জন যত অধিক হইতে থাকিবে, উহাতে সমাজের দাবীও ততোধিক বাড়িয়া চলিবে। কারণ তোমরা উপার্জনের যে সুযোগ লাভ করিয়াছ, তাহা শুধু তোমাদের একক ভোগের নিমিত্ত নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের সুখসুবিধার জন্যও তোমাদিগকে এই সুযোগ দেওয়া হইয়াছে"। সংগেসংগে একথাও তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, "অপরাপর মানবসন্তানকে বঞ্চিত এবং তাহাদিগকে ধনিকদলের স্বার্থোদ্ধির ইন্ধনে পরিণত করার জন্য জীবিকার স্তরভেদকে মানিয়া লওয়া হয়নাই, যাহারা এরূপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া অর্থ উপার্জন করে, তাহারা আল্লাহর অবদানের 'নিমক হারাম' বলিয়া গণ্য হইবে। কারণ কোর্‌আনী দৃষ্টিভংগীতে ধনোপার্জন 'মুনাফাখোরী'র উদ্দেশ্যে বৈধ নয়, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই উপার্জনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে"।

(খ) জীবিকার ব্যবস্থায় স্তরভেদের অনিবার্যতা স্বীকার করার সংগে সংগে যাহারা ধনিক শ্রেণীর অন্তরভুক্ত নয়, কোরআন তাহাদিগকে হিংসা, ভেদবুদ্ধি, শ্রেণীসংগ্রাম ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হইতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছে এবং নিম্নবর্ণিত দুইটি পন্থার যে কোন একটিকে অনুসরণ করিয়া চলার উপদেশ দিয়াছে: হয় তাহারা প্রশান্ত মনে নিজেদের সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর ও সরল জীবনযাত্রার মানে সন্তুষ্ট থাকিবে, নাহয় অধ্যবসায় সহকারে স্বীয় যোগ্যতার সদ্ব্যবহার করিয়া আল্লাহর প্রদত্ত ব্যাপক ও সার্বজনীন ধনভাণ্ডার হইতে তাহারাও অর্থোপার্জনের কার্যে ব্রতী হইবে এবং ধনিক শ্রেণীর অন্তরভুক্ত হইয়া জনকল্যাণ এবং রাষ্ট্র ও জাতির সেবায় তাহাদের উপার্জনের বাড়তি অংশ ব্যয় করিবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাহারা সৃষ্টিকর্তার সহিত বিরূপ মনোভাব পোষণ করিবেনা এবং তাঁহার প্রদত্ত মানবত্বের গৌরবের মর্যাদাহানি ঘটাইবেনা।

তৃতীয় মৌলিক নীতি,

ধন ও সম্পদ সম্প্রসারিত ও ভাগবাঁটোয়ারার পরিবর্তে নির্দিষ্ট মানুষ অথবা দলের হস্তে পুঞ্জীভূত ও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ুক এবং জনতা রিক্ত ও নিঃস্ব হইয়াদাঁড়াক —ধন ও সম্পদের এইরূপ এক চেটিয়াগিরী (*monopoly*) ও পুঞ্জীভূতির (*storage*) ব্যবস্থা একদম হারাম ও নিষিদ্ধ।

উল্লিখিত নীতি যে সকল দলীল প্রমাণের উপর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতিষ্ঠিত, নিম্নে সেগুলি আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত করিব এবং সম্প্রতি কেবল কোরআনী দলীল উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

পুঁজিবাদের উৎসাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থার প্রবর্তন-কল্পে ছুরত আত্‌তওবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, আর যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য পুঞ্জীভূতকরে এবং ওগুলি আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তাহাদিগকে হেরছুল(দঃ). আপনি বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। যে দিন তাহাদের ধনরাশি নরকাগ্নিতে উত্তপ্ত করা হইবে আর সেগুলি দ্বারা তাহাদের কপোলদেশ, পঞ্জর আর পৃষ্ঠ দাগা হইবে আর বলা হইবে, ইহাই তোমাদের সেই ধনরাশি, যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করিয়াছিলে। অতএব তোমাদের পুঁজিবাদী রীতির আস্বাদ গ্রহণ কর! ৩৫ আয়ত।

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ، فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ، هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ، فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ!

"কন্‌য" (كنز) সম্বন্ধে ফিরোযাবাদী বলেন, প্রোথিত ধন এবং যাহাতে উহা সুরক্ষিত করা হয়। পাত্রে যথা সিন্দুক প্রভৃতিতে অথবা মাটিতে হস্তদ্বারা দাবাইয়া রাখার কার্যকে "কন্‌য" করা বলে। 'ইক্‌তিনাযের" (اكتناز) অর্থ ভর্তি করা, পুঞ্জীভূত করা, কঠিন হওয়া। "কন্নায" (كناز) বলে যে ব্যক্তি প্রচুর ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করে। †

المال المدفون، و ما يحرز به المال.....و كل شئى غمزته فى وعاء او ارض فقد كنزته و اكتنز اجتمع و امتلاء —

দীন, দরিদ্র, আত্মীয় স্বজন ও পিতৃহীন অনাথদের জন্য অর্থ ব্যয় করার হেতুবাদ সম্পর্কে ছুরত-আল-হশরে বলা হইয়াছে "এরূপ যেন না-ঘটিতে পারে, যাহাতে ধন-সম্পদ কেবল ধনিক দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়," — ৭ আয়ত।

كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

এই আয়তের অনুসরণ করিয়া হযরত উমর ফারুক শামদেশের ভূমি সেনাবাহিনীর মধ্যে বণ্টন না করিয়া সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ¶

† কামুছ (২) ১৮৯ পৃঃ; মুনজিদ ৭৪৪ পৃঃ।

ছুরত আত্‌তওবার আর একটি আয়তের মর্মও বিশেষ ভাবে অনুধাবন করা কর্তব্য। আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, 'ছাদাকাতে কেবল মাত্র দীন, দরিদ্র, এবং উহার আদায় কার্যে নিযুক্ত কর্মচারী বৃন্দ আর যাহাদের মন ইছলামের পথে আকর্ষণ করা আবশ্যক আর যাহাদের স্কন্ধ দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে হইবে আর যাহারা আকস্মিক বিপর্যয়ে সর্বস্বান্ত হইয়াছে, আর আল্লাহর দ্বীনের জন্য যাহারা নিয়োজিত এবং নিঃসম্বল প্রবাসীর জন্য ছাদাকাতের অংশ আল্লাহর পক্ষ হইতে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে—৬০ আয়ত।

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ!

এস্থলে 'ছাদাকাতে'র তাৎপর্য হইতেছে নগদ টাকা-কড়ি, শস্যাদি এবং পশুদের নির্ধারিত ইছলামী আয়কর। ইহা প্রদান করা বিত্তশীলদের জন্য ফরয। বণ্টন-তালিকা লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সমাজের অন্তরগত সম্পদ ও অভাবের পার্থক্যকে সাধ্যপক্ষে হ্রাস করিয়া তোলাই ইছলামী ধনবণ্টনীরীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। মোটামুটি ভাবে আট শ্রেণীর লোকদিগকে "ছাদাকা বা যাকাত" গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে পাঁচ শ্রেণীর লোকেরাই হইতেছে অভাবগ্রস্ত দলের অন্তরভুক্ত, যথা, দীন (ফকীর) দরিদ্র (মিছ্‌কীন), দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ (রিকাব), আকস্মিক ভাবে সর্বস্বান্ত (গারিম) ও সম্বলহীন পথিক (ইব্‌নুছ্‌ছবীল)। 'আমিল'রা তাহাদের মিহনতের পারিশ্রমিক পাইবে আর দুই অংশ ইছলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয় হইবে।

ছুরত আলমুনাফেকুনে আল্লাহর দ্বীনের জন্য মুক্ত হস্তে ব্যয় করার ব্যাপক নির্দেশ রহিয়াছে। বলাহইয়াছে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তোমাদিগকে আমরা যাহা দান করিয়াছি, তন্মধ্য হইতে আল্লাহর পথে মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতে থাক—১০ আয়ত।

وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ!

ছুরত আলবাকারায় আল্লাহর পথে ব্যয় না করার কার্যকে

¶ কাযী আবু ইউছুফ, কিতাবুলখিরাজ, ২৮—৩২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জাতির পতনের কারণ বলা হইয়াছে, আদেশ করা হইতেছে—আর তোমরা وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ! হে মুছলিম সমাজ, আল্লাহর পথে সতত মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতে থাক এবং এই কার্য হইতে বিরত থাকিয়া তোমরা নিজেদের সংহার করিওনা,— ১৯৫ আয়ত।

উক্ত ছুরতে ধনী ও নির্ধন নির্বিশেষে ঈমানদারগণের বিশিষ্ট লক্ষণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, আর তাহাদিগকে যে খাদ্য, অন্ন ও وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ অর্থ আমরা প্রদান করিয়াছি, তন্মধ্য হইতে তাহারা ব্যয় করিয়া থাকে— ৪ আয়ত।

একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই ইন্‌ফাক ফি-ছবীলিল্লাহ—আল্লাহর পথে অর্থব্যয়ের আদেশ শুধু যাকাতে সীমাবদ্ধ নয়। যাকাত নির্দিষ্ট শ্রেণীর নির্দিষ্ট ধন সম্পদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট হারে ফরয করাহইয়াছে, উহার পরিশোধ ব্যবস্থাও নির্ধারিত, কিন্তু 'ইন্‌ফাকের' উপরি উক্ত আদেশগুলি সার্বজনীন ও সর্বকালীন, সকল সময়ে সকল প্রকার সম্পদ ও আহার্য ব্যয় করার নির্দেশ উল্লিখিত আয়তে পাওয়া যাইতেছে। ইহার পোষকতায় ছুরত-আলবাকারার এই আয়তটি পাঠ করা আবশ্যক, যেসকল ব্যক্তি الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ! তাহাদের ধনসম্পদ দিবা-নিশি গুপ্ত ও প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করিয়া থাকে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট প্রতিদান রহিয়াছে— ২৭৪ আয়ত।

এইসকল আয়তের সহিত যাকাত ওয়াজেব সম্পর্কিত সংখ্যাবহুল আয়তগুলি একত্রিত ভাবে পাঠ করিলে স্বাভাবিক ভাবে প্রতিপন্ন হয় যে ধনসম্পদ পুঁজি করার জন্য নয়, সৎকার্যে ব্যয় ও উহার সম্প্রসারণ সাধনই ধনসম্পদ অর্জন করার মৌলিক উদ্দেশ্য, ব্যক্তিগত সুখ-সম্ভোগের পরিবর্তে জনকল্যাণ ও পরোপকারই অর্থ-ব্যয় করার তাৎপর্য হওয়া উচিত।

উল্লিখিত আয়তসমূহের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ বিদ্বান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যেধনের যাকাত ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাপ্য পরিশোধ করা হয়নাই, সেই শ্রেণীর ধনকে পুঞ্জীভূত ও একচেটিয়া বলিয়া গণ্য করা হইবে আর পুঁজিপতি ও মওজুদকারীদের জন্য কোরআনে যে কঠোর দণ্ডের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, তাহারা সেই দণ্ডের অধিকারী হইবে। নিজের ও পরিবারবর্গের বৈধ প্রয়োজন মিটাইবার † এবং ধনসম্পর্কিত ফরয ও ওয়াজিব নির্দেশগুলি প্রতিপালন করার পর যে ধন উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা জমা করা অবৈধ না হইলেও উহাও যথারীতি ব্যয় করাই যে সমধিক উত্তম, সে-সম্পর্কে দ্বিমত নাই, কারণ উক্ত সম্পদে সমষ্টিগত অধিকার রহিয়াছে, অতএব উহা সমষ্টির কল্যাণেই ব্যয় হওয়া উচিত।

হাফিয ইব্‌নেকছীর তাঁহার তফ্‌ছীরে ছুরত-আত্‌তওবার উল্লিখিত আয়তের ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখিয়াছেন যে, নিজের ও পরিবারবর্গের জীবিকার উপযোগী প্রয়োজনীয় অর্থের অতিরিক্ত পুঁজি করার কার্যকে হযরত আবুযর গিফারী হারাম বলিতেন। তিনি ইহারই ফত্‌ওয়া দিতেন, ইহাই প্রচার করিতেন এবং সকলকে ইহার জন্যই আদেশ দিতেন। ¶ كان من مذهب ابى ذر رضى الله عنه تحريم ادخار مازاد على نفقة العيال، و كان يفتى بذلك و يحثهم عليه و يامرهم به -

ফলকথা যাকাত ও ছাদাকার আদেশ এবং পুঁজি ও একচেটিয়ার (ইহ্‌তিকার) নিষিদ্ধতা এবং ইছ্‌লামী দায়ভাগ ও উত্তরাধিকার এবং ওছীয়তের বিধান সমূহের সমবায়ে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ধনসম্পদের উদ্দেশ্য পুঞ্জীভূত করা নয়, পক্ষান্তরে ধনের বণ্টন ও সম্প্রসারণ-সাধনই ইছ্‌লামী অর্থনীতির লক্ষ্য।

চতুর্থ মৌলিক নীতি,

দূষিত জীবিকা-ব্যবস্থার প্রতিরোধ এবং শ্রম ও মূলধনের ন্যায়সংগত সামঞ্জস্য বিধান।

ব্যাখ্যা : কোরআন জীবিকাব্যবস্থারযে হিদায়ত মানব সমাজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে, তাহাতে ক্রয় বিক্রয়

† বৈধ প্রয়োজনের তাৎপর্য এই যে, সমুদয় প্রয়োজন বৈধ নয়। কারণ হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তু বা কার্যের জন্য অর্থব্যয়ের বৈধতা ইছ্‌লামী দৃষ্টিভংগীতে স্বীকৃত হয়নাই—লেখক।

¶ তফ্‌ছীর ইব্‌নেকছীর (ফতহুল বয়ান সহ) ৫ম খণ্ড, ৬পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও লেন দেনের ব্যাপারে এরূপ কোন বিষয়ের অনুমতি নাই, যাহাতে দুষিত অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার উন্মেষসাধন সম্ভবপর হইতে পারে এবং শ্রম ও জীবিকার বৈধ প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় আর তাহার ফলে শ্রম ও জীবিকার সামঞ্জস্য একটা অর্থহীন বাক্যে পরিণত হইয়া পড়ে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে সকল প্রকার সুদী ব্যবসা ও লেনদেন, জুয়ার যাবতীয় প্রকাশ্য ও গুপ্তরীতি, একচেটিয়াগিরী ও পুঁজিব্যবস্থার সমুদয় আকৃতি এবং সর্বপ্রকার অবৈধ চুক্তি(contract) ইছ্‌লামে বাতিল ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইছ্‌লামী জীবন ব্যবস্থার অন্যান্য শাখা প্রশাখার মত উহার অর্থ-নৈতিক শাখাতেও ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারকে বুনিয়াদ স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত আয়তগুলি বর্ণিত নীতি সাব্যস্ত করিতেছে :

ছুরত-আন্‌নিছায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, হে বিশ্বাসপরায়ণ সমাজ, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ! তোমরা তোমাদের পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায় পদ্ধতিতে গ্রাস করিওনা, ! অবশ্য উভয় পক্ষের সম্মতি দ্বারা যে ব্যবসা হইবে, তাহার লভ্যাংশ তোমরা ভোগ করিতে পারিবে, সাবধান! তোমরা নিজেদের হত্যা করিওনা—— ২৯ আয়ত।

এক্ষণে অন্যায় পদ্ধতির মৌলিক উদাহরণগুলি শ্রবণ করা হউক। ছুরত-আলবাকারায় বলা হইয়াছে, সুদখোর দলের পুনরুত্থান দিবসে ভূতগ্রস্তের মত উত্থিত হইবার কারণ এই যে, তাহারা বলিত, ক্রয় বিক্রয়ও ত' সুদেরই মত? অথচ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا— আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসাকে হালাল আর সুদের ব্যবসাকে হারাম করিয়া দিয়াছেন,— ২৭৫ আয়ত। পরবর্তী আয়তে বলা হইয়াছে, আল্লাহ বস্তুতঃ সুদী ব্যবসাকে ধ্বংস করিয়া থাকেন এবং يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰتِ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ! 'ছদাকাত'কে প্রতিপালন দ্বারা বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন কৃতঘ্ন মহাপাপীকে কখনই পছন্দ করেননা।

ছুরত-আলমায়েদায় উক্ত হইয়াছে, বস্তুতঃ মদ, জুয়া, প্রতিমাও থান অপবিত্র এ-গুলি শয়তানী কাজ! তোমরা এ-সকল বিষয় হইতে দূরে সরিয়া থাক— ৯০ আয়ত। إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَاجْتَنِبُوهُ !

ক্রয় বিক্রয়ে পরিমাপের গুরুত্ব সর্বাধিক। এ-বিষয়ে কোরআনের নির্দেশ যে, সর্বনাশ হইবে তাহাদের, যাহারা ওজনে হ্রাস করে তাহারা যখন কোন জিনিষ মাপিয়া লয়, তখন তাহারা পুরাপুরি ভাবে ভরিয়া লয়, কিন্তু যখন অপরকে মাপিয়া কিংবা ওজন করিয়া দেয়, তখন জিনিষ কম করিয়া ফেলে — মুতাফ্‌ফেফীন, ১ আয়ত। وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔

ছুরত বনী-ইছ্‌রাঈলে এ বিষয়ে ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হইয়াছে, যখন মাপিবে, তখন পরিমাপপাত্র ভর্তি করিয়া দিবে আর সমান দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিবে— ৩৫ আয়ত। وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ —

অষ্টাদশ শতকের দার্শনিক চূড়ামণি হুজ্‌জাতুল-ইছলাম শাহ ওলীউল্লাহ্ তদীয় অমরগ্রন্থ 'হুজ্‌জাতুল্লাহিল বালেগা'য় ইছ্‌লামী অর্থনীতির যেকয়েকটি মৌলিক সূত্রের ইংগিত দান করিয়াছেন, তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন,

"আল্লাহ্ ভূপৃষ্ঠে প্রাণীজগত সৃষ্টি করিয়া তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থাও পৃথিবীতে নিরূপিত করিয়াছেন।

"জমির উৎপন্ন দ্বারা উপকৃত হওয়ার কার্য মানব-সমাজের জন্য বৈধ করিয়াছেন।

"স্বার্থপরতা, অন্যায় প্রতিযোগিতা, সংঘর্ষ, প্রবঞ্চনা ও আত্মসাৎ প্রভৃতি প্রবৃত্তির ফলে অবশ্যম্ভাবী যুলুম, শোষণ ও সামাজিক অসামঞ্জস্য বিদূরিত করার জন্য আল্লাহ্ কতকগুলি বিধান অবশ্যপ্রতিপালনীয় করিয়াছেন —

স্বত্ব বা অধিকার অবধারিত করার উপায় দ্বিবিধ, যথা,

(ক) কোন ব্যক্তি অথবা তাহার পূর্বপুরুষ সক-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লের আগে যে বস্তু দখল করিয়া লইয়াছে।

(খ) সর্বজনমান্য নিয়ম অনুসারে যে বস্তুর উপর তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

"বিনিময় অথবা আপোষ সম্মতি দ্বারা স্বত্ব হস্তান্তরিত হইতে পারিবে বটে, কিন্তু সম্মতি সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় হওয়া আবশ্যক।

"প্রবঞ্চনা অথবা বাধ্যতামূলক সম্মতি অগ্রাহ্য।"

"বৈধ ধনের সাহায্যে বিধিসংগত উপায়ে ধনবৃদ্ধি করার কার্য বৈধ।" যেমন চারণের সাহায্যে পশুপাল বৃদ্ধিকরা, সার ও সেঁচের সাহায্যে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

"সামাজিক জীবনে বিপর্যয় ঘটিতে পারে, এরূপ অসুবিধায় কেহ কাহাকেও ফেলিতে পারিবেনা।

"যেহেতু সহযোগ ও সহানুভূতি ব্যতীত তমদ্দুন রক্ষা পাইতে পারেনা এবং জীবিকার্জনও সম্ভবপর হয়না, অতএব কর্মবিভাগ ও বৈধ জীবিকার সাহায্যে ধন বৃদ্ধির অধিকার স্বীকৃত হইবে। যথা, কেহ এক নগর হইতে অন্য নগরে পণ্যদ্রব্য আমদানি করিবে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সে তাহার হেফাযত করিতে থাকিবে কেহ দ্রব্যের প্রকরণকে উন্নততর করিতে সচেষ্ট হইবে, কেহ কাঁচা মালকে প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারোপযোগী, করিয়া তুলিবে।

"শ্রম ও সংযোগ বিবর্জিত লভ্য যেমন জুয়া ও ফটকা এবং বাধ্যতামূলক সম্মতি যেমন সুদী লেনদেন বাতিল ও অপবিত্র।

("পাপ ও নিষিদ্ধ কার্য সম্পাদন করার জন্য সম্মতি, শ্রম ও সহযোগের বিদ্যমানতা সত্ত্বে ও বাতিল। কারণ উক্ত কার্যগুলি অবৈধ, যথা মারপিট খুনখারাবি, ব্যভিচার ও গানবাজনা ও অদৃষ্টগণনা ইত্যাদি শ্রমের বিনিময়।)

"দারিদ্র নিবন্ধন অনেক ব্যাপারে বঞ্চিত দলের প্রকাশ্য সম্মতি ও আপোষ সহযোগ পরিলক্ষিত হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা আদৌ সম্মতি ও সহযোগের পর্যায়ভুক্ত নয়। অভাবের তাড়নায় বঞ্চিতের দল এমন বহু শর্ত স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়, যাহা পূরণ করা তাহাদের সাধ্যাতীত। ইছলামী অর্থবিজ্ঞানে এরূপ শর্ত বাতিল হইয়াছে।" †

† হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ২৯২ পৃঃ।

ইছলামী অর্থনীতির যে কয়েকটি মৌলিক নীতির আলোচনা এযাবৎ করা হইল, শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর প্রদত্ত সূত্র সমূহ সেইগুলিরই বিশদ ব্যাখ্যা। মোটের উপর কোরআনের অর্থনৈতিক হিদায়তের তত্ত্বকথা হইতেছে :—

(ক) জীবিকা ব্যবস্থায় স্বভাবসিদ্ধ স্তরভেদ থাকা সত্ত্বেও জীবিকার্জনের অধিকারে সকলেই অভিন্ন। জীবিকার উৎপাদান ও উপকরণ এবং মাটির উৎপন্নকে সকলের অধিকারভুক্ত ও সকলের জন্যই বৈধ করা হইয়াছে আর ব্যক্তিগত অধিকার শুধু বিধিসংগত দখলের সাহায্যেই সাব্যস্ত হয়।

(খ) বৈধ ধনসম্পদে ব্যক্তিগত অধিকার সাব্যস্ত হইবে অতটুকু এবং ঐ ভাবে, যাহা অপরের জীবিকার পথে বাধা এবং অভাবের কারণ হইয়া না দাঁড়ায়।

(গ) জীবিকার ব্যাপারে সহযোগ ও পরস্পর সহানুভূতি অত্যাবশ্যক অর্থাৎ ওয়াজিব।

(ঘ) এই সহযোগ সঠিক ও সততা-ভিত্তিক হওয়া চাই। যে সহযোগ-ব্যবস্থা দ্বারা তমদ্দুনী বিশৃংখলা ও সর্বনাশ সাধিত হয় এবং জীবিকা ব্যাপারে পরস্পরের সাহায্য লাভ করা সম্ভবপর হয় না, অথবা একের লাভ অপরের ক্ষতির কারণে পরিণত হয়, সেরূপ সহযোগ সঠিক ও সততা-ভিত্তিক নয়।

(ঙ) আল্লাহর বর্ণিত আদেশ ও উদ্দেশ্য সমূহ সার্থক ও কার্যকরী করার জন্য পৃথিবীতে একটি "উৎকৃষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" একান্ত ভাবে আবশ্যক।

(চ) এই উৎকৃষ্ট অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় যেসকল লেনদেনে সহযোগের অস্তিত্ব নাই বরং এক জনের সর্বনাশকে ভিত্তি করিয়া অপর জনের আর্থিক সমৃদ্ধির সৌধ বিরচিত হয়, যথা সুসভ্য ও অসভ্য জুয়ার যাবতীয় প্রকরণ, ফটকা ও লটারী প্রভৃতি ব্যবসা অবৈধ ও হারাম হইবে।

(ছ) যে-সকল লেনদেনে প্রকাশ্যতঃ সম্মতি ও সহযোগ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু উহার অভ্যন্তরে প্রকৃতপক্ষে যবরদস্তি নিহিত থাকে, যেমন সুদী লেনদেন এবং এরূপ চুক্তি, ইজারা ও অন্যান্য লেনদেন, যেগুলির একপক্ষে আছে ধনপতির মূলধন আর অপর পক্ষে রহিয়াছে নিঃস্ব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দরিদ্রের প্রয়োজনের উদ্যম চাহিদা, ধনিক নিঃস্বের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া ইজারা, রেহেন ও অন্যান্য লেনদেনে তাহাকে এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করিতেছে যাহা ন্যায় বিচার ও সততার সম্পূর্ণ প্রতিকূল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নিঃস্বব্যক্তি শুধু তাহার অতি-প্রয়োজনের তাড়নাতেই ধনিক পক্ষের সমুদয় শর্তই মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে— প্রকাশ্য সম্মতি ও সহযোগ পরিদৃষ্ট হইলেও এরূপ ধরণের সমুদয় লেনদেন হারাম ও বাতিল।

(জ) উল্লিখিত সূত্রাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ইছলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মহাজনী, সুদী কারবার, সুদী ব্যাংক প্রথার স্থান থাকিবেনা। ক্রেতা ও শ্রমিকের বৈধ ও ন্যায়সংগত দাবী যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এরূপ ব্যবসা হারাম হইবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা ও মহাজনকে প্রবঞ্চিত করার কার্যও শ্রমিক এবং খাতকের জন্য কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ থাকিবে।

ফলকথা, যে চতুর্বিধ ভেদবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া মানব জাতির ঐক্য ও একত্ব সকল যুগে বিপন্ন হইয়াছে, অর্থনৈতিক বৈষম্য সেগুলির অন্যতম। অর্থনৈতিক বৈষম্যের সুষ্ঠু সমাধান কল্পে কোরআন হিদায়তের যে শিক্ষা মানব জাতির মধ্যে পরিবেশন করিয়াছে, তাহার মৌলিক উপকরণ গুলির সন্ধান আমরা এযাবত প্রদান করিয়াছি। এই সুধামৃতে মাক্সিজমের ধর্মদ্রোহিতার বিষ নাই, বরং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁহার বাণী কোরআনের আরোগ্যকারী মহৌষধি দ্বারাই উহা প্রস্তুত হইয়াছে। কোরআনের এই হিদায়তে শ্রেণীসংগ্রামেরও অবকাশ নাই, ইহা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও মানবীয়-ঐক্য ও একত্বের আদর্শবাহী। 'ওয়াহীর' এই হিদায়তই মানব জাতির কল্যাণ ও শান্তির একমাত্র প্রতিভূ।

ছিরাতে মুছ্‌তকীমের হিদায়তের যাচ্ঞা।

ছুরত-আলফাতিহার ষষ্ঠ আয়তে "ছিরাতে-মুছ্‌তকীমে"র হিদায়ত লাভ করার জন্য বিশ্বপতি করুণা নিধানের নিকট যাচ্ঞা করা হইয়াছে। কারণ তাঁহার অনুগ্রহ, সাহায্য, সাহচর্য, ও তওফীক ব্যতীত হিদায়তের এই স্থান লাভ করা এবং এই পথে অগ্রসর হইয়া লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার উপায় নাই। হিদায়তের সন্ধান বিশ্বপতি তাঁহার 'রবুবীয়তে'র বশবর্তী হইয়া মানবসমাজকে প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু গন্তব্য পথের দুস্তর বাধা বিঘ্ন ও বিভীষিকাকে অতিক্রম করাইয়া পরম স্নেহ ও সীমাহীন অনুকম্পা সহকারে পথের সাথী হইয়া মানুষকে চরম লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে কে?

মানুষ যখন শুধু একক বিশ্বপতিরই ইবাদত করিবে আর তিনিই যখন একমাত্র রব্ব এবং দয়াময় ও করুণানিধান, তখন তাঁহাকে ছাড়া মানুষ এ-সাহায্য আর কাহার কাছে প্রার্থনা করিবে? আর সে প্রর্থনা পূর্ণ করার যোগ্যতাই বা আছে কার? অতএব যিনি একমাত্র সহায় ও চিরসহচর, তাঁহার মনোনীত পথে চলিয়া তাঁহার সন্দর্শন লাভের গৌরব অর্জন করার কার্যেও একমাত্র তিনিই সাহায্য ও সাহচর্য করিবেন।

ছিরাতে মুছ্‌তকীম কি?

যে 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র হিদায়ত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হইতেছে, তাহার আভিধানিক অর্থ আয়তের ব্যাখ্যার সূচনাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। যেপথ সরল ও ঋজু, বক্র ও অসমতল নয়—এরূপ সুদৃঢ় রাজপথকে আভিধানিকগণ 'ছিরাতে মুছ্‌তকীম' (صراط مستقيم) বলিয়াছেন আর যে রেখার উভয় বাহু পস্পরের সর্বাপেক্ষা নিকট, জ্যামিতিতে তাহাকে সরলরেখা (خط مستقيم) বা 'খত্‌তে মুছ্‌তকীম' বলা হয়।

"ছিরাতে মুছ্‌তকীমের" কোরআনী প্রয়োগ,

কোরআনের বহুস্থানে 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র, উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং অল্‌ফাতিহায় যে 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র যাচ্ঞা ও প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ংগম করিতে হইলে কোরআনের প্রয়োগগুলি সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিতে হইবে। এই প্রয়োগগুলি আমি কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উল্লেখ করিব।

১। আল্লাহর নিজস্ব পথকে "ছিরাতে মুছ্‌তকীম" বলা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

سبيل الله! ثم خط خطوطا عن يمينه و عن يساره ، و قال هذه سبل و على كل سبيل شيطان يدعو اليه ثم قرأ قوله تعالى :و ان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ! و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون !

লেন আর বলিলেন এই পথগুলির প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া শয়তান তাহার দিকে আহ্বান করিতেছে। অতঃপর রছুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহর এই উক্তি আবৃত্তি করিলেন, আমার এইপথই মুছ্তকীম। তোমরা ইহারই অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথগুলির অনুসরণ করিওনা। কারণ অন্যান্য পথগুলি তোমাদিগকে আল্লাহর একক পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে— আহমদ, আব্দ বিনে হুমায়দ, নছয়ী, বয্যার, ইবনুলমন্যর, ইবনো-আবি হাতিম, আবুশশয়খ, ইবনে মর্দ্দওয়ে ও হাকিম।

ইমাম হাকিম এই হাদীছটিকে ছহীহ বলিয়াছেন এবং হাফিয যহবী তাঁহার সমর্থন করিয়াছেন। *

হাফিয ইব্নুল কাইয়েম বলিয়াছেন—ইহার কারণ এই যে, আল্লাহর কাছে যে পথ সাধককে পৌঁছাইয়া দেয়, তাহা মাত্র একটি। لان الطريق الموصل الى الله واحد، و هو ما بعث به رسله و انزل به كتبه، لايصل اليه احد الا من هذ الطريق - ولو اتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة و الابواب عليهم مغلقة الا من هذا الطريق الواحد، فانه متصل با لله موصل الى الله !

যে পথে আল্লাহ তদীয় রছুলগণকে উত্থিত এবং গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করিয়াছেন, উল্লিখিত পথটি হইতেছে সেই পথ। এই পথের অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহর কাছে কাহারও পৌঁছার উপায় নাই। যদি যাহার যেরূপ খুশী, সে সেই পথে আগমন করে আর যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেই দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিতে চায়, তাহাহইলে সব পথ তাহাদের জন্য অবরুদ্ধ এবং সমস্ত দুয়ার তাহাদের জন্য অর্গলাবদ্ধ

৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য—

"সুতরাং আল্লাহ যাহাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করেন,তিনি তাহার বুককে ইছলামের জন্য মুক্ত করিয়াদেন আর যাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে চান, তাহার বুককে তিনি অপ্রশস্ত ও নিরুদ্ধ করিয়া তোলেন যেন যোর করিয়া সে আকাশে আরোহণ করিতেছে. এই ভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসী দের উপর কলুষ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন এবং হে রছুল (দঃ) ইহাই আপনার প্রতিপালকের "পথ—ছিরাত —সরল ও সুদৃঢ়—মুছ্তকীম" ! যে জাতি উপদেশ লাভ করে. তাহাদের জন্য আমরা নিদর্শনসমূহ সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি, তাহাদের জন্য তাহাদের কৃতকর্মের (মূল্য) স্বরূপ তাহাদের প্রভুর নিকট শান্তির আবাস ভবন রহিয়াছে এবং তিনিই তাহাদের অভিভাবক— আল্ আন্আম, ১২৬—১২৮ আয়ত।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ وَ مَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا، كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ، وَ هٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ! قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

উল্লিখিত আয়তের কয়েক পংক্তি পরেই পুনরায় কথিত হইয়াছে—আর وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ! وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ- দেখ, আমার এই পথই মুছতকীম—সরল ! অতএব তোমরা ইহারই অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথগুলির অনুসরণ করিওনা, কারণ বিভিন্ন পথের অনুসরণ আল্লাহর পথ হইতে তোমাদিগকে পৃথক করিয়া ফেলিবে—১৫৩ আয়ত।

এস্থলে লক্ষ্য করা উচিত যে, আল্লাহ তাঁহার পথকে এক বচন রূপে আর বিরুদ্ধ বিপথগুলিকে বহুবচন রূপে উল্লেখ করিয়াছেন কারণ ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা চিরকাল সংখ্যা-বহুল ও বহুরূপী। আর যাহা সত্য তাহা সকল সময়ে একক ও অদ্বৈত। আবদুল্লাহ বিনে মছ্উদ বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের জন্য একটি রেখা টানিলেন, অতঃপর বলিলেন, এইটি আল্লাহর পথ ! তৎপর উক্ত সরল রেখার দক্ষিণে ও বামে কতকগুলি রেখা টানি- خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وقال هذا

* মুছ্তদ্রক (২) ৩১৮ ; তল্খীছ যহবী (২) ২৩৯ পৃঃ ; মজমউয যওয়ায়েদ (৭) ২২ পৃঃ ; দুরুরেমনছুর (৩) ৫৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আহ্‌লেহাদীছ পরিচিতি

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আল্‌-কোরায়শী

তর্জুমানুল হাদীছের "আহ্‌লেহাদীছ পরিচিতি" শীর্ষক নিবন্ধে সংক্ষেপ করার বাসনায় শুধু কতিপয় বিশ্বস্ত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহাবিদ্বানের উক্তি ও অভিমত সংকলিত ও অনুদিত হইয়াছিল। সাধারণ স্তরের পাঠক পাঠিকাগণ উক্ত অছুলী নিবন্ধের কতকাংশ হৃদয়ংগম করিতে অসুবিধা বোধ করিতেছেন দেখিয়া প্রবন্ধের বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশগুলি বিশ্লেষিত করা আবশ্যক বিবেচিত হইতেছে। কেহ কেহ এ-সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদও করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত বর্তমান যুগের আবহাওয়ায় এরূপ একটি বাকসর্বস্ব অর্বাচীন দলও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, যাহারা হাদীছশাস্ত্রে মোটামুটি অভিজ্ঞতা অর্জন করার পূর্বেই বিশেষজ্ঞের আসনে সমাসীন হইতে সমুৎসুক হইয়াছে এবং উহার সর্বস্বীকৃত প্রামাণিকতাকে অস্বীকার করিতেছে। হাদীছ-শাস্ত্রের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রধান অভিযোগ এই যে, "হাদীছের বহুলাংশ পরস্পরের বিরোধী ত' বটেই, স্পষ্ট কোরআনেরও বিপরীত। সুতরাং বৈপরীত্যের গোলক-ধাঁধা এই হাদীছ শাস্ত্রের অনুসরণ একাধারে যেরূপ অসাধ্য, তেমনি নির্বুদ্ধিতা ব্যঞ্জক"!

বক্ষ্যমান নিবন্ধ আহ্‌লেহাদীছ পরিচিতির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার প্রথম কিস্তি। ইহা সংশয় ও অপবাদের কুহেলিকাকে অপসারিত করার পক্ষে সহায়ক হইবে।

والله المستعان وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم -

কোর্‌আন ও ছুন্নাহর পারস্পরিক বৈপরীত্যের প্রকৃত স্বরূপ,

আহ্‌লেহাদীছগণের অন্যতম বিশিষ্ট ইমাম, পঞ্চম শতকের মুজাদ্‌দিদ, হাফিযুল ইছ্‌লাম ইব্‌নেহয্‌ম উন্দুলুছী তাঁহার অনুপম 'মুহাল্লা' গ্রন্থের 'অছুল' অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—

"দুইটি ছহীহ হাদীছের মধ্যে, কিংবা একটি ছহীহ হাদীছ ও একটি আয়তের মধ্যে (অথবা দুইটি আয়তের মধ্যে) পরস্পর বিরোধ পরিদৃষ্ট হইলে উভয় আদেশই প্রতিপালন করা ওয়াজিব হইবে। কারণ (বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত) উভয় আদেশের অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া তুল্য ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং যতক্ষণ উভয় আদেশের অনুসরণ সাধ্যায়ত্ত থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটি আদেশের জন্য অপর আদেশ বর্জন করা সিদ্ধ হইবেনা। বিস্তারিত বা অতিরিক্ত ভাবে বর্ণিত হাদীছের মুকাবিলায় সংক্ষিপ্ত হাদীছের ব্যতিক্রম হাদীছ বর্জনের পর্যায়ভুক্ত নয়, যাহা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে তাহাই গ্রহণযোগ্য, কারণ উহার অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া সংশয়াতীত ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে আর যাহা সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত শুধু কাল্পনিক কারণে অথবা সন্দেহের বশবর্তী হইয়া তাহা পরিত্যক্ত হইবেনা। কারণ দ্বীনের মধ্যে জটিলতার অবকাশ নাই।" †

আহ্‌লেহাদীছ দৃষ্টিভংগীর সম্যক পরিচয় লাভ করিতে হইলে ইমাম ইব্‌নেহয্‌মের উধৃত উক্তির তাৎপর্য উত্তমরূপে হৃদয়ংগম করা আবশ্যক।

কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছে এরূপ বহু নির্দেশ রহিয়াছে, যেগুলি আপাত দৃষ্টিতে পরস্পরের বিপরীত বলিয়া অনুমিত হয়। অর্বাচীনের দল এরূপ ক্ষেত্রে দিশাহারা হইয়া উভয় আদেশকেই বাতিল বলিয়া উড়াইয়া দিতে অথবা নিজেদের মনোমত আদেশটি বহাল রাখিয়া অপরটি নাকেচ করিতে প্রয়াসী হয় আর বিদ্বানগণেরও একদল এই ধরণের দুইটি আয়ত বা আয়ত ও ছহীহ হাদীছ দর্শন করা মাত্র চট করিয়া একটির বাতিল হওয়ায় ফত্‌ওয়া প্রদান করিয়া বসেন। অবশ্য অর্বাচীন দলের খামখেয়ালীর পরিবর্তে তাঁহারা তাঁহা-

† আল্‌মুহাল্লা (১) ৫১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দের আচরণের অনেকগুলি কৈফিয়তও আবিষ্কার করিয়াছেন। আহ্‌লেহাদীছগণ এই রীতি ও এই সকল কৈফিয়তের অনুসারী নন। কোরআন ও ছুন্নাহর অকাট্য প্রমাণ হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত কোন আয়ত বা বিশুদ্ধ হাদীছ অগ্রাহ্য করার কার্যকে তাঁহারা প্রগলভতা ও ধৃষ্টতা বিবেচনা করিয়া থাকেন।

কোরআনের দুই আয়তে অথবা আয়ত ও হাদীছে কিম্বা দুই বিশুদ্ধ হাদীছে পরস্পর যে বৈপরীত্য বা বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা বুদ্ধি বা দৃষ্টি-বিভ্রম ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। আল্লাহর গ্রন্থ এবং উহার ব্যাখ্যারূপী রছুলুল্লাহর (দঃ) বিশুদ্ধ হাদীছ সকল প্রকার বৈপরীত্য ও বিরোধের উর্ধে। কোরআনের ন্যায় বিশুদ্ধ ছুন্নতও আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ। কোরআনেই ইহার প্রমাণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ছুরত আন্‌নিছায় উক্ত হইয়াছে, হে রছুল (দঃ), আমরা আপনার প্রতি অবিসম্বাদিত পরম সত্য স্বরূপ কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে আল্লাহর নির্দেশ মত আপনি জনগণকে আদেশ প্রদান এবং তাহাদের মতভেদের মীমাংসা করিয়া দেন, ১০৫ আয়ত। রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ ও নিষেধ যে স্বয়ং আল্লাহরই নির্ধারিত, এই আয়তে তাহা স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে এবং ইমাম আওযায়ীর এই বিশুদ্ধ হাদীছ উপরিউক্ত ব্যাখ্যার যথার্থতা প্রতিপন্ন করিতেছে। হাছ্‌ছান বলেন, জিব্রীল যেরূপ কোরআনলইয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট অবতীর্ণ হইতেন, সেইরূপ হাদীছ লইয়াও তাঁহার নিকট অবতীর্ণ হইতেন। হাছ্‌ছান ইহাও বলিয়াছেন যে, জিব্রীল যে ছুন্নত সহকারে রছুলুল্লাহর (দঃ) সম্মুখীন হইতেন, তিনি তদনুসারে কোরআনের ব্যাখ্যা করিতেন।†

আর এ বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই যে, যাহা বৈপরীত্য ও বৈষম্য সমাকীর্ণ, তাহাকে আল্লাহর অবতীর্ণ বলিয়া স্বীকার করা সম্ভবপর নয়। ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا আল্লাহ স্বয়ং এই মানদণ্ড আমাদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন যে, যাহা আল্লাহর নিকট হইতে প্রত্যাদিষ্ট নয়, তাহা বৈষম্যবহুল হইবেই—আন্‌নিছা ৮২। অতএব কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছকে আল্লাহর নির্দেশিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে উহাদের মধ্যে বৈপরীত্য ও বৈষম্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার উপায় নাই আর ইহাও অনস্বীকার্য যে কোরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন অংশই পরিত্যাজ্য হইতে পারে না, উহার সমস্তই অনুসরণীয় এবং এই অনুসরণ ব্যাপারে কোনরূপ জটিলতা বা অসুবিধা নাই।

বৈষম্যবোধের কারণসমূহ ও শ্রেণী বিভাগ :—

যে সকল কারণে একটি আয়তকে অপর কোন আয়তের বা ছহীহ হাদীছের অথবা একটি ছহীহ হাদীছকে অন্য কোন ছহীহ হাদীছের বিপরীত বা অসমঞ্জ বলিয়া কল্পনা করা হয়, সেগুলিকে মোটামুটি কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে :—

প্রথম শ্রেণী—একটি আয়ত সংক্ষিপ্ত আর অন্য আয়তটি তাহারই ব্যাখ্যা। অথবা আয়তটি সংক্ষিপ্ত আর তাহার মুকাবিলায় যে হাদীছটি উপস্থাপিত হইতেছে, তাহা উক্ত আয়তেরই সবিস্তার মাত্র। কিংবা একটি হাদীছ সংক্ষিপ্ত অপরটি তাহারই ব্যাখ্যা। সামঞ্জস্যসাধনে অকৃতকার্য হইয়া অথবা সামঞ্জস্য বিধানে প্রবৃত্ত না হইয়াই হাদীছ বিরোধীরা উল্লিখিত আয়ত দুইটির বা আয়ত ও ছহীহ হাদীছের অথবা দুইটি ছহীহ হাদীছের একটিকে অপরটির বিপরীত কল্পনা করেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—একটি আয়তে বা হাদীছে যে বিষয়কে দোষাবহ বলা হইয়াছে—,অপর আয়তে বা হাদীছে তাহার অনুমতি রহিয়াছে। হাদীছ বিরোধীরা দিশাহারা হইয়া এরূপ আয়ত বা হাদীছকে পরস্পরের বিরোধী বলিয়া অনুমান করেন।

তৃতীয় শ্রেণী—দুইটি নছ্‌ছের (কোরআন বা ছহীহ হাদীছের স্পষ্ট নির্দেশ) একটিতে কোন বিষয়ের আদেশ রহিয়াছে, অথবা উহাকে ওয়াজিব করা হইয়াছে

† দারমী, মুছ্‌নদ, ৭৭ পৃঃ; ফত্‌হুল বারী (১৩) ২৪৮ পৃঃ; ইবনে আবদুল বর, কিতাবুল ইল্‌ম (২) ১৯১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আর অপরটিতে উহার নিষিদ্ধতা প্রতিপন্ন হইতেছে। হাদীছ বিরোধীরা কপোলকল্পিত কারণের আশ্রয় লইয়া উভয় আদেশকেই বা একটিকে রহিত করিতে চান।

চতুর্থ শ্রেণী—একটি আয়তে বা হাদীছে যে বিষয়টি ওয়াজিব বা নিষিদ্ধ হইয়াছে, অন্য আয়তে বা হাদীছে তাহাই আংশিক ভাবে ওয়াজিব বা নিষিদ্ধ রহিয়াছে। হাদীছ বিরোধীরা এরূপ ক্ষেত্রে বৈষম্য অথবা বিকল্পের ধারণা করিয়া বসেন।

পঞ্চম শ্রেণী—একই কার্য সম্পন্ন করার জন্য প্রক্রিয়া ভেদের অনুমতিকে বৈপরীত্যের নিদর্শন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

আমরা প্রত্যেক শ্রেণীর উদাহরণ গুলি সাধ্যপক্ষে পৃথক পৃথক ভাবে প্রদান করিতে এবং সে সম্পর্কে আহ্‌লে-হাদীছগণের দৃষ্টিভংগীর বিশ্লেষণ করিতে সচেষ্ট হইব।

والله ولـى السداد و هو الهادى الى سبيل الرشاد

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈষম্যের উদাহরণ ঃ—

(ক) কোরআনের ছুরত আল্‌বাকারার ২২১ আয়তে و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن মুশ্‌রিকাদিগকে বিবাহ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, অথচ ছুরত আল্‌মায়েদার ৫ম আয়তে আহ্‌লে কিতাব والمحصنات من الذين اوتو الكتاب সতী সাধ্বীদিগকে বিবাহের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইয়াহুদী ও খৃষ্টান নারীরাও অবিসম্বাদিত মুশ্‌রিকা। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে উভয় আয়তের মধ্যে বৈপরীত্য অনুমিত হইতেছে। আহ্‌লে-হাদীছ বিদ্বানগণ উভয় আয়তকেই অনুসরণীয় মনে করেন। তাঁহারা বলেন, আয়ত দুইটির মধ্যে আদৌ কোনরূপ বৈপরীত্য নাই। ছুরত-আল্‌বাকারার ব্যাপক নির্দেশ মত সর্বপ্রকার মুশ্‌রিকা মুছলমানের পক্ষে বিবাহের অযোগ্যা কিন্তু আল্‌মায়েদার নির্দিষ্ট আদেশ সূত্রে মুশ্‌রিক দলের মধ্যে কেবল গ্রন্থধারী নারীদিগকে বিবাহ করা অবিধেয় হইবেনা। দুইটি আয়তই স্ব স্ব স্থলে বলবৎ ও অনুসরণীয়।

(খ) এক্ষণে কোরআন ও ছুন্নতের নির্দেশের বৈষম্য পরীক্ষা করা হউক।

কোরআনের ছুরত আলমায়েদার ২৮ আয়তে নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেক চোরের হাত কাটিয়া والسارق و السارقة فاقطعوا ايديهما দেওয়ার দণ্ডবিধি রহিয়াছে। অথচ রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিতেছেন, চারি দিনা- لاقطع الافى ربع دينار فصاعدا রের কম চুরি করিলে হাত কাটা হইবে না,—বুখারী ও মুছ্‌লিম প্রভৃতি। আয়তে চুরির পরিমাণ নির্ধারিত নাই কিন্তু কোরআনের ব্যাখ্যাতারূপে রছুলুল্লাহ (দঃ) হাত কাটার দণ্ডের জন্য চুরির পরিমাণের সীমা ধার্য করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আদেশ কোরআনের আয়তের বিরোধী নয়। আহ্‌লেহাদীছগণ কাল্পনিক কারণে কোরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন নছকেই উড়াইয়া দিতে সমর্থ নহেন, তাঁহারা উল্লিখিত আয়ত ও হাদীছ উভয়েরই যুগপৎ ভাবে অনুসরণ করিবেন। চারি দিনার অথবা তদূর্ধ্বের চোরের হাত কাটিলে কোরআন ও ছুন্নাহ উভয় আদেশেরই অনুসরণ করা হইবে কিন্তু চারি দিনারের কম চুরির জন্য হাত কাটিলে হাদীছের নছকে উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

(গ) রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি কা'বা শরীফের لاينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت শেষ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবেনা—মুছ্‌লিম ও ছুনন প্রভৃতি। পক্ষান্তরে বুখারী ও মুছ্‌লিম প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ঋতুমতিদিগকে বিদায় তাওয়াফের পূর্বেই প্রস্থান করার অনুমতি দিয়াছেন। আহ্‌লেহাদীছগণের নিকট উভয় হাদীছ তুল্যভাবে অনুসরণীয়। তাঁহারা হাদীছ দুইটিকে পরস্পরের প্রতিকূল মনে করেননা, বরং বিদায় তাওয়াফের আদেশকে সার্বজনীন এবং ঋতুমতিদের অনুমতিকে শুধু তাহাদের জন্যই সীমাবদ্ধ মনে করেন।

(ঘ) কোরআনের ছুরত আন্‌নিছায় দুধ-মা ও দুধ-ভগ্নীদিগকে বিবাহ করা و امهاتكم التى ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة হারাম করা হইয়াছে। কিন্তু কি পরিমাণ দুধ কোন্ বয়সে কতবার পান করিলে দুধ-সম্পর্ক স্থিরীকৃত হইবে, তাহার জন্য বিশুদ্ধ ছুন্নতের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এ-বিষয়ে বিদ্বান-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গণের গোড়াগুড়ি হইতেই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত সমর্থন করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এস্থলে বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, যে বিশুদ্ধ ও সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ হাদীছ কোরআনের উল্লিখিত আয়তের ব্যাপকতাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে যথা বুখারী মুছলিম, আবুদাউদ, নাছায়ী, ইব্‌নেমাজা ও দারমীর হাদীছ, যাহা তাঁহারা সমবেতভাবে জননী আয়েশার প্রমুখাৎ বর্ণনাকরিয়াছেন তাহাতেরছুলুল্লাহ(দঃ) আদেশ করিয়াছেন, যে বয়সে الرضاعة من المجاعة - দুধের সাহায্যে শিশুদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, সেই বয়সের স্তন্যপান দ্বারা দুধের হুরমত সাব্যস্ত হইয়াথাকে। আহ্‌লেহাদীছগণ এই হাদীছকে উল্লিখিত আয়তের বিপরীত মনে করেননা, বরং উহার ব্যাখ্যা রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(ঙ) এই রূপ ছুরতআলবাকারার ১৯৪ আয়তের আদেশ কোন ব্যক্তি فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ! তোমাদের উপর যুলুম করিলে তাহার যুলুমের ঠিক ঠিক পরিমাণ মত তোমরাও তাহার উপর যুলুম করিতে পার। অথচ এই আয়ত অবতীর্ণ হইবার বহুকাল পর অর্থাৎ বিদায়-হজ্জের ভাষণে রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করেন যে, তোমাদের রক্ত, সম্পদ دماؤكم و اموالكم واعراضكم عليكم حرام ! ও তোমাদের সম্ভ্রম তোমাদের জন্য হারাম,—বুখারী, মুছ্‌লিম প্রভৃতি। ঐতিহাসিকতার দিক দিয়া কোরআনের আয়তটি এই হাদীছের রহিতকারী 'নাছেখ' হইতে পারেনা, তবে কি হাদীছটি কোরআনকে মনছুখ করিয়াছে? পুনশ্চ রছুলুল্লাহ (দঃ) ইছ্‌লাম ত্যাগী, বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী, নরহত্যাকারী ও তিনবার দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াও যেব্যক্তি পুনরায় সুরাপান করে, তাহাদেরসকলকে নিহত করিতে আদেশ দিয়াছেন (দেখ যথাক্রমে বুখারী, আবুদাউদ ও বুখারী)। রছুলুল্লাহ (দঃ) মুছলমানদের ধন হইতে যাকাত ও কাফ্‌ফারা আদায় করার নির্দেশ দিয়াছেন। তাই বলিয়া দণ্ডও ফারায়েযের আদেশগুলি কি মুছলমানদের ধন প্রাণ সুরক্ষিত করার নির্দেশকে বাতিল করিয়াদিয়াছে? আহ্‌লেহাদীছগণের পরিগৃহীত নীতি অনুসারে আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) যাবতীয় নির্দেশই অবশ্য প্রতিপালনীয়, এই আদেশগুলি কোন ক্রমেই অসংলগ্ন এবং উহাদের কোন টাই অন্য আদেশের সাহিত অসমঞ্জস নয়, সমস্ত আদেশ স্বস্ব স্থানে পালন করিয়া যাইতে হইবে। দণ্ডাদেশ ও যাকাতের ব্যবস্থা মুছলমানের ধনপ্রাণের পবিত্রতাকে পরিবর্তিত করেনাই এবং অত্যাচারীর যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দ্বারা বিশ্বাস পরায়ণদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়নাই।

লক্ষ্য করিয়া দেখিলে উল্লিখিত উদাহরণগুলির মধ্যে আয়তের সহিত আয়তের, আয়তের সহিত হাদীছের, হাদীছের সহিত আয়তের এবং হাদীছের সহিত হাদীছের আপাত বৈপরীত্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। এ-গুলিরকোনটিতে সংক্ষিপ্ত আদেশের আর অপরটিতে বিস্তৃত আদেশের নযীর মিলিবে। সাধারণ দৃষ্টিতে যুগপৎ অনুমতি ও নিষিদ্ধতার উদাহরণও পরিদৃষ্ট হইবে।

আর ইহাও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই বিভিন্নরূপী বিধানগুলির সমস্তই অনুসরণ করার কাজে কোন জটিলতা বা অসুবিধা নাই, কোন্ আদেশ পূর্ববর্তী আর কোন্‌টা পরবর্তী, তাহা অনুসন্ধান করার জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, অথচ কোন নছ্‌ছই পরিত্যাজ্য হয় নাই। ইহাকেই বলে কামেল ইত্তিবা—পূর্ণ অনুসরণ। ইহাই আহ্‌লেহাদীছগণের অন্যতম পরিচয়।

৬৩ পৃষ্ঠার পর—

থাকিবে উল্লিখিত একটি মাত্র পথ ব্যতীত, কারণ শুধু উক্ত পথটি আল্লাহর সন্নিহিত এবং উহা মানুষকে তাঁহার নিকট পৌছাইয়া দেয়। ‡

সাধক চূড়ামণি জুনায়দ বাগদাদীর প্রমুখাৎও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত আছে। الطرق كلها مسدودة الا من اقتفى اثر الرسول صلى الله عليه وسلم - তিনি বলেন, সমুদয় পথ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, অবশ্য যাহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) পদাংকের অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাহাদের পরিগৃহীত পথ ব্যতীত। †

অসমাপ্ত—

‡ মদারিজুছ ছালেকীন (১) ৮ পৃঃ।

† রিছালায় কুশায়রীয়া, ৫২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

رزقنا الله و اياكم متابعة حبيبه المصطفى و المجانبة عن الهوى و العاقبة للتقوى -

তৃতীয় শ্রেণীর বৈধম্যের উদাহরণ।

(ক) কোরআনের আদেশ, যে ব্যক্তি পবিত্র কা'বা গৃহের পথ, পাথেয়ের সাহায্যে অথবা অন্য উপায়ে অতিক্রম করিতে সক্ষম, তাহার জন্য আল্লাহ কা'বার হজ্জ অনিবার্য করিয়াছেন— ছুরত-আলেইম্‌রান, ৯৭ আয়ত। এই আয়ত দ্বারা হজ্জের সার্বজনীন আদেশ (ফরযিয়ত) সাব্যস্ত হইতেছে, শুধু সম্বলহীন অক্ষমদিগকে এই আদেশের আওতার বাহিরে রাখা হইয়াছে। পক্ষান্তরে রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ যে, যে নারী আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে স্বামী অথবা পরমাত্মীয় পুরুষের (যাহার সহিত বিবাহ সম্পর্ক অসিদ্ধ) সাহচর্য ছাড়া প্রবাসে গমন করা হালাল নয়—বুখারী ও মুছ্‌লিম। হজ্জের ছফর অন্যান্য ছফরের মতই। ইমাম নববীপ্রভৃতির মত বিদ্বানগণও হজ্জের ছফরকে সাধারণ ছফরেরই পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে হজ্জের ছফর কোরআন কর্তৃক সমুদয় সমর্থ নরনারীর জন্য ফরয করা হইয়াছে আর হাদীছ কর্তৃক স্বামী বা পরমাত্মীয় ব্যতিরেকে নারীর জন্য সমুদয় ছফরই নিসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার ফলে বিদ্বানগণ স্ব স্ব কল্পিত অছুল অনুসরণ করিতে গিয়া এ বিষয়ে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এক দল বলিতেছেন, যে নারীর স্বামী অথবা বিবাহ-অসিদ্ধ পরমাত্মীয় পুরুষ নাই, সেই শ্রেণীর নারী ব্যতীত অন্য সমুদয় সমর্থ ব্যক্তির জন্য হজ্জ ফরয। সরল কথায় তাঁহারা শুধু পুরুষদের জন্যই হজ্জকে ফরয বলিতে চাহিতেছেন।

وللّٰه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا !

অন্যদলটি বলিতেছেন, মুছ্‌লিম নারীর পক্ষে হজ্জ ছাড়া অন্য কোন ছফরে বহির্গত হওয়া স্বামী অথবা পরমাত্মীয় পুরুষের সাহচর্য ব্যতীত বৈধ নয়।

এক্ষণে উভয়দলকে যদি তাঁহাদের সিদ্ধান্তের পোষকতায় প্রমাণ উপস্থিত করিতে বলা হয়, তাহাহইলে স্ব স্ব মযহবের অছুলের দোহাই দেওয়া ছাড়া তাঁহারা এরূপ কোন অকাট্য প্রমাণ সমুপস্থিত করিতে পারিবেননা, যাহার ফলে একটি সিদ্ধান্তকে অপর সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বলিষ্ঠতর গণ্য করা সম্ভবপর হইতে পারে।

এ-ক্ষেত্রে আহ্‌লেহাদীছগণ কি করিবেন? তাঁহারা সমুদয় বৈধ ছফরের মধ্যে 'ওয়াজিব' ও 'মন্দুব' ছফরের ব্যতিক্রম স্বীকার করিবেন এবং নারীর জন্য স্বামী বা পরমাত্মীয় পুরুষের সাহচর্য ছাড়াই হজ্জ ও উমরার ওয়াজিব ছফরকে অবশ্য প্রতিপালনীয় বলিবেন। তাঁহারা ব্যভিচারের দণ্ডেও নারীকে নিকটাত্মীয় পুরুষের সাহচর্য ছাড়াই দেশান্তরী হইবার আদেশ দিবেন। কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ দিয়াছেন, কুমার ও কুমারীর ব্যভিচারের দণ্ড একশত কষাঘাত ও সম্বৎসরের দেশান্তর—বুখারী ও মুছ্‌লিম।

لايحل لامراة تؤمن بالله و اليوم الاخر ان تسافر الا مع زوج او ذى محرم منها -

দেশান্তরী হওয়ার দণ্ড নারীর বেলায় শুধু অপরাধিনী কেই দেওয়া হইয়াছে, তাহার নিকটাত্মীয় পুরুষদের দেওয়া হয়নাই। সুতরাং এই দণ্ড একক কুমারী নারীর উপরেই প্রযোজ্য হইবে এবং পরমাত্মীয়ের অভাব হেতু উক্ত আদেশ বাতিল হইবেনা। অতএব উল্লিখিত হাদীছের সাহায্যেও পূর্ব্ব বর্ণিত হাদীছের আদেশের ব্যাপকতা সীমাবদ্ধ হইয়া যাইতেছে।

البكر بالبكر جلد مائة و تغريب سنة -

অনুরূপ ভাবে রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ, তোমরা আল্লাহর দাসীঅর্থাৎমুছ্‌লিমআল্লাহর মছজিদ নিষিদ্ধ করিওনা, আর ইহা সর্বসম্মত যে কা'বাশরীফও আল্লাহর মছজিদসমূহের অন্যতম। সুতরাং নারীদের মছজিদে গমন করার অনুমতিও তাহাদের ব্যাপক নিষিদ্ধতার হাদীছের ব্যতিক্রম। অতএব নিষিদ্ধতা ও অনুমতি উভয় নির্দেশই আহ্‌লেহাদীছগণ যুগপৎ ভাবে অনুসরণ করিবেন অর্থাৎ সমর্থ নারীগণের পক্ষে পুরুষদের মতই সকল অবস্থায় হজ্জ ও উমরার ছফর ফরয আর অন্যান্য ছফর নারীদের পক্ষে স্বামী অথবা পরমাত্মীয় ব্যতীত হারাম।

لاتمنعوا اماء الله مساجد الله

(খ) যে ব্যক্তি ঘুমাইয়া রহিয়াছে অথবা নমাযের কথা ভুলিয়া গিয়াছে, এরূপ ব্যক্তিদের পক্ষে রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ যে, ঘুমন্ত ব্যক্তি নিদ্রোত্থিত আর বিস্মৃত ব্যক্তি স্মরণ হওয়া মাত্র নমায আদা করিবে—বুখারী

www.ahlehadeethbd.org

ও মুছ্‌লিম। পক্ষান্তরে রছুলুল্লাহ্ (দঃ) সূর্যোদয় ও দ্বিপ্রহর ও সূর্য্যাস্ত কালে كان ينهانا ان نصلى فيهن او ان نقبر فيهن موتانا: نمায পড়িতে ও কোন মুছ্‌লিমকে কবরস্থ করিতে حين تطلع الشمس بازغة و حين يقوم قائم الظهيرة و حين تضيف الشمس للغروب- و اللفظ لمسلم- নিষেধ করিয়াছেন। বুখারী ও মুছলিম প্রভৃতি।

একদল বিদ্বান বলেন, উল্লিখিত নিষিদ্ধ সময়গুলি ব্যতীত নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত ও বিস্মৃত ব্যক্তি স্মরণ হওয়া মাত্র নামায পড়িবে।

আর একদল বলেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ সময়ে নমায পড়া বৈধ হইবে না কিন্তু নিদ্রিত ও বিস্মৃত ব্যক্তি জাগ্রত ও স্মরণ হওয়ামাত্র যে কোন সময়ে নমায পড়িয়া লইবে।

নিরপেক্ষমনে বিচার করিলে কোন পক্ষের সিদ্ধান্তই অন্য পক্ষের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বলিষ্ঠতর নয়। এ-ক্ষেত্রে আহ্‌লেহাদীছগণ বলিষ্ঠতর সিদ্ধান্তের প্রমাণ অনুসন্ধান করিবেন আর ব্যর্থমনোরথ হইলে বিস্তৃত হাদীছের অনুসরণ করিয়া চলিবেন। নিষিদ্ধ সময়গুলিতে নমায না পড়ার আদেশ হইতেছে সাধারণ অবস্থা সম্পর্কিত, আর নিদ্রিত ও বিস্মৃত অবস্থা সাধারণ অবস্থার অতিরিক্ত। অতএব সাধারণ অবস্থায় নিষিদ্ধ সময়ে নামায না পড়ার আদেশ যেরূপ অনুসরণীয়, বিশেষ অবস্থায় সকল সময়ে নামায পড়ার আদেশও তেমনি প্রতিপালনীয়।

(গ) কোরআনে ইছরাঈলের বংশধরদিগকে সকল জগত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ فضلتكم على العالمين বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—আলবাকারা, ৪৭ আয়ত।

আবার মুছলিম জাতিকে كنتم خير امة اخرجت للناس- বলা হইয়াছে তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, নিখিল বিশ্বের মানব সমাজের জন্য তোমাদিগকে উত্থিত করা হইয়াছে, আলে-ইমরান, ১১০ আয়ত।

এক্ষণে উভয় আয়তের সমন্বয়ে দ্বিবিধ তাৎপর্য অবলম্বন করা যাইতে পারে এবং উভয়বিধ তাৎপর্যের কোনটাকেই অন্যটি অপেক্ষা অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত বলিষ্ঠতর বলার উপায় নাই। প্রথম তাৎপর্য যে, মুছ্‌লিম জাতি ইছ্‌রাঈলের পুত্রগণ ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। দ্বিতীয় তাৎপর্য এইযে, বনী ইছ্‌রাঈলগণ হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) উম্মত ব্যতীত অন্য সমুদয় জগতের শ্রেষ্ঠ।

আহ্‌লেহাদীছগণ অকাট্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইতেছে যে, ইছ্‌রাঈলের পুত্ররা সর্ববাদী সম্মত রূপে ফেরেশ্‌তা-জগত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। সুতরাং তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপকতার মধ্যে যে ব্যতিক্রম রহিয়াছে, তাহা স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিপন্ন হইতেছে। পক্ষান্তরে উম্মতে-মুছ্‌লিমার সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং নিখিল মানব সমাজের জন্য তাঁহাদের উত্থানের যে ব্যাপক নছ্‌ রহিয়াছে তাহার ব্যতিক্রম প্রমাণিত করার সপক্ষে একটিও নছ্‌ বা ইজ্‌মার অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই. বরং মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত সমুদয় উম্মত অপেক্ষা তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হইবার অকাট্য প্রমাণই বিদ্যমান রহিয়াছে। বুখারী ইয়াহুদী খৃস্টান ও উম্মতে-মুছলিমার পারস্পারিক দৃষ্টান্ত স্বরূপ আবদুল্লাহ বিনে উমরের প্রমুখাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তোমাদের আর ইয়াহুদী (ইছ্‌রাঈল বংশীয়) ও খৃস্টানদের উদাহরণ যেন, একদল প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া এক এক কিরাৎ পারিশ্রমিক লাভ করিল আর একটি দল দ্বিপ্রহর হইতে বৈকাল পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া এক এক কিরাৎ পারিশ্রমিক পাইল আর সর্বশেষে একটি দল বিকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া দুই দুই কিরাৎ পারিশ্রমিক লাভ করিল। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, প্রথম দলটি ইয়াহুদীদের; দ্বিতীয় দলটি খৃস্টানদের আর হে মুছ্‌লিম সমাজ, তোমরাই সেই শেষোক্ত দল. তোমাদের فانتم اقل عملا و اكثر اجرا! শ্রম সর্বাপেক্ষা কম কিন্তু পরিশ্রমিক সর্বাপেক্ষা অধিক! এই হাদীছটি একাধারে যেরূপ বিশুদ্ধ, তেমনি ইছ্‌রাঈলের বংশধর অপেক্ষা উম্মতে-মুছ্‌লিমার শ্রেষ্ঠতর হইবার অকাট্য প্রমাণ, ইহা ছুরত-আলে-ইমরানের আয়তের ব্যাখ্যা ও উহার সমর্থক। ইছ্‌রাঈলীগণ একটি উম্মত বা জাতিরূপে মুছ্‌লিম জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহেন, কারণ মুছ্‌লিম জাতিকে সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে এবং মানব সমাজ রূপেও ইছ্‌রাঈলীগণ মুছ্‌লিম সমাজ অপেক্ষা উন্নত নহেন, কারণ মুছ্‌লিম সমাজকে সকল মানব জাতির নেতৃস্থানীয় রূপে

www.ahlehadeethbd.org

উত্থিত করা হইয়াছে সুতরাং আলে-ইমরানের আয়তের কোন ব্যতিক্রম নাই আর ফেরেশ্‌তা জগত অপেক্ষা বনী-ইস্‌রাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত নয়, সুতরাং আলবাকারার আয়ত ব্যাপক নয়, উহার ব্যতিক্রম রহিয়াছে। অতএব উক্ত আয়তকে তাহার ব্যতিক্রম সহকারে গ্রহণ করিতে হইবে. উহা ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইবেনা আর আলে-ইমরানের আয়তটি ব্যতিক্রমহীন ও ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করা হইবে এবং বিশুদ্ধ ছুন্নত উহার সমর্থক।

واللّٰه سبحانه و تعالى اعلم و علمه اتم و احكم!

চতুর্থ শ্রেণীর বৈষম্যের উদাহরণ.

এ-রূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই যে, একটি আয়ত বা ছহীহ হাদীছে যে সকল বিষয় ওয়াজিব বা নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপরাপর আয়ত বা হাদীছ সমূহে সে-সকল বিষয়ের কতকাংশ মাত্র ওয়াজিব বা নিষিদ্ধ হইয়াছে। হাদীছ বিরোধীরা এ-রূপ ক্ষেত্রে বৈপরীত্যের কল্পনা করিয়া বসেন এবং সদৃচ্ছভাবে অথবা কল্পিত সূত্রের অনুসরণ করিয়া যে কোন একটি আয়ত বা হাদীছ গ্রহণ করা কেই যথেষ্ট বলিয়া ধরিয়া ল'ন।

(ক) যথা, ছুরত আল্‌আহ্‌কাফে বলা হইয়াছেঃ যে, সকল ব্যক্তি বলিয়াছে, আমাদের প্রভু আল্লাহ! আর এই কথায় দৃঢ় থাকিয়াছে, তাহাদের জন্য কোন রূপ ভয় বা সন্তাপ নাই, ১৩ আয়ত।

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون -

আবার ছুরত-আলবাকারার ৫৯ আয়তে বলা হইতেছে, যাহারা মুছ্‌লিম আর যাহারা ইয়াহুদ ও খৃষ্টান এবং ছাবী তাহাদের যে কেহ আল্লাহর প্রতি, ও পারলৌকিক দিবসের প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কার রহিয়াছে, তাহাদের জন্য কোনরূপ ভয় বা সন্তাপ নাই।

ان الذين آمنوا و الذين هادوا والنصارى و الصابئين من آمن بالله و اليوم الاخر و عمل صالحا، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون -

এ-স্থলে লক্ষ্য করা কর্তব্য যে, প্রথম আয়তে শুধু আল্লাহকে রব্ব বলিয়া স্বীকার করাই যথেষ্ট বিবেচিত হইয়াছে অথচ দ্বিতীয় আয়তে আল্লাহর প্রতি ঈমানের সংগে সংগে পরকালের প্রতি ঈমান ও সদাচরণের আবশ্যকতাও কথিত হইয়াছে। এই দুইটি মাত্র আয়তকে অবলম্বন করিয়া একদল আধুনিক দার্শনিক বর্তমান ইয়াহুদী, খৃষ্টান, সেবিয়ান এমন কি হিন্দু-কেও মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তরভুক্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু উক্ত আল-বাকারারই ১৭৬ আয়তে আরও অনেকগুলি বিষয়ের প্রতি ঈমান ও কতিপয় বিশিষ্ট আচরণের অনিবার্যতা উল্লিখিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, যাহারা আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি, ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি, আল্লাহর গ্রন্থের প্রতি ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং আল্লাহর প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মীয় স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, পথিক, ভিক্ষুক এবং যাহাদের স্কন্ধ আবদ্ধ, তাহাদিগকে ধনদ্বারা সাহায্য করিয়াছে, নমায প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যাকাত দিয়াছে এবং যাহারা অংগীকার করিয়া তাহাদের সেই অংগীকার পালন করিয়া থাকে এবং যাহারা অভাবের তাড়নায় এবং পীড়ার প্রকোপে ও শত্রুদলের সম্মুখীন হইলে ধৈর্য অবলম্বন করে, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই সত্যবাদী।

ولكن البر من آمن بالله و اليوم الاخر و الملائكة و الكتاب و النبيين و آتى المال على حبه ذوى القربى و اليتامى و المساكين وابن السبيل و السائلين و فى الرقاب واقام الصلوة و آتى الزكوة و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى الباساء و الضراء و حين الباس، اولائك الذين صدقوا -

উল্লিখিত আয়তে অনেকগুলি বিষয়ের প্রতি ঈমান ও অনেকগুলি আচরণের আদেশ রহিয়াছে বটে, কিন্তু রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি বিশেষ ভাবে ঈমান স্থাপন, তাঁহাকে শেষ নবীরূপে বিশ্বাস, তাঁহার আনুগত্য ও অনুসরণ এবং তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনের প্রতি ঈমান প্রভৃতি বিষয়গুলি ওয়াজিব হওয়ার উল্লেখ উপরিউক্ত আয়তেও নাই।

রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি ঈমান স্থাপন, তাঁহার আনুগত্য এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেসকল আয়তে ফরয হইয়াছে, তন্মধ্যে ছুরত আল্‌আ'রাফের

www.ahlehadeethbd.org

১৫৭ আয়ত সমধিক উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, যাহারা সেই রছূলের (দঃ) পদাংক অনুসরণ করিয়া চলে, যিনি উম্মী নবী, যাঁহার নাম ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের কাছে বিদ্যমান তওরাৎ ও ইঞ্জিলে তাহারা লিপিবদ্ধ দেখিতে পায়। যিনি তাহাদিগকে সর্বসম্মত সত্য অনুসরণ করিয়া চলিতে আদেশ দেন এবং যাবতীয় অন্যায় কার্য নিষেধ করেন, যিনি বিশুদ্ধ ভোজ্যকে তাহাদের জন্য হালাল এবং কদর্য অখাদ্যকে তাহাদের জন্য হারাম করেন, যিনি, মানব সমাজের ভার এবং তাহারা যে সকল শৃংখলে আবদ্ধ ছিল, সেগুলি অপসারিত করিয়াছেন। অতএব যাহারা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছে এবং তাঁহার গৌরব বর্ধন করিয়াছে এবং তাঁহার সাহায্যকল্পে অগ্রসর হইয়াছে এবং যে মহাজ্যোতি আল্‌কোরআন তাঁহার সংগে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিয়াছে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে কল্যাণের অধিকারী।

الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة و الانجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم - فالذين آمنوا به وعزروه و نصروه واتبعوا النور الذى انزل معه اولئك هم المفلحون -

রছূলুল্লাহ (দঃ) কে শেষ নবীরূপে বিশ্বাস করার নির্দেশ ছুরত-আলআহযাবের ৪০ আয়তে বিদ্যমান রহিয়াছে। আল্লাহ বলেন, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তোমাদের বয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষের জনক নহেন প্রত্যুত তিনি আল্লাহর রছূল এবং নবীগণের শেষ।

ماكان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين !

এক্ষণে কতিপয় ভ্রান্ত দল উল্লিখিত আয়ত সমূহের যদৃচ্ছভাবে কোন একটিকে গ্রহণ করিয়া অপরগুলি বর্জন করিয়াছেন। কেহ শুধু সৃষ্টিকর্তার প্রতি ঈমানকে যথেষ্ট বিবেচনা করিতেছেন, কেহ ইহার সংগে সদাচরণের গুরুত্বও মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু নবীগণের আবির্ভাবের সত্যতাকে স্বীকার করিতেছেননা। কেহ উপরিউক্ত তিনটি বিষয় মানিয়া লইলেও পরকালের স্বীকৃতি আবশ্যক মনে করেন না। কেহ রছূলুল্লাহর (দঃ) প্রতি ঈমানের অপরিহার্যতা স্বীকার করেন না। কেহ শুধু রছূল রূপে তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লওয়াই যথেষ্ট মনে করেন, তাঁহার অনুসরণ ও আনুগত্য সকল মানুষের জন্য যে ফরয, সে কথা মানেননা আবার কেহ তাঁহার রিছালত ও নবুওতের চিরঞ্জীবতাকে অস্বীকার করেন এবং নিত্য নূতন নবুওতের স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকেন।

আহ্‌লেহাদীছগণ উল্লিখিত আয়ত সমূহকে পরস্পরের বিরোধী মনে করেননা এবং অবতরণের অগ্রপশ্চাত সময় অনুসারে কোন আয়তকে মনছুখ বা রহিত বিশ্বাস করেননা। তাঁহারা আয়তগুলিকে পরস্পরের ব্যাখ্যা রূপে গ্রহণ করেন এবং সমস্ত আয়তের অনুসরণকেই ওয়াজিব জানেন।

(খ) অনুরূপভাবে কোরআনে ছুরত বনীইছ্‌রাঈলে জনক-জননীর সহিত সদ্ব্যবহার করা ফরয হইয়াছে—২৩ ও ২৪ আয়ত। আবার অন্য আয়তে আল্লাহ ন্যায় বিচার ও সদ্ব্যবহারের ব্যাপক আদেশ প্রদান করিয়াছেন—আন্‌নহল, ৯০ আয়ত। আর রছূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর সহিত সদ্ব্যবহার করার বিধান দিয়াছেন।

وبالوالدين احسانا

ان الله يامر بالعدل والاحسان

ان الله كتب الاحسان على كل شئى

এ ক্ষেত্রে আহ্‌লেহাদীছগণের বক্তব্য এই যে, জনক-জননীর সহিত সদ্ব্যবহার করার কার্য সমুদয় মানুষের সহিত সদ্ব্যবহার করার পরিপন্থী নয় আর মানুষের সহিত সদ্ব্যবহার পশুপাখীর সহিত সদ্ব্যবহারের প্রতিকূল নয়। সুতরাং আয়ত দুইটি এবং উল্লিখিত হাদীছের অনুসরণ কার্যে কোন অসুবিধা নাই, অতএব সমস্ত আদেশই যুগপৎভাবে প্রতিপালনীয় হইবে।

(গ) কোরআনের আদেশ যে, তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হইওনা—বনীইছ্‌রাঈল, ৩২ আয়ত। পক্ষান্তরে তিরমিযী প্রভৃতি প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকে রছূলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ মহাপাপ বলিয়া

و لا تقربوا الزنا

৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য—

www.ahlehadeethbd.org

বিজ্ঞানের জয়যাত্রার আধুনিকতম রূপ

মোহাম্মদ আকরম আলী
বি, এ, (অনার্স)

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৫) ফসিল বিজ্ঞান—

এই বিজ্ঞান অনুসারে, অতীত কালের যে বিভিন্ন দেহাবশেষ (*fossil*) পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মাটির স্তরে পাওয়া যায় তাহাদের বয়স নির্ণয় ঠিক করিয়া করা হইয়াছে যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমের জীব পৃথিবীতে বাস ও বিচরণ করিত। প্রথমে ছিল হাড়হীন সহজ সরল জীব। তৎপর পর পর নিম্নস্তরের জলজ কটীহীন প্রাণী, বীজহীন উদ্ভিদ, নিম্নস্তরের বীজ উদ্ভিদ ও সহজ দাঁড়াযুক্ত মাছ, সরীসৃপ, পাখী এবং সর্ব্বশেষে স্তন্যপায়ী জীব এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে।[১]

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, কঙ্কালের ইতিহাস-বিজ্ঞানও বিবর্তনতত্ত্বের মত কল্পনার উপর নির্ভরশীল। অবশ্য সাধারণ লোকেরা ইহাকে সর্ব্বদিক দয়া পরীক্ষিত (*Experimented*) বলিয়া মনে করে এবং তাহারা বুঝিতে পারেনা যে, কোন তত্ত্বই কল্পনা (*Hypothesis*) ভিত্তিক না হইয়া পারেনা। এমন সমস্ত পুরাতন যুগকে আমরা ফিরিয়া পাইতে পারিনা এবং সমস্ত কঙ্কালকে আমাদের পরীক্ষাগারে আনিয়া পরীক্ষা করিতে পারিনা যেমনটা সম্ভব প্রাথমিক স্তরের পদার্থবিদ্যা এবং রাসায়নশাস্ত্র ব্যাপারে। কাজেই কঙ্কালের ইতিহাস-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি প্রাথমিক পদার্থ বা রসায়ন বিদ্যার সিদ্ধান্তগুলির মতও সম্পূর্ণ সত্য নয়। ইহাদের মধ্যে কল্পনা মিশ্রিত আছে। আর তত্ত্ব বলিতেই বুঝায় পরীক্ষা, নিরীক্ষণ এবং কল্পনার সম্মলনে একটি মতবাদ। তত্ত্ব হইল একটি সম্ভাবনাময় পদ্ধতি, সম্পূর্ণ পরীক্ষিত বিষয় নয়। এইখানে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রকমের জীবনের উৎপত্তি এবং যে সব মাটির স্তরে একই রকম জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়, সেই সব স্তর একই যুগে সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগে জন্ম বলিয়া কথিত নানা রকম ঘোড়ার "ফসিল" একই যুগের মাটির স্তর হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে মনে হয় সব রকমের ঘোড়াই একইকালে বর্ত্তমান ছিল, বিবর্তনের জন্য বিভিন্ন রকম হয়নাই।[২] *Dunbar* বলেন যে, একমাত্র কঙ্কালের ইতিহাস দ্বারাই বিবর্তন প্রমান করা যায়। অথচ একটির উপর আরেকটি মাটির স্তরে কঙ্কালের এই বিবর্তনীয় ক্রম দৃষ্ট হয়না। ডারউইনও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।[৩]

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক A H. *Clark*[৪] আবার বলেন যে, কঙ্কাল দেখিয়া বিবর্তন প্রমাণ করা কঠিন। এখানে তাঁহার বক্তব্যের ভাবানুবাদ দেওয়া গেল। "জীব প্রাণীদের উপর ভিত্তি করিয়া প্রাণীদের যে প্রধান প্রধান বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করা হইয়াছে, এই গোত্রগুলির কোন রকম পুনর্গঠন ছাড়াই এই গুলিতে প্রাপ্ত কঙ্কাল সমূহকে ফেলা খুবই সহজ। ইহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কঙ্কালের ইতিহাসের প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত, এই গোত্রগুলি অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের সম্পর্কও রহিয়া গিয়াছে তদ্রূপ।..... সুতরাং ইহাই ধারণা করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত যে, তাহাদের মধ্যে

1— W. J, Muller, An Introduction to Historical Geology 4th. Ed, G,M, Price— The new Geology.

2— Lunn and Haldane Science and Supernatural P. 380, Para 2.

3, Charles Darwin—Origin of Species, Para 2.P,55,

4,— Since all fossils are determinable as members of their respective groups drawn up from and based entirely on hiring typs, and since none of these definitions of the phyla or major groups of animals need be in any way altere dor expanded to include the fossils, it naturally follows that throughout the fossil record these major groups have remained essentially unchanged. This means that inter-relationships between them likewise have remained unchanged... It is much more logical to assume a continuation of the parallel inter-relationships further back into indefinite past, to the time of the first beginings of life than to assume somewhere in pre-combarian times a change in these inter-relationships and a convergence towards a hypothetical common ancestral type of from which all were derived (A H. Clark–The New Evolution P.100-105)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একই প্রকার সম্পর্ক অনির্দিষ্ট কাল হইতে সৃষ্টির প্রথম কাল হইতেই, অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে। কোন এক ধূসর যুগে তাহাদের মধ্যকার এই সম্পর্কের পরিবর্তন ছিল এবং তাহাদের আদিতে ছিল কোন আনুমানিক সাধারণ এক পূর্ব্ব পুরুষ— এই রূপ ধারণা ভুল।"

১। *W. J. Tinkle*[১] বলেন, 'ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়াছি কিভাবে প্রস্তর স্তরের বয়স তাহার অবস্থানের পরিবর্তে তাহার মধ্যকার কঙ্কালের সাহায্যেই নির্ণয় করা হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা ভূবিদ্যার তত্ত্বগুলিকে আমাদের গবেষণা ও আলোচনার জন্য স্বল্পমূল্যবান করিয়া দেয়। কারণ প্রস্তরের বয়স নির্ণয়ে কঙ্কালকে ব্যবহার করা হয় কিন্তু আমরা ইহার বিপরীত অর্থাৎ কঙ্কালের বয়স নির্ণয়ে প্রস্তর স্তরকে কাজে লাগাইতে পারিনা। বিবর্তনবাদী জীববৈজ্ঞানিক বিবর্তন তত্ত্বের সত্যতাকে স্বীকার করিয়া নেয় এবং ইহার উপরেই তাহার গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করে। ফলে তাহার গবেষণা লব্ধ ফলকে সরল জীব হইতে জীবের ক্রমবিকাশের প্রমাণ রূপে ব্যবহার করা যায় না"। তাই ব্যাঙ ও ব্যাঘ্র, হাঙ্গর ও হুমায়ুন, রুই ও রমন ✦ একই সরলজীব হইতে জন্ম নিয়াছে তাহা প্রমাণিত হয়না।

বিবর্তনবাদীরা অনেক বড় বড় কথা বলিলেও বিবর্তন দ্বারা কিভাবে মানুষের চক্ষু ও মস্তিষ্কের মত এমন জটিল ও কার্যকরী অঙ্গের উদ্ভব হইয়াছে এই প্রশ্ন ডারউইনকেও হতবাক করিয়া দিয়াছে। বিবর্তনবাদী *Dobzhanski* বলেন "হাজার বৎসর ধরিয়া বানর টাইপের অক্ষর লইয়া খেলা করিলেও দার্শনিক দান্তের *Divine Comedy* এর মত বই সৃষ্টি করিতে পারিবেনা।" কাজেই মস্তিষ্ক বা চক্ষুর হঠাৎ সৃষ্টির কথা বলা অযৌক্তিক বই কিছু নয়। কারণ এই পৃথিবীতে সামান্য কার্য্যও কারণ পরম্পরা ছাড়া সংঘটিত হয়না। আর ইহাও শ্রেষ্ঠতম জীবের সৃষ্টির মত মস্ত বড় যুগান্তকারী ঘটনাই। "অকস্মাৎ সংঘটিত হওয়ার ব্যাখ্যাটি সৌন্দর্য্য বোধ রহিত এবং ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীবন বিন্যাস সম্বন্ধে অজ্ঞানদের জন্যই।" আর প্রাণী সৃষ্টির জন্য এই রূপ কত আকস্মিকতার দরকারই না তাহলে হবে।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, বিশেষ সৃষ্টতত্ত্বকে নস্যাৎ করিবার শক্তি বিবর্তনতত্ত্বের নাই। বর্ণিত প্রত্যেক জীব তার জাতীয় ভিত্তিতে (*after its kinds*) সৃষ্টি হইয়াছে—এই কথা আধুনিক "বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্বের" সমর্থন করে। তাই আল্লাহকে, "বিশেষ সৃষ্টির স্রষ্টাকে আর স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তাই ইউরোপ আমেরিকার বহু নামকরা জীববিজ্ঞানী, যেমন জি, আই, রমনেস, ডাগলেস ডিওয়ার বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করেন। ডিওয়ার বলেন "বিবর্তনতত্ত্ব অলৌকিকতার অবসান কামনা করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তার দ্বারা তা সম্ভব হয়নাই। ইহা বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্বের অলৌকিকতাকে নূতন ভাবে পরিবেশন করিয়াছে মাত্র।" (*The man for mankey myth, the Ninetzenth Century & after, April 1944*)।

অন্যদিকে বৈজ্ঞানিকগণ সরলজীব হইতে জটিল জীবের উৎপত্তির প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করিলেও কিভাবে প্রাণহীন বস্তু হইতে প্রাণের সৃষ্টি হইল তাহা বলিতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিক *Lyall* তাই বলিয়াছেন, জড়বস্তু হইতে একটি গাছের পাতা আপনা আপনি উৎপত্তি হওয়ার চেয়ে ঐরূপভাবে একটা বই প্রস্তুত হওয়া অধিকতর বিশ্বাস্য। অবশ্য *J B B Haldane* স্বীকার করিয়াছেন যে, ডারউইনের বিষয়বস্তু ছিল প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তির পথ বাতলানো। প্রাণের উৎপত্তির পথ বাতলানো নহে। [*Not the origin of life, but origin of species.*] (*species kind* এর অর্থে ব্যবহার করাহইয়াছে) অথচ কঙ্কালের ইতিহাস বলুন

1— Already we have seen how the age of rock strata is estimated by the included fossils mucn more often than by its position. Unfortunately for us this makes the geological record of very little value forthe present study, for if the fossils are used to tell the age of the rocks. we can not turn around and use the rocks to tell the age of the fossils, the evalutionary Geologist assumes the truth of the theory of Evolution and bases his study upon it consequently his findings can not be based to prove that animals have developed from simpled forms." (W.J. Tinkle— Fundementals of Zoology P, 438)

✦ স্যার সি.ভি. রমন, নোবল পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতীয় পদার্থবিদ্যা বিদ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আর মানুষের অভিজ্ঞতাই বলুন, কোনটাই একই জীব হইতে বিভিন্ন জাতির জীবের উৎপত্তি প্রমাণ করে-নাই।

আবার যে সরলজীব হইতে প্রাণীকুলের উদ্ভব বলা হইয়াছে, তাহাও সরল নহে বরং তাহা রাসায়নিক দিকদিয়া অত্যন্ত জটিলপ্রাণ বিশিষ্ট। [*Lunn and Haldane's Science and Supernatural* ২৪৪-২৪৭ পৃঃ] এ কথাও বলাযায়না যে, আপনা আপনি ঐ রাসায়নিক উপাদানগুলি একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় জীবকোষের সৃষ্টির জন্য একত্র মিশিবে!

বিবর্তনবাদের "যোগ্য বলেই বাঁচিয়া থাকিবে" এই তত্ত্বটাও ভুল। কারণ পচা নর্দমায় কীটাদি বাঁচিতে পারিলেও মানুষ বাঁচিতে পারেনা। তাই বলিয়া কি মানুষকে কীটের চেয়েও অযোগ্য মনে করিতে হইবে? আসলকথা, আল্লাহতে বিশ্বাস না করিলে এইসব সমস্যা ব্যাখ্যা করা যায়না।

আধুনিক জীববিজ্ঞান আজ নিশ্চিন্তভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে—জীবন একটা মৌলিক ব্যাপার, অধিকন্তু ইহা সৃষ্টিশীল। "ইহা মনে হয় যে, জীবন মৌলিক একটা কিছু! অধিকন্তু ইহা সৃষ্টিশীল এবং ইহা জীবন্ত কাঠামোটিকে কাজে লাগায় এবং যন্ত্ররূপে রূপান্তরিত করে ইহার উদ্দেশ্যকে অগ্রগামী এবং লক্ষ্যকে সাধন করিবার জন্য। এইখানেই সৃষ্টিশীল বিবর্তনতত্ত্বের জন্ম হয় উদ্দেশ্যমূলক শক্তি ও নীতির প্রকাশ হিসাবে। মনে হয়, এই শক্তি ও নীতি জীবন্ত কাঠামোটিতে নিজকে প্রকাশ করিয়া, প্রায় অবোধ্য এমন কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবার চেষ্টায় সর্ব্বদাই জীবনের কতকগুলি উচ্চতর গুণরাজি অর্জ্জন করিতে চায়।"[১] তাইদেখি আজ বিবর্তনতত্ত্বই বিবর্তিত হইয়া স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করিতেছে।

আচ্ছা দেখা যাউক এ সম্বন্ধে যুগান্তকারী মহাগ্রন্থ আলকোরআন কি বলে?

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ، فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ
عَلٰى بَطْنِهٖ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَّنْ
يَّمْشِىْ عَلٰى اَرْبَعٍ، يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ —

"আল্লাহ প্রতিটি প্রাণীকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের কতক হামাগুড়ী দিয়া চলে, তাহাদের কতক দুই পায়ে চলে আর তাহাদের কতক চারি পায়ে চলে, আল্লাহ যেরূপ ইচ্ছা সেইভাবে সৃষ্টিকরেন।" (সূরা ২৪, আয়াত ৪৫)

ان فى خلق السموات و الارض .... وما
انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد
موتها وبث فيها من كل دابة —

"দেখ! আকাশসমূহে এবং পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং আল্লাহ আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া মৃত ধরিত্রীকে জীবিত এবং উহাকে সকল প্রকার প্রাণী অধ্যুষিত করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে আল্লাহর নিদর্শন রহিয়াছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য।" (২: ১৬৪)

اولم يرالذين كفروا ان السموات و الارض
كانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شئى حى
افلا يؤمنون و جعلنا فى الارض رواسى ان تميد
بهم و جعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون —

যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহারা কি জানেনা যে, আকাশসমূহ এবং পৃথিবী একটি আস্ত খণ্ড ছিল, তারপর আমরা উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করি এবং আমরা সমস্ত প্রাণীকে পানি হইতে সৃষ্টিকরিয়াছি? অতঃপরও কি তাহারা বিশ্বাস করিবেনা? এবং আমরা পৃথিবীতে পর্ব্বত সমূহ সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে ইহা তাহাদের সহিত কম্পিত না হয় এবং উহাতে চলাচলের পথ প্রশস্ত করিয়াছি যেন তাহারা তাহাদের পথপায়। (২১: ৩০—৩১)

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّى —

"তাহারা কি তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করেনাই? আল্লাহ আকাশ সমূহ এবং এই পৃথিবী

1— Life, it seems, is fundemental; moreover it is creative and uses and moulds forms of living organism as instruments to further it purposes and serve its ends. Hence arise theories of creative evolution as the expression of a purposive force or principle which menifesting itrelf in living organism, seems to achieve ever higher qualities of life in the effort to realize some objective at which we can at Present deemly guess."

www.ahlehadeethbd.org

এবং যাহা কিছু তাহাদের মধ্যে আছে, সমস্তই সত্য-বিধান এবং নির্দ্ধারিত উদ্দেশ্য ব্যতীত সৃষ্টি করেন-নাই।" (সূরা রূম আয়াত ৮)

ربنا ما خلقت هذا باطلا —

"হে আমাদের প্রভু, তুমি ইহা অনর্থক সৃষ্টি কর-নাই।" (৩: ১৯১)

উপরের আয়াতগুলি আজ আধুনিক বিজ্ঞানের ফলে অধিকতর বোধগম্য হইতেছে। পৃথিবীর সূর্য্য হইতে বিচ্যুতি, পৃথিবীর প্রাথমিক তরলতা, পর্ব্বতের সৃষ্টি প্রভৃতি আজ বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত হইয়াছে। আর এ-গুলি বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্বও সমর্থন করিতেছে না কি? সূরা রূমের আয়তটি এবং উপরের উদ্ধৃতাংশটি মিলাইয়া পড়িলেই সৃষ্টির উদ্দেশ্যশীলতার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান কি বলে?

যুগান্তকারী জীব বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন এবং তাঁর পরবর্তী শিষ্যেরা মানুষকে শুধু শারীরিক জীব হিসাবে ধারণা করিয়া তাহার দৈহিক গঠনের উপর ভিত্তি করিয়াই বিবর্তনবাদ প্রমাণ করিতে চেষ্টা পান এবং মানুষের মন বলিয়া যে একটা কিছু আছে তাহা অস্বীকার করিয়া বসেন। তাঁহারা মানুষকে দেখেন একান্ত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মনোবিজ্ঞান এই বস্তুবাদী-তার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। কেম্ব্রিজ ও লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় (*para psychology*) যে গবেষণা হইতেছে, তাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানবের দৈহিক উপাদান ছাড়াও মানসিক উপাদানও রহিয়াছে।[১] তাই আজ বৈজ্ঞানিকরাও কৃত্রিম প্রণালীতে নিদ্রা আনয়ন (*Hypnotism*) এবং একের মানস শক্তির সাহায্যে অন্যের মনকে প্রভাবান্বিত করনকে (*Telepathy*) আর হাসিয়া উড়াইয়া দেননা বরং ইহাদের সাহায্যে অনেক নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উদ্ভাবনের চেষ্টায় নিয়োজিত আছেন।

উপরোক্ত মানসিক উপাদানের জন্যই মানুষ স্বাভা-বিক আকর্ষণ বোধকরে এই বস্তুজগতের সুখ সুবিধা, রুটি মাখনের উর্দ্ধে এক উচ্চাদর্শের প্রতি, জগত নিয়ন্ত্রন-কারী মহান সত্ত্বা আল্লাহর প্রতি। তাইদেখি গোড়া বস্তুবাদী রাশিয়াতেও ধর্ম্মের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণকে সমগ্র রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের সাহায্যেও রোধ করা যাইতেছেনা। ইহাতে প্রমাণ হয়, তাঁহারা ভুলপথ অবলম্বন করিয়াছেন বস্তুবাদী দর্শন গ্রহণ করে। আজ তাই এই ভুলের কিছুটা সংশোধনের চেষ্টা চলিয়াছে।

ইহা বুঝিতে পারিয়াই বোধহয় এই শতাব্দীর প্রথমভাগে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জে, এস, হেলডেন এফ, আর, এস, (*J, S. Haldane F, R, S,*) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে দর্শনশাস্ত্রের বিকাশে— আল্লাহর অস্তিত্বই হইবে প্রধান বৈশিষ্ট্য"।

* * * *

* *

পদার্থ বিদ্যা ঃ—

এরপর পদার্থ বিদ্যার বর্তমান রূপের আলোচনা করিয়াই এবারকারমত প্রবন্ধ শেষ করিব। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিউটনের[৩] শক্তিবাদের (*mechanism*) অপূর্ব্ব সাফল্যের পর হইতে বাস্তবাদী দর্শনের খুব উন্নতি হয় এবং একদল বৈজ্ঞানিক এইদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে কোন অলৌকিক শক্তির কথা অস্বীকার করেন। তাহারা দাবী করেন যে, অলৌকিকতা নিরপেক্ষ বিশ্ব সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রনতত্ত্বগুলি বস্তুগতভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এমনকি ভবিষ্যতে বিশ্বের নিয়ন্ত্রনভার হাতে নেওয়ার মত দর্পও কেউ কেউ প্রকাশ করেন। ক্রমশঃ

1 —The Islamic Review, May, 1956.

2 — J. S, Haldane —The Philosophic Basis of Biology —P130

৩ —অবশ্য নিউটন আল্লার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। "The exquisite structure of the sun, the planets and the comets could-not have had their origin but by the plan and absolute monopoly of an intelligent and pawerful being,, — Newton (Lunn and Haldan's Science and Super natural p. 298)

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

অনুবাদ— আহ্‌মদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারত সীমান্তে একটি বিদ্রোহী ছাউনি

বাঙ্গালী মুসলমানগণ পুনরায় এক নিদারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে নিপতিত হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া উত্তরপশ্চিম সীমান্তস্থিত মুজাহিদ দলের নূতন উপনিবেশ হইতে আমাদের সীমান্তস্থিত এলাকা পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হইয়া আসিতেছে। সুযোগ পাইলেই উক্ত মুজাহিদ ক্যাম্প হইতে অভিযান চালাইয়া তাহারা আমাদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ছাউনীর উপর আক্রমণ চালাইয়া আমাদের গ্রামসমূহের অধিবাসীদিগকে হত্যা ও তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন ও ঘরবাড়ী ভস্মীভূত করিতেছে। এইজন্য তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে তিনটি ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। বিদ্রোহীদের এই নূতন উপনিবেশের শক্তিবৃদ্ধির জন্য একান্ত সুপরিকল্পিতভাবে এবং বিচক্ষণতা সহকারে বাংলা হইতে লোক ও অর্থ সংগৃহিত হইতেছে এবং সেই সংগ্রহের জাল যে সমগ্র বাংলায় বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে তাহা কয়েকটি ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় আদালত হইতে প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম সীমান্তের অনাবাদী পার্ব্বত্য এলাকা ও লোকবসতি সমন্বিত মালভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশ পর্যন্ত গঙ্গানদীর অববাহিকা ধরিয়া নদীসমূহ যেস্থানে সমুদ্রে গিয়া মিলিত হইয়াছে, এই বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। ঐ সমস্ত ষড়যন্ত্রমূলক মোকদ্দমাসমূহ হইতে আরও প্রমাণিত হয়াছে যে, গঙ্গানদীর অববাহিকাস্থিত এলাকা (অর্থাৎ দক্ষিনবঙ্গ) হইতে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত লোক ও অর্থ সংগৃহিত হইয়া আমাদের রাজ্যাভ্যন্তর দিয়া দুই হাজার মাইল দূরস্থিত বিদ্রোহী ক্যাম্পে প্রেরিত হইতেছে। প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি এবং ধনসম্পত্তিশালী মুসলমানগণ এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে। এই দলের টাকা পয়সা সংগ্রহের এবং সেই অর্থ সীমান্তের অপর পারস্থিত বিদ্রোহী ক্যাম্পে পৌছাইয়া দেওয়ার পদ্ধতিও একান্তই হুশিয়ারীপুর্ণ। সন্দেহাতীত ব্যবসায়ীর বেশে তাহারা বাংলা হইতে টাকাপয়সা লইয়া সুদূরে অবস্থিত বিদ্রোহী ক্যাম্পে পৌছাইয়া দিয়া থাকে।

মুসলমানদের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত গোঁড়া ইংরেজ-বিদ্বেষী, তাহারা প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, অপর মুসলমানগণ বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে জেহাদ ফরজ হইয়াছে কিনা, সেজন্য শরিয়তের ব্যবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং বিগত নয় মাস কাল যাবত বাংলার প্রভাবশালী পত্রিকাগুলি এই প্রশ্নের আলোচনায় নিজেদের বক্ষস্থল পূর্ণ করিয়া চলিয়াছেন যে, বর্তমান অবস্থার মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শরিয়ত সম্মত কিনা? এতৎ সংশ্লিষ্ট সর্ব্ব প্রথমে উত্তর ভারতের সম্মিলিত উলামাবৃন্দ দ্বারা সম্পাদিত একখানি ফতোয়া পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এবং তৎপর উহার সমর্থনে বাংলার মুসলমানদের পক্ষ হইতে আর একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং যদিও শিয়া সম্প্রদায় সমগ্র সুন্নি মুসলমানদের তুলনায় একান্তই মুষ্টিমেয়- তবুও তাহারা কোন না কোন প্রকারে উহার সমর্থন না করিয়া উপায়ন্তর পাননাই। সমগ্র মুসলমানের এই মনোভাবের মধ্যে যে একটি কৌতুককর অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে তাহা এইযে, মুষ্টিমেয় একটি রাজভক্ত মুসলমানদল, একসঙ্গে ঈমান ও রাজানুগত্য রক্ষা করা যায় কি করিয়া সেই চিন্তায় তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের ভাবনার বিষয়বস্তু হইতেছে এইযে, যদি তাহারা ফতোয়ার বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক রাজানুগত্য জানায় তাহাহইলে তাহাদের ঈমান নষ্ট এবং রূহ (আত্মা) পাপকলুষিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়া পরলোকে তাহাদিগকে কঠোর জওয়াবদিহির সম্মুখীন হইতে হইবে কিনা? বলাবাহুল্য এংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি কয়েকমাস যাবত এই মুষ্টিমেয় রাজভক্ত মুসলমানদের এইপ্রকার অদ্ভুত মনোবৃত্তি লইয়া হাস্য-পরিহাসে লিপ্ত রহিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপার যে মোটেই হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মতন নহে বরং উলামাবৃন্দ কর্তৃক সম্পাদিত এবং বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা সমর্থিত ফতোয়ার মাধ্যমে যে এক ভয়াবহ বিপদাশঙ্কা উঁকি দিতেছে— আমাদের স্বদেশবাসী (লণ্ডনবাসী) বিচক্ষণ রাজনিতিকবৃন্দ তাহা বিলক্ষণ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের ভারতীয় রাজ্য যে একান্ত ভাবে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে বিদ্রোহের সমর্থনে মুসলমানদের পক্ষ হইতে প্রচারিত কাগজ পত্রের দ্বারাও তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছে।

ঐসমস্ত প্রকাশিত ও প্রচারিত কাগজ পত্র হইতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকের নিকট ইহা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে যে, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যাহারা দ্বীনদার মুসলমান (স্যার হাণ্টার স্বীয় পুস্তকে ধর্মভীরু, মুসলমানদের সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ যে শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন,—অনুবাদক) এবং নির্ভীক তাহারা তো বিগত কয়েক বৎসর হইতে বিদ্রোহে যোগদান করিয়া আসিতেছেই কিন্তু অপর সকলের অবস্থাও একান্তই রহস্যজনক হইয়া রহিয়াছে। তাহারা নিজেদের পার্থিব স্বার্থ বজায় রাখিয়া কি প্রকারে পারলৌকিক স্বার্থ রক্ষা করাযায় সেই চিন্তায় হয়রান রহিয়াছে। উলামাদের ফতোয়া অনুযায়ী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ফরজ হইয়াছে বলিয়া যে ব্যবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে, তদনুযায়ী প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে আপনাপন মনোভাব ব্যক্ত করিয়া প্রত্যক্ষভাবে জেহাদে যোগদান করা আবশ্যক অথবা সীমান্তের অপর পারস্থিত মুজাহিদ বাহিনীর শক্তি বর্দ্ধনার্থ লোকজন ও টাকা পয়সা সংগ্রহ করিয়া পরোক্ষ ভাবে সাহায্য যোগাইয়া ঈমান বাঁচানো যায়কিনা, এই দুশ্চিন্তায় তাহারা দিশাহারা হইয়া রহিয়াছে। তাহারা আরও চিন্তা করিতেছে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহারাকি ফতোয়ার মর্মানুযায়ী চলিয়া নিজদিগকে প্রকৃত মুজাহিদ খাঁটি মুসলমান বলিয়া প্রমাণিত করিবে, না রাজভক্ত প্রজার ন্যায় শান্তিতে জীবন যাপন করিবে? বলাবাহুল্য এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাহারা কেবল ভারতীয় উলামাদের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া কয়েক মাস যাবত চেষ্টা চরিত্র করিয়া তাহারা মক্কার আহ্‌লে-সুন্নতের তিনজন বিখ্যাত উলামার নিকট হইতেও ফতোওয়া সংগ্রহ করিয়াছে।

এখন আমি আমাদের ভারতীয় মুসলমান প্রজাবর্গের এই সঙ্কট জনক অবস্থা লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। সমগ্র ব্যাপার পরিষ্কার ভাবে বুঝাইবার জন্য বক্তব্য বিষয়বস্তু সমূহ তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদে যে সমস্ত কারণে সীমান্তের অপর পারে বিদ্রোহীদের উপনিবেশ স্থাপন হইয়াছে এবং যেজন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, সেই সমস্ত ব্যাপার সংক্ষেপ ভাবে বর্ণিত হইবে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যে বিস্ময়কর সংগঠনী প্রতিভার সাহায্যে বিদ্রোহীগণ আমাদের রাজ্যাভ্যন্তরস্থিত জেলাসমূহ হইতে লোক ও অর্থ সংগ্রহ পূর্বক বিদ্রোহী ক্যাম্পে প্রেরণ করিতেছে সেই প্রণালী লইয়া আলোচনা করা হইবে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে যে সমস্ত শরিয়ত সম্মত ফতোয়ার দরুণ আমাদিগকে এই প্রকার ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইতেছে, সেই সমস্ত ফতোয়া লইয়া বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, ঐ সমুদয় বিধি ব্যবস্থার এবং বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের বিষাক্ত প্রচারণার ফলে সাধারণ মুসলমানগণ পাগলপারা অবস্থায় দলে দলে বিদ্রোহী দলে যোগদান পূর্বক তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। সেই সঙ্গে যে অল্প সংখ্যক মুসলমান জেহাদের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য পবিত্র শরিয়তের অপব্যাখ্যার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে তাহাদের অবস্থাও বর্ণিত হইবে। কিন্তু মাত্র এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত দিলে সবকথা বলা হইবেনা। সুতরাং যে সমস্ত কারণে ভারতীয় মুসলমানগণ অতীতে ও বর্ত্তমানে যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক অবস্থা গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে এবং যে কোন কারণে আমাদের রীতি নীতি ও আচার আচরণের প্রতি তাহারা বিদ্বিষ্ট হইয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সযত্নে উহা হইতে দূরে অবস্থিত করিতে চেষ্টা পাইতেছে সেই সমস্ত কারণও দেখাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কালের গতী অনুযায়ী চলিতে অভ্যস্ত সুযোগ সন্ধানী হিন্দুগণ যে ভাবে নূতন পরিবর্ত্তনকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ পূর্বক উহার সহিত নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে মুসলমানগণ তাহা পারিতেছে না এবং সেরূপ করাকে তাহারা তাহাদের জাতীয় সম্মানের পক্ষে গ্লানিকর বলিয়া মনে করিতেছে, এজন্য যে সমস্ত অভিযোগ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাহাদের এই মনোভাব গঠনে সাহায্য করিয়াছে চতুর্থ পরিচ্ছেদে সেই সমস্ত ব্যাপার আলোচিত হইবে। বলাবাহুল্য মুসলমানদের সেই সমস্ত অভিযোগের মধ্যে যে গুলি প্রকৃত, তাহা বর্ণনা পূর্ব্বক উহাদের প্রতিকারের উপায় সমূহের উপরও আলোকপাত করিতে চেষ্টা পাইব।

সীমান্তের অপর পারস্থিত বিদ্রোহী ক্যাম্পের নেতা ছিলেন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে সুসংগঠিত এবং অসম সাহসী সম্মিলিত পিণ্ডারী শক্তিকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করার পর তাহারা নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী তাহাদেরই মধ্যকার একজন উচ্চাকাঙ্খাশীল যুবক ছিলেন। (সৈয়দ আহমদ উত্তর প্রাদেশস্থিত বিখ্যাত রায়বেরেলী নামক স্থানে ১২০১ হিজরী মোতাবেক ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মহরম মাসে জন্মগ্রহণ করেন।) যে বিখ্যাত লুণ্ঠনকারী দীর্ঘকাল ধরিয়া মানবের আদিম উৎপাদনকারীদিগের জনপদে লুণ্ঠন চালাইয়াছে সৈয়দ আহমদ তাঁহারই দলে একজন সাধারণ ছওয়ারের পদ গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন।

[স্যার উইলিয়াম হাণ্টার এস্থলে টঙ্করাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব আমীর খানের কথা বলিতেছেন। হজরত সৈয়দ অহমদ শহীদ সদগুণাবলীর প্রতীক স্বরূপে মাতৃ উদর হইতে ভূমিষ্ঠ হন। শৈশব কালেই সাধু সভাব দ্বারা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণকারী ছিলেন। কৈশোরে নামাজ, রোজা, তেলাওত, জিকর এবং অক্ষম ও দরিদ্রের সেবাই ছিল তাঁহার দিনের কর্ম ও রাতের ধ্যানের বস্তু। সেই সঙ্গে তীর ও বর্শায় চালনা, অশ্বারোহণ ইত্যাদি সামরিক বিদ্যার প্রতিও তাঁহার ঝোঁক পরিদৃষ্ট হয়। প্রায় বিশ বৎসর বয়সে তিনি বেরিলী হইতে দিল্লী নগরে গিয়া তৎকালীন মুসলিম জগতের সর্বজনমান্য বিদ্বান ও পীর হজরত শাহ আবদুল আজিজ(রঃ)এর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। হজরত শাহ সাহেব তদীয় মহান পিতার পরিকল্পনা কার্য্যের দ্বারা রূপায়িত করিয়া ভারতে পুনরায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে রূহানী তরবিয়ত দিতে গিয়া যখন তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার মধ্যে সামরিক প্রতিভাও সম্যক পরিমানে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন তিনি তাহাকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার চিন্তায় লিপ্ত হয়েন। আমীরখান সেই সময় ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তরে ভারতে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া জয়মাল্যে ভূষিত হইতে ছিলেন। এদিকে সৈয়দ আহমদ সাহেবের রূহানী তরবিয়ত (আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনা) পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে বুঝিয়া হজরত শাহ আবদুল আজিজ তাঁহাকে সামরিক শিক্ষা পূর্ণ করিবার মানসে নওয়াব আমীর খানের সৈনিক দলে প্রবেশের উপদেশ প্রদান করেন। সুতরাং স্বীয় গুরুর উপদেশ ক্রমে ১২২৫ হিজরী (১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি টঙ্কের নওয়াব আলী খানের সৈন্য দলে প্রবেশ করেন এবং ছয় বৎসর কাল সেই কর্যে নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু ১২৩১ হিজরীতে (১৮১৬খৃঃ) যখন আমীর খান ইংরেজদের সহিত সন্ধি স্থাপনে প্রবৃত্ত হন তখন তিনি তাঁহাকে তাহাহইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু নওয়াব আলী খান নানা ওজুহাত দেখাইয়া ইংরেজের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর তিনি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে শাহ আবদুল আজিজের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবৃত করেন। স্যার উইলিয়ম হাণ্টার এই টঙ্কাধিপতি বীর মুজাহিদ গাজী নওয়াব আলী খানকে মানবের আফিম উৎপাদন কারীদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনকারী নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে স্যার হাণ্টারের উপর দোষ চাপাইয়া কোন লাভ নাই। কারণ পাশ্চাত্য লেখকদিগের দস্তুর হইতেছে এশিয়ার যে কোন স্বদেশপ্রেমিক বীরের প্রতি লুণ্ঠনকারীর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অপবাদ আরোপিত করা, প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি যে সৈয়দ আহমদ সাহেব নওয়াব আলী খানের সৈনিক দলে ভর্ত্তি হওয়ার অনেক দিন পরে তাঁহার অনন্য সাধারণ অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া নওয়াব আলী খান তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন। অনুবাদক)

কিন্তু রাজা রণজিত সিংহের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি কঠোর ভাবে প্রতিবেশী মুসলমানদিগকে দাবাইতে চেষ্টা করায় লুণ্ঠনকারীদলের অবস্থা বিপদজনক হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে রণজিতসিংহের হিন্দু স্বভাবগত পরধর্ম্ম বিদ্বেষী আচরণের ফলে উত্তর ভারতের মুসলমানদের মনে নিদারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে সৈয়দ আহমদ সাহেব একান্তই বুদ্ধিমত্তার সহিত নিজেকে কালের অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে যত্নপর হইলেন। তিনি সামরিক বৃত্তি ত্যাগ পূর্ব্বক শরিয়তের মর্ম্ম অবগত হওয়ার মানসে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লী নগরে উপনীত হইয়া জনৈক ভুবনবিখ্যাত আলেমের (শাহআবদুল আজিজ) শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক তিন বৎসরকাল তাঁহার নিকট পাঠার্থী জীবন যাপন করেন। (স্যার হাণ্টারের এই উক্তি ঠিক নহে। ইহা হইতেছে হজরত সৈয়দ আহমদের তৃতীয়বার শাহআবদুল আজিজের নিকট উপস্থিতির বৃত্তান্ত। অনুবাদক)। অতঃপর তিনি ধর্ম্মপ্রচারের ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক মুসলমানদের বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে যে সমস্ত বেদয়াত ও কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার আরম্ভ করিয়াদিলেন। সংগে সংগে একদল সুশিক্ষিত, উদ্যমশীল এবং সাহসী লোকও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। যে অসম সাহসী বীর রোহিলা পাঠান দিগকে (নওয়াব শোজাউদ্দওলার) অমরা পুনঃ পুনঃ সামরিক সাহায্য দানকরিয়া ছিলাম এবং যে দুঃখাবহ ও লজ্জাকর ঘটনাবলীর জন্য ইতিহাসে ওয়ারেণ হেষ্টিংস এর জীবন কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে সৈয়দ আহমদ সাহেবের প্রচারের লক্ষ্যস্থল হইল সেই রোহিলা পাঠান বৃন্দ। রোহিলা পাঠানদের বংশধরগণ বিগত অর্দ্ধশতাব্দী যাবত আমাদের বিরুদ্ধে উহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বরাবরই তৎপর রহিয়াছে। সুতরাং সৈয়দ আহমদ সাহেবের প্রচার অতি সহজেই তাহাদের মনে স্পর্শ করিল এবং সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহারা সুশৃংখলিত পরিকল্পনানুযায়ী সীমান্তের অপর পারস্থিত বিদ্রোহী দলকে উৎকৃষ্ট যোদ্ধা যোগাইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা পাইয়া আসিতেছে। রোহিলাদের সম্বন্ধে তো বটেই, বরং ভারতে আরো নানা ক্ষেত্রে-আমরা অন্যায় অত্যাচার চালাইয়া যেরূপ বীজ বপন করিয়াছি, বর্ত্তমানে আমাদিগকে তদনুরূপ তিক্ত ফল আহরণ করিতে হইতেছে।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে এই মজাহিদ নেতা ক্রমে ক্রমে তাঁহার পরিক্রমা দক্ষিণাভিমুখী করেন। তাঁহার মুরিদ (শিষ্য)বৃন্দ আপনাদের গুরুর রুহানি(আধ্যাত্মিক) শক্তির নিকট এরূপ ভক্তি প্রবণ হইয়া উঠেন যে, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী অভিজাত শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রেষ্ঠ উলামা বৃন্দও একান্ত ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার সমস্ত আদেশ পালন এমন কি নগ্নপদে তাঁহার পাল্কীরসহিত গমন করাকে অত্যন্ত গৌরবের কাজ বলিয়া মনে করিয়াছেন। পাটনায় দীর্ঘদিন অবস্থিতির ফলে তাঁহার মুরিদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনার্থে আইন কানুন রচনার আবশ্যকতা দেখা দেয়। অতঃপর প্রত্যেক নগরের জন্য তিনি স্বীয় এজেণ্ট নিযুক্ত করিলেন এবং সেই সকল এজেণ্ট মারফত ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে তাহাদের লাভের উপর শুল্ক আদায় আরম্ভ করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য চারিজন খলিফা ও বিচারকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একজন কাজি নিযুক্ত করিলেন। (খলিফা চতুষ্টয় মওলানা বেলায়েত আলী, মওলানা এনায়েতআলী, মওলানা মাহরুমআলী এবং মওলানা ফরহাত হোসেন এবং মওলানা শাহ আহমদ হোসেন কাজিঅল কুজাত নিযুক্ত হইলেন) এই পাঁচ ব্যক্তির প্রথম চারিজন রুহানী-নায়েব (আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি) এবং শেষোক্ত ব্যক্তি কাজির পদে অভিষিক্ত হইলেন। বাদশাহগণ যে ভাবে স্বীয় অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের উদ্দেশ্যে ফরমান জারি করেন তিনিও ঠিক সেইভাবে স্বীয় খলিফাবৃন্দের জন্য ফরমান

৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য—

www.ahlehadeethbd.org

আগমনি

আতাউল হক—

সুদীর্ঘ শীতের শীর্ণ নিশিগুলি, কুয়াসা-কাফনে ঢাকা,
তিরোহিত আজো হয় নি ? আসেনি প্রভাত বিহগ-ডাকা ?
তবে কেন শুনি মৌন কুঞ্জবনে গুঞ্জরণ-কলরব ?
একি তবে ভুল ? মিথ্যা তবে ওই আলো-গীত-উৎসব ?

বসন্ত কোথায় ? তরু-শিরে-শিরে দেখি না ত কিশলয় !
বিমর্ষ প্রকৃতি অধোমুখে আজো নীরবে চাহিয়া রয় !
বিটপীর শাখা মঞ্জরিত নহে, কোরক রহিল ঘুমে ;
প্রজাপতি এসে এখনো ও-মুখ সোহাগে গেল না চু'মে !
ধরণী আজিও মরণের কোলে নীরবে রহিল চাহি' ;
মুমূর্ষু পৃথিবী গুঞ্জরি' কহিছে : বসন্ত এখানে নাহি !

মুছ আঁখি তুমি, হে মোর ক্রন্দসী ব্যথাতুর অভিমানী,
শীত অবসান ; বসন্ত আসিছে, শুনিতেছি পদধ্বনি !
আসিছে বসন্ত অর্ঘ্য-থালা নিয়ে, অবারিত গতি তার ;
ক্লিষ্ট কণ্ঠে তুমি জয়ধ্বনি কর—উষসী খুলেছে দ্বার !

৭৬ পৃষ্ঠার পর

জারি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে পাটনায় একটি স্থায়ী ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করার পর তিনি সদলবলে গঙ্গা নদীর পথে কলিকাতাভিমুখে রওয়ানা দিলেন। পথিমধ্যে নানা স্থানে তিনি লোক-দিগকে মুরিদ করিলেন এবং প্রধান প্রধান নগর, সহর ও জনপদের জন্য আপনার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। কলিকাতায় তাঁহার চতুষ্পার্শে এরূপ বিপুল জনসমাবেশ হয় যে, হাতে হাত মিলাইয়া মুরিদ করা অসম্ভব হওয়ায় তাঁহাকে স্বীয় পাগড়ী সমপ্রসারিত করিয়া ঘোষণা করিতে হয় যে, এই পাগড়ী যাহারা পর্শ করিবে এবং সেই সকল স্পর্শকারীদিগের অঙ্গ যাহারা স্পর্শ করিবে তাহারা সকলেই তাঁহার মুরিদ বলিয়া গণ্য হইবে।

ক্রমশঃ—

www.ahlehadeethbd.org

মাষ্টার সাহেব

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার

(৩)

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তাইত, কী করা যায়? রুজি রোজগারের সম্বন্ধে আমাদের নবী (ছঃ) কি বলেছেন?"

বলিলাম, "বেশীত জানিনা। তবে হাদিছে পড়েছি— "মানুষ নিজের হাতে মেহনত করে যা রোজগার করে, তার চেয়ে বেশী পবিত্র খাদ্য আর কিছুই নাই।"

মাষ্টার সাহেব সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "আহ্, খাঁটী মানুষ হওয়ার জন্য কী সুন্দর কথা! সত্যিই ত, শ্রমের মার্য্যদা না জানলে খাঁটী মনুষ্যত্বের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা কিছুই হয়না উঃ— এ হিসাবে ত একজন ধার্মিক দীন মজুর একজন বড় দরের ওয়াজ-ব্যবসায়ী দাওয়াৎ ভোজী তথাকথিত পীর কেবলার চেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র! মনছুর, আমরা অনেক দূরে পিছিয়ে পড়েছি। একেবারে নীচের ধাপ থেকে গড়ে না তুললে আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করা যাবেনা।"

বলিলাম, — "কিন্তু সে যে অত্যন্ত কঠিন কাজ, স্যার।"

তিনি বলিলেন, "যুগে যুগে দেশে দেশে নবী রছুলগণ ত সারা জীবন নির্য্যাতন সহ্য ক'রে তাই ক'রে গেছেন। মোছলমান হিসাবে খাঁটী মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করাইত শ্রেষ্ঠতম জেহাদ। আজ একদিকে ধর্মহীন শক্তিশালী ব্যক্তিগণের অবাধ হারাম খুরী, অপরদিকে ধার্মিক নামধারী ব্যক্তিগণের পরান্ন নির্ভরতা—এদুইটী ভাবধারা বিনষ্ট করে সত্যিকার মোছলমান হিসাবে বেঁচে থাকার চেষ্টাই ত শ্রেষ্ঠতম এবাদত।"

"জীহাঁ, নিজের হাতে কাজ ক'রে খেলে এদেশের ভদ্র সমাজে নিন্দিত হ'তে হয়, শরীফ মোছলমান হিন্দুদের অনুকরণে বিধবার বিবাহ দেয়না, মেয়েরা ঢেঁকিতে পা দেয়না শারাফতী নষ্ট হবে বলে। এত সব অনাচার মান্‌তে গিয়ে কত গরীব ভদ্রলোকের সংসারে হাহাকার নেমেছে, — কে তার খবর রাখে?"

তিনি নীরব থাকিয়া বলিলেন,— "হাঁ আমার ঘর থেকেই প্রথম জেহাদ শুরু ক'রব। আপাততঃ গ্রামের স্কুলটা চালাই। ওটা ভেঙ্গে পড়ে আছে।

---

৬৮ পৃষ্ঠারপর

উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যভিচারের প্রকরণ বিশেষের নিন্দাবাদের কঠোরতা মূল ব্যভিচারের পাপকে লঘু করেনা ও উহা ব্যাপক নিষিদ্ধতার বিকল্পও নয়। সুতরাং আহ্‌লেহাদীছগণের নিকট উভয় আদেশই যুগপৎ ভাবে অনুসরণীয় হইবে।

(ঘ) এইরূপ কোরআনের ছুরত আলবাকারার আদেশ দেওয়া হইতেছে, হে বিশ্বাসপরায়ণ সমাজ তোমরা আল্লাহকে اتقوا الله وذروا ما بقى من ভয় কর এবং সুদী الربوا ان كنتم مؤمنين ! লেন-দেনের যাহা বাকী রহিয়াছে অবিলম্বে পরিহার কর, যদি তোমরা মুছ্‌লিম হও—২৭৮ আয়ত। পুনশ্চ ছুরত আলে-ইমরানের ১৩০ আয়তে বলা হইতেছে, হে মুছ্‌লিম সমাজ, لا تاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি সুদ খাইওনা। একদল অর্বাচীন ভাষ্যকার পরবর্তী আয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী আয়তকে রহিত করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, যেসুদ হারাম ও নিষিদ্ধ তাহা চক্রবৃদ্ধি সুদ মাত্র। কিন্তু আহ্‌লেহাদীছগণ উভয় আয়তকেই বলবৎ মনে করেন এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের মত সর্বপ্রকার সুদী লেন-দেনকে অবৈধ ও হারাম বিশ্বাস করিয়া থাকেন। উভয় আয়তই তাঁহাদের গ্রহণীয় ওঅনুসরণীয়। অসমাপ্ত—

www.ahlehadeethbd.org

পালানের জমি টুকুতে কাল থেকে কোদাল ধরে তরকারীর আবাদ ক'রব। তারপর খোদা ভরসা।"

তিন বছর পরের কথা। হুগলী মাদ্রাছার বিশাল বোর্ডিং হাউস এর ঘাটে যে সিঁড়ি একেবারে ভাগীরথীর বুকে নামিয়া গিয়াছে, তারই আল্‌সের উপর দূর নদী বক্ষের পানে চাহিয়া ছিলাম। মানস পটে ছবি ভাসিয়া উঠিতেছিল—বাংলার নওয়াব সিরাজুদ্দৌলা এই ভাগীরথীর বুকের উপর দিয়া নৌবাহিনী লইয়া কলিকাতায় ইংরাজ বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ন্যায় যুদ্ধে বাঙালীর সাথে শ্বেত প্রভুরা কোন দিন পারে নাই, কোনদিন পারিতওনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলার মাটীর উপরতলার স্বার্থপর মোনাফেকের দল চির দিন ইহার ভাগ্যকে বিড়ম্বিত করিয়াছে চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। হঠাৎ একটী ছেলে একখানা পত্র আমার হাতে দিয়া সামনে দাঁড়াইল। এযে আমার মাষ্টার সাহেবের পত্র। খুলিয়া পড়িলাম। মনটা একেবারে ঘুর্ণিপাক খাইয়া বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিয়া হাতুড়ীর আঘাত করিতে লাগিল।

পত্রে ব্যক্তিগত বিশেষ কোন কথাই নাই। পত্র বাহক ছেলেটীর লেখাপড়ার যাতে বন্দোবস্ত হয়, তার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ সেও আমারই মত অসহায়। তথাপি পত্রের অক্ষরে অক্ষরে যেন একজন রণ ক্লান্ত সৈনিকের ক্লান্ত কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমীর আলী, মাষ্টার সাহেবের খবর কী? তিনি এখন কী ক'রছেন?"

সে বলিল, "মাষ্টার সাহেবের অবস্থা কিছুদিন খুবই খারাপ গেছে। এখনও জের কাটে নাই। তাঁর বংশের লোকেরাই তাঁর বড় শত্রু হ'য়েছিল। প্রথমে তাঁর এক বিধবা ফুফাতো বোনকে নিকাহ দেওয়াতে তাঁর আত্মীয়রা ক্ষেপে যায়। নায়েব সাহেব অনেক গুলি অসহায় এতিম, বিধবা এবং গরীব লোকের সম্পত্তি গ্রাস ক'রেছিলেন। তিনি তাদের পক্ষ হ'য়ে নায়েব সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করেন। এতে নায়েব খুবই চটে যান। গাঁয়ের বড় মোড়ল গোপাল পরামানিক সরকারী রাস্তা ভেঙ্গে নিজের জমির সাথে মিশিয়ে নিয়েছিলেন। দশ জনের সুবিধার জন্য মাষ্টার সাহেব সে রাস্তা উদ্ধার করেন। ফলে গোটা দক্ষিণ পাড়ার লোকেরা তাঁর শত্রু হ'য়েছে।" "সবচেয়ে বড় বিপদ হয়েছিল যে দিন তিনি নিজের হাতের উৎপন্ন তরিতরকারী হাটে বেচ্‌তে নিয়েছিলেন। নায়েব তাঁকে মারার হুকুম দেন। ফলে কয়েক দিন তিনি ঘর থেকে বের হতে পারেন নি। স্কুলটাও ভেঙ্গে গিয়েছিল।

দারিদ্র্যের যে কী তীব্র কষাঘাতে তিনি এমন করতে গিয়েছিলেন, সে কথা ভেবে আমার বুক ভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল, বলিলাম, তার পর?

সে বলিল, "এখন যেন বাতাস একটু ফিরেছে। দশ খানা গ্রামের ভাল লোকেরা — সকলেই তাঁকে ভক্তি করত বরাবরই। স্বার্থপর বদলোকেরাই তাঁর শত্রু ছিল। গতবার অগ্রহায়ণ মাসে বিরাট পতঙ্গের পাল এসে পাচুরিয়ার মাঠ ছেয়ে যায়। দুই দিনেই মাঠের প্রায় অর্ধেক খেয়ে ফেলে। ওগুলো তাড়াবার কোন উপায় কেউ বের করতে পারলনা, অবশেষে মাষ্টার সাহেবের কথায় চার পাঁচ গ্রামের লোকেরা মাঠে জমা হয়। তিনি সকলকে তওবা পড়ালেন এবং নছিহত করলেন। তারপর সকলকে নিয়ে সমবেত ভাবে হাত উঠাইয়া খুব কাঁদাকাটি করতে করতে আল্লাহর নিকট মোনাজাত করলেন। কী আশ্চর্য্য, আল্লাহর মরজীতে পতঙ্গের দল মাঠ ছেড়ে উড়ে গেল, আর আসেনাই। এর ফলে মাষ্টার সাহেবের সম্ভ্রম অনেক বেড়ে গেছে।"

বিনম্র অবনত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিলাম, "প্রভু তোমার পথে যারা লড়াই করে, এমনি ভাবেই তুমি তাদেরকে সাহায্য কর।"

১৯৪৫ সাল। দেশ ব্যাপী ইলেকশনের রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতায় সারা ভারতের ওলামারা একত্রিত হইয়া ফত্‌ওয়া দিলেন, এখন মোছলিম-লীগের পক্ষে ভোট দেওয়া বা ভোট চাওয়া সব মেছলমানের পক্ষে ওয়াজেব হইয়া পড়িয়াছে। ভাবিয়া দেখিলাম, এই ভোট যুদ্ধে যদি মোছলমানগণ জিতে, তবেই তাহারা বাঁচিবে। যদি হারে, তবে তাহাদের চিরদিনের জন্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অপমৃত্যু ঘটিবে। সুতরাং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আওতা ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

অনেকদিন পর মাষ্টার সাহেবকে দেখিলাম। সেই দিল-খোলা হাসি! তথাপি দুঃখ কষ্টের তীব্র আঘাতে দেহ মনের উপর অনেকখানি ক্লান্তির ছায়া নামিয়াছে।

বলিলেন,—"মনছুর, আমি জানি, তুমি ঠিক সময়েই আস্‌বে। তবে এখানকার তিনটি থানার কাজ আমি এখানকার ছেলেদের নিয়েই ঠিক রাখ্‌ব ইনশা-অল্লোহ, তোমরা উচ্চ শিক্ষিত ছেলের দল অন্য এলাকায় যাও যেখানে হিন্দুদের বেশী প্রভাব।"

বলিলাম "এখানেও ত হিন্দুদের বশংবদ জাতীয়-তাবাদী মোছলমানের প্রভাব কম নয়। আপনি কি সামলাতে পারবেন?

তিনি সোৎসাহে বুক ঠুকিয়া বলিলেন, "খুব পারব ইনশা আল্লাহ্। জান, গরীব মোছলমানদের আত্মায় যে টুকু ইছলামের নূর আছে, তাই দিয়েই তারা নিজেদের ভাল মন্দ খুব বুঝতে পারে। তাদের অন্তরাত্মা গুমরিয়ে কাঁদছে। স্বার্থপর বড় লোকের দল আর তাদের ভুলিয়ে বিপথে নিতে পারবেনা। আল্লাহ তাদের ভাগ্য রচনার প্রথম সুযোগ দিয়েছেন তিনিই শেষ পর্য্যন্ত পৌছিয়ে দিবেন। আমি অনেক পরিশ্রম করেছি, আবার এখনই বের হচ্ছি।"

তাঁহার চেহেরার দিকে চাহিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যাথাহত সুরে না বলিয়া পারিলামনা, স্যার, আপনার দিকে চেয়ে মদীনার মোছলমানদের চেহারা মনে পড়ছে যাঁরা নবী করীম (দঃ) এর আদেশে ছেঁড়া জামা গায়ে প্রায় খালি হাতেই কাফেরগণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যেতেন।"

দেখিতে দেখিতে দশটি বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। দিন রাত্রির আবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে মহা-কাল স্রোতের বুকে এই তিন হাজার ছয়শত দিনে কত বুদ্‌বুদ ফুটিয়া উঠিয়া আবার যবনিকার আড়ালে মিলাইয়া গেল। এই ধরণীর বিস্তৃত অখণ্ড মাটীর বুকে নূতন সীমা-রেখা আঁকিয়া নূতন নামে কত দেশ নব জন্ম লাভ করিল আবার পুরাতন নামের কত রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। যে মহা-নিয়ম নিগড়ের টানে টানে দিনের পর রাত্রি আসে রাত্রির পর দিন আসে, দুঃখের পর সুখ আসে, দুর্বল শক্তি-মান হয়, অবনত উন্নত হয়, চির পদদলিত মহাপ্রতাপশালী হয়, সেই অদৃশ্য লীলাময়ের অমোঘ বিধান বলে দুনিয়ার বুকে পাকিস্তান মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

১৯৫৫ সালের বর্ষাকাল। বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ নর-নারী বালক শিশুর যে কী মর্মভেদী করুণ দুর্দশার ছবি। জনগণের দুঃখ এই কয় বৎসরে বাড়িতেছে ছাড়া কমিতেছেনা। মুষ্টিমেয় উপর তলার সমাজ পাকমাটির শান্তি সুষমার অবদান সবখানি লুটিয়া খাইতেছে। যাক্—রিলিফ অফিসার হিসাবে মাষ্টার সাহেবের এলাকায় আসিয়া এই দশ বৎসর পরে পুনরায় তাঁহার সাথে দেখা।

উহু,—দশ বৎসরে মাষ্টার সাহেব দুঃখ দৈন্যের আঘাতে আঘাতে বার্ধক্যের পথে বিশ বৎসর আগাইয়া গিয়াছেন, স্কুলের সামান্য কয়টি টাকা বেতন বাকী! কয়েকটী গ্রামের মোল্লাকী করিয়া যে টুকু আয় হইত, লোকের চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে তাও বন্ধ।

স্বাভাবিক মধুর হাসির সঙ্গেই বলিলেন, 'মনছুর, অদৃষ্টের এমন নিষ্ঠুর পরিহাস পৃথিবীর ইতিহাসে কমই আছে। বৃটিশ আমলাতন্ত্র আর এদেশী উচ্চবর্ণের হিন্দুর আভিজাততন্ত্র—এই দুই যাঁতায় পিষ্ট এদেশের তিন কোটী গরীব মোছলমান মুক্তি চেয়েছিল রাজনৈতিক মুক্তির সাথে সাথে ধর্মীয় মুক্তি, আর্থিক মুক্তি সবই। দুঃখের বিষয় আজ উপযুক্ত লোকের অভাবে সেদিন যারা এই মুক্তি অভিযানের বিরোধীতা করেছিল,—তাদের হাতেই এদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার পড়েছে। উপরে মানুষ নেই। হিংস্র নেকড়ে আর ক্ষুধার্ত শকুনিদল উপরতলা জুড়ে বসেছে। নীচের মানুষের গায়ে রক্ত লাগ্‌তে পারছেনা। সব শুষে নিচ্ছে। কিন্তু আমি বলছি এমন অবস্থা কিছুতেই স্থায়ী হতে পারবেনা। এর পরিবর্তন আসবেই।"

সশ্রদ্ধভাবে বলিলাম, "স্যার, যে প্রাসাদের ভিত মজবুত, তা উপড়ে পড়েনা, সে কথা আমিও জানি। আপনার মত মহৎ হৃদয়, নীরব কর্মী যে দেশের আনাচে কানাচে মানুষের জন্য মঙ্গল ভিক্ষা করছেন, সে দেশের

৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য—

www.ahlehadeethbd.org

আইন ও শান্তি বজায় রাখা
এবং
ফৌজী খেজানা

তর্‌জমাকার—মোহাম্মদ আবদুল মজীদ
বি, এস, সি - এম, বি,
সুপারিন্টেডেন্ট, পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকা

(অনুবাদ)

"ফওজী-খাযানা" অপর কোন প্রবন্ধের মর্মানুবাদ মাত্র। প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু দুঃখের বিষয় উহার প্রতিপাদন প্রণালীর সহিত আমরা কোনক্রমেই একমত নই। কোরআনের অধিকাংশ শব্দের যে ভাবে অর্থ করা হইয়াছে তাহা ছহীহ হাদীছ এবং আরাবী সাহিত্য ও ব্যাকরণের প্রতিকূল। ইহা স্মরণ রাখা অবশ্যকর্তব্য যে, কোরআনের যিনি বাহক ও ধারক ছিলেন, তিনি শুধু পিয়ন ছিলেননা, তিনি কোরআনের ব্যাখ্যাতা এবং উহার বাস্তব প্রতীকও ছিলেন, সুতরাং কোরআনের যে শব্দ ও আদেশের যে ব্যাখ্যা রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রদান করিয়াছেন, ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাহাই হইবে সর্বাগ্রগণ্য, সর্বাপেক্ষা সঠিক ও বিশুদ্ধ। এতদ্ব্যতীত আরাবী সাহিত্যের প্রয়োগের সাথেও অনুবাদের সুসংগতি থাকা অপরিহার্য্য। কোরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আরও অনেকগুলি অবশ্য প্রতিপালনীয় নিয়ম রহিয়াছে। শুধু অবিধানে উল্লিখিত এক এক টি শব্দের বিভিন্ন প্রকার অর্থ হইতে মনোমত যে কোন একটি অর্থ চয়ন করিয়া কোরআনের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া গুরুতর অপরাধ, ইহাকে রছুলুল্লাহ (দঃ) 'তফছীর বিররায়' বলিয়াছেন এবং এরূপ আচরণ কে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। আমরা অনুবাদকের উদ্দেশ্যের সততা ও মহত্বে আস্থা রাখি বলিয়া তাঁহার এই লেখা প্রকাশ করিয়াছি। বর্তমানে ইছলামী গবেষণার রীতি ও নিয়মে যে প্রবণতা দৃশ্যমান হইয়া উঠিতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাও তর্জুমানের স্তম্ভে এই নিবন্ধ প্রকাশ করার অন্যতম উদ্দেশ্য —সম্পাদক

(৩)

الرقاب فى ফিররেকাব, ইহার অর্থও কেহ সূক্ষ্মম ও পূরাপুরি ভাবে করে নাই—(গোঁজামিল দিয়া করা হইয়াছে)। الرقاب রেকাব ইস্‌ম মসদর ক্রিয়া বাচক শব্দ (*noun of action*) —অর্থ দূর বা উপর হইতে পর্‌য্যবেক্ষণ এমনি চোখে অথবা যন্তরপাতি দিয়াও। নক্ষতর পর্‌য্যবেক্ষণ, দূরবীন দিয়া দূরের জিনিষ দেখা, উচ্চ অট্যালিকা হইতে বা হাওয়াই জাহাজে আকাশে যাইয়া পৃথিবীর উপরটা পর্‌য্যবেক্ষণ যন্তরপাতি দিয়া—যেমন ফটোগ্রাফী দিয়া সর্‌ভে 'মসহত' করা বা তড়িত মাগনাটিক যন্তর দ্বারা মাটির তলার তেল, পেটরল ও খনিজ দরব্যের অবসথান জানা যেমন হালে গীগার-কাউনটার (*geiger counter*) দিয়া ইউরেনিয়াম

---

৮০ পৃষ্ঠারপর

উপর আল্লার রহমত হবেই। কিন্তু কতদিনে এবং কীভাবে সেই শুভদিন আসবে, তাই চিন্তার বিষয়।"

তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন। "মুনছুর, মানুষের জ্ঞানে এবং হিসাবে একটা রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য যতগুলি উপকরণ দরকার তার কোনটিই ছিলনা। তথাপি পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। আবার শাসকদের অযোগ্যতা এবং ভিতর বাইরের শত্রুদের যত প্রকার ধ্বংস চেষ্টা একটা নূতন রাষ্ট্রকে বিনষ্ট করতে পারে, তার সবগুলি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান টিকে আছে। সুতরাং এর ভবিষ্যত মঙ্গলপন্থা মানুষের জ্ঞানের বাইরে থাকলেও যিনি একে দিয়েছেন, তিনিই একে উন্নতির শেষ পর্য্যায়ে পৌছেদিবেন। এটা মোছাব্বেবুল আছবাব এর দেওয়া নিয়ম অনুসারেই ঘট্‌বে। অভিশপ্ত ইহুদী জাতি হযরত মুছা (আঃ) এর নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করলেও গোলামীদিনের চরিত্র দোষ ছাড়তে পারেনাই, ফলে চল্লিশ বছর তাদেরকে বনে জঙ্গলে রেখে তাদের বংশে চরিত্রবান মানুষ সৃষ্টি করে তবে আল্লাহ পাক তাদের পৈতৃক রাষ্ট্রের নাগরিক হবার সুযোগ দিয়েছিলেন—এটা কোর্‌আনী সত্য। কোন একটা ভূ-খণ্ডের মালীক হ'লেই একটা গোটা সমাজের মানুষের চরিত্র রাতারাতি বদলায়,—এটা অসম্ভব কথা। আজকের আভিজাত্য পিপাসী শাসকদল মাত্র কিছুদিন আগেও ছিল দৈন্যগ্রস্ত ক্ষুধার্ত, মগজ তাদের এখনও বিজাতীয় চিন্তা-আদর্শে ভরপুর,হৃদয়ে তাদের ইস্‌লামের আলোক অত্যন্ত ক্ষীণ। অতএব তাদের পক্ষে জোঁকের স্বভাবপাওয়া স্বাভাবিক। নীচের সমাজে ভাল লোক বেশী আছে ব'লে কোন বিপ্লব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় নাই। রাষ্ট্র টিকে আছে এবং থাকবেও। উপরের সমাজেও দু দশজন ভাল লোক সব বিভাগেই সব জায়গাতেই আছেন। তাঁদের সাধনাতেই উপরকার ঘুণ ধরা ইট সুরকী খসে পড়ে একদিন এ প্রাসাদ আল্লাহর রহমতে হেঁসে উঠ্‌বে।"

এই জ্ঞান বৃদ্ধ সত্যকার মোছলমানের মুখের দিকে চাহিয়া আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলা উঠিলাম, "আমীন।"

www.ahlehadeethbd.org

অকসাইড খনি বাহির করা হইতেছে—আমেরিকায় ক্যানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, রুশিয়ায়, আফ্রিকায় (বেলজিয়ান কনগো)। مرقب অর্থ পর্য্যবেক্ষণাগার উচ্চ ইমারত *observatory (astronomical or other kind)* ও *watch tower.*

غارمين গারেমিন। গারেমূন غارمون 'গরম' غرم কিরয়া হইতে উদ্ভূত। অর্থ (১) উদ্যোগী, কোন কিছুর জন্য উত্তেজনা বা ভালবাসা রাখে যে, কোন কিছু যাহা ভাল উপকারী তাহার পিছনে লাগিয়া থাকা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলকৌশল দক্ষতা, আবিষ্কার প্রস্তুত করিবার পন্থা; গাঢ় সন্ধানে লাগিয়া থাকা। *Enterprisers, Extremely Fond of, tenacious of,* যাহাদের চেষ্টার ফলে বহুদেশ আবিষ্কার হয়, বহু কলকারখানার ব্যাপার, ব্যবসায় স্থাপিত হয়। (২) ভারাক্রান্ত লোক নানান রূপে। (ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাপারী। غرم অর্থ (১) কোন কিছুর জন্যে বা পিছনে গাঢ় ভালবাসা, উদ্যোগ রাখা, অনুসন্ধান করিবার গাঢ় ইচ্ছা, নাছোড়বান্দা, আবিষ্কারের পিছনে লাগিয়া থাকা। (২) ভারাক্রান্ত হওয়া। (৩) ব্যবসায় বা ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। ব্যবসায়ী নানান ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেমন মাল জাহাজ সমুদ্রে ডুবিয়া গেল; মালগুদাম পুড়িয়া ছারখার হইল ইত্যাদি।

فى سبيل الله 'ফি সবিলিল্লাহ' অর্থ আল্লার পথের খাতিরে বা আল্লার আইন কানুনকে রক্ষার ব্যাপারে বা আল্লার দেশের খাতিরে যে দেশে আল্লার আইন কানুন, হুকুম, 'দীন' *statuie* চালু আছে। যে দেশে মানুষ আল্লার রাস্তায় রাহে চলে সেই দেশ রক্ষায়। সামরিক ব্যাপারে।

(ফি) ওয়াবনিস সবীল, (فى) ابن السبيل ابن। ইবন بنى বনা শব্দ হইতে আসিয়াছে—উহার অর্থ (১) নির্মাণ করা কোন ঘরবাড়ী, অট্টালিকা *structure* সরটাক্চার (২) স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে। ابن অর্থ নির্মাণ এসম মসদর হিসাবে, যে রকম سما سموًا হইতে اسم। হইয়াছে কাজেই ابن السبيل অর্থ রাস্তা নির্মাণ আবার سبيل অর্থ 'দেশ' হইলে দেশে দালান অট্টালিকা, দেওয়াল অন্যান্য বিল্ডিং ও তৈয়ার। আবার আরবী ভাষায় ابن শব্দ দ্বারা সম্বন্ধ করাইয়া কোন জিনিষ বা বিষয় সংক্রান্ত সব ব্যাপার বুঝান হয়। সুতরাং 'এবনেস্ সবীল' অর্থ রাস্তা, রাহ পথ সংক্রান্ত সব ব্যাপার ও জিনিষ, রাস্তায় যে চলে সেও অন্তরভুক্ত। কাজেই (১) রাস্তা নিরমান পুল নিরমান, রেলরাস্তা নিরমান জাহাজ বন্দর, হাওয়াই জাহাজ বন্দর বা মাঠ, রেলস্টেশন মোটর গাড়ীর ঘাটি ইত্যাদি তৈয়ার। (২) সকল প্রকার গাড়ী; যানবাহন মাটির উপর, পানির ভিতর ও উপর, হাওয়ায় আকাশের জাহাজ ও যানবাহন প্রস্তুত (৩) রাস্তার জায়গায় জায়গায় হোটেল সরাইখানা, বসিবার জায়গা, খাবার জায়গা ইত্যাদি প্রস্তুত করা পথিকদের জন্য।

عدة যুদ্ধের আওজার ও সাজ-সরঞ্জাম

যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও আওজার মুমিনরা প্রস্তুত করিবে ও উহার খরচাও দিবে। মুমিন অর্থ অস্তর-শস্তর ধারী রক্ষাকারী। কাজেই সে দরকারী অস্তর-শস্তর নির্মাণ করিবে কর্তব্য হিসাবে। যুদ্ধ করিতে যাহারাই যাইবে তাহারাই অস্ত্র শস্ত্রের খরচ যোগাইবে অর্থাত্ যুদ্ধ কর *'Battle tax'* দিবে ও যুদ্ধের প্রয়োজনে সব মাল, খাবার দাবার দিবে। তওবা ৪৪—৪৬—

لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله و اليوم الاخـر
ان يجاهدوا بامو الهم و انفسهم و الله عليم بالمتقين
انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله و اليوم الاخر
و ارتابت قلوبهم فهم فى ريبهـم يترددون ـ و لو
ارادوا الخروج لاعـدوا له عدة و لكن كره الله انبعاثهم
فثبطهم و قيل اقعدوا مع القعدين ـ التــوبة

সুরা তওবা ৪৪—৪৬ যাহারা আল্লায় ও পরকালের দিনে বিশ্বাস রক্ষা করে তাহারা তোমাকে ত্যাগ করিবেনা তাহাদিগকে তাহাদের মালপত্র ও শরীর দিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া। ও আল্লাহ ধার্মিকদের চিনেন। কেবল তাহারাই তোমাকে ছাড়িয়া যায় যাহারা বিশ্বাস রাখেনা আল্লায় ও পরকালের দিনে; ও তাহাদের হৃদয় দ্বিধাবোধ করে ফলে তাহারা নিজেদের সন্দেহের ভিতর দোলায়মান থাকে। আর যদি

Contents

তাহারা যুদ্ধে বাহির হইতে ইচ্ছা করিত তবে তাহারা যুদ্ধের আওজার সাজ-সরঞ্জাম বাহন প্রস্তুত করিত। কিন্তু আল্লাহ তাহাদের সৈন্যদলে যাওয়া পছন্দ করেন-না; কাজেই তিনি তাহাদেক অন্যমনস্ক করিয়া দিলেন ও তাহাদেক বলা হইল, যাহারা যুদ্ধ বিমুখ হইয়া বসিয়া আছে তাহাদের সঙ্গে তোমরা বসিয়া থাক। ‹‹خـــروج›› যুদ্ধে বাহির হওয়া *go out on expeditin* ‹‹عـــدة›› (যুদ্ধের) সাজসরঞ্জাম অস্তর-শস্তর, যান-বাহন।

و لا يحسبن الذين كفروا سبقوا (ط) انهــم لا يعجزون ـ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و مــن رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و اخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم و ما تنفقوا من شئ فى سبيل الله يوف اليكم و انتم لا تظلمون ـ
انفال ٨ - ٥٩ - ٢٠

আনফাল [৫৯, ৬০— যাহারা বিরোধিতা করিয়াছে তাহারা মনে না করুক যে তাহারা আগাইয়া যাইবে, জয়ী হইবে। তাহারা পলাইয়া যাইতে পারি-বেনা বা পরাস্ত করিতে পারিবেনা। এবং তাহাদের দিকে প্রস্তুত রাখ যাহা তোমরা জোগাড় করিয়া ছড়াইয়াছ শক্তির ও অশ্বারোহী সৈন্যদলের বা সীমান্তবরর্তী সৈন্য-দলের বা কেল্লার; উহার দ্বারা ভয় দেখাও আল্লার শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে ও উহাদের ছাড়াও অন্য-দলকে যাহাদের তোমরা চেন না অথচ আল্লাহ যাহা-দেক চেনেন। এবং তোমরা কোনকিছুর যাহা আল্লার পথে খরচ কর তাহা আল্লাহ তোমাদিগকে ফেরত্ দিবেন ও তোমরা উৎপীড়িত অত্যাচারিত হইবে না।

سطع-استطعتم ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত استطع افتعل শক্লে سطـــع ছড়ান, প্রসারিত করা, *spread out* মুয়্মিনরা যুদ্ধ কর দিলে বা যুদ্ধের জন্য যাহার যত সামর্থ তাহারা তত খরচ করিলে তাহারা কোন ক্ষতি হইবেনা, কারণ আল্লাহ উহা মুয়্মিনদেক ফেরত দিবেন। কি ভাবে তাহা আল্লাহই জানেন। সৈন্য সামন্ত ও যুদ্ধের অস্তর। কেল্লা ছড়াইয়া রাখিতে হইবে, বিশেষত সর-হদ্দে বা সীমানায়। এখনও আফ্রিকায় রেবাট দেখা যায়, ও আরব উপদ্বীপেও জায়গায় জায়গায়। ঐ রেবাটগুলিতে যোদ্ধা দরবেশ থাকিত যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ ও সব সময়ে পাহারা ও প্রহরা দিত ও সাধারণ সংসার জীবন কৃষিকাজ মেষপালার কাজ করিতে ইত্যাদি।

আবার সৈন্য সামন্ত অস্তর শস্তর ও যুদ্ধের মার-ণাস্তর সকলকে দেখাইয়া রাখিয়া শত্রুকে ভয় দেখাইতে হইবে। লুকাইয়া রাখা মুয়্মিনদের নীতি না। আমেরিকা ও ইউরোপে সৈন্যসংখ্যা অবস্থান লুকাইয়া রাখা হয়। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে ইহারা নিজেদের ফৌজী শক্তি ও মারণাস্তর প্রকাশ্য প্রদরশন করেন (*military display*) শত্রুকে ভয় দেখাইবার জন্য শত্রুর মনে ভীতি উৎপাদনের জন্য।

সামরিক ব্যাপারে যুদ্ধের ব্যাপারে বহু কিছু আল্লার কিতাবে আছে, উহা মুসলমানরা জানিলে আশ্চরয্যান্বিত হইবে। ও পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ভীত সন্ত্রস্ত ও অবাক হইবে।

মুসলমান, তুমি আল্লার কেতাবকে আমলি জামা পরাও। আমীন। খোদা হাফিজ।

সমাপ্ত।

www.ahlehadeethbd.org

المباحثة والمناظرة
বিতর্ক ও বিচার

দাম্পত্য কমিশনের রিপোর্ট

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আল্-কোরায়শী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বীনের তাৎপর্য

দাম্পত্য কমিশনের ধুরন্ধর সদস্য ও সদস্যাগণ *Religion* বা ধর্মের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, ইউরোপ ও আমেরিকার ধার্মিকগণের রিলিজিয়ন সম্পর্কে তাহা খাটে কিনা, তাঁহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু ইছ্‌লামের পরিভাষায় ও আরাবী সাহিত্যে যাহাকে দ্বীন' বলা হইয়াছে, তাঁহারা রিলিজিয়নের নামে যদি তাহারই ব্যাখ্যা আমাদিগকে শুনাইয়া থাকেন, তাহা-হইলে আমরা বলিব, ধর্মের এই দৃষ্টিভংগী যেমন এক-দেশদর্শী, তেমনি অনভিজ্ঞতামূলক। তাঁহারা তাঁহা-দের গবেষণার সূত্র প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু যে ধর্ম শুধু 'লওহে-মহ্‌ফুযে'ই সুরক্ষিত রহিয়াছে, তাহার সন্ধান তাঁহারা কি করিয়া লাভ করিলেন? যে বিধান প্রাকৃতিক, চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়, যাহা লংঘন করা ও পরিবর্তন করা মানুষের অধিকার ও সাধ্যের অতীত, তাহারই প্রতীতি জন্মাইবার জন্য এবং তাহারই প্রতিষ্ঠা-কল্পে রছুলগণের আবির্ভাবের সার্থকতা কি?

'দ্বীন' একটি ব্যাপক শব্দ, সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক-বিধানও যে ইহার আংশিক তাৎপর্য, তাহা অনস্বীকার্য, কিন্তু উহাই 'দ্বীনে'র একমাত্র ও সামগ্রিক তাৎপর্য নয়। কমিশনের স্বয়ংসিদ্ধ মুজ্‌তাহিদগণ যদি কেবল মাত্র কোরআন পাঠ করার সুযোগ পাইতেন, তাহাহইলে তাঁহারা নেচারালিষ্ট (*naturalist*) ও আইন বিরোধী (*Nihilist*)দের অন্ধ অনুকরণে 'দ্বীনে'র এরূপ একদেশ-দর্শী ও অজ্ঞতামূলক অপব্যাখ্যায় কিছুতেই প্রবৃত্ত হইতেননা। কোরআনে অন্যূন ৬৩ স্থানে 'দ্বীন' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং মতবাদ, আচরণ, প্রতিফল, প্রাকৃতিক-বিধান, আল্লাহর বিধান, আল্লাহর দাসত্ব, তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ, তাঁহার নৈকট্য-লাভের উপায়, মিল্লত বা আদর্শভিত্তিক সমাজ, শরীআত, রাজ্যশাসন-বিধান ও প্রাধান্য প্রভৃতি অর্থে উহার প্রয়োগ হইয়াছে। প্রত্যেকটি অর্থের উদাহরণ প্রদান না করিয়া আমরা নিম্নে এরূপ কয়েকটি আয়ত উধৃত করিব, যাহার অন্তর্ভুক্ত 'দ্বীন' শব্দ সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক-বিধানের পরিবর্তে অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(ক) মানুষের অনুসরণীয় সর্ববিধ সত্য ও মিথ্যা মতবাদ ও আচরণের অর্থে—

ছুরত আত্‌তওবা, ২৯ আয়ত :

قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله ولا يدينون دين الحق !

যেসকল ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করেনা, পারলৌকিক জীবনকে মানেনা, আল্লাহ এবং তদীয় রছূল (দঃ) যাহা হারাম করিয়া দিয়াছেন, তাহা হারাম বলিয়া স্বীকার করেনা অর্থাৎ যাহারা "সত্য দ্বীনে"র আচরণ করেনা, হে মুছ্‌লিম সমাজ, তোমরা তাহাদের সহিত সংগ্রাম কর।

স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে, এই আয়তে আল্লাহর প্রতি ঈমান, পরকালে বিশ্বাস এবং আল্লাহ ও তদীয় রছূলের (দঃ) বিধিনিষেধ অনুসারে স্বীয় আচরণ নিয়-ন্ত্রিত করার কার্যকে সত্য ধর্ম (আদ্-দ্বীনুলহক) বলা হইয়াছে আর উল্লিখিত সত্যধর্মের বিপরীত মতবাদ ও আচরণ 'সত্য দ্বীন' না হইলেও 'দ্বীন' বলিয়াই আখ্যাত হইয়াছে। ফলকথা, এই আয়তে মানুষের অনুসরণীয় সর্ববিধ সত্য ও অসত্য মতবাদ ও আচরণকে 'দ্বীন'

www.ahlehadeethbd.org

রূপে আখ্যাত করা হইয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক-বিধান বা 'লওহে মহ্‌ফুযে' সুরক্ষিত কোন অজ্ঞাত প্রহেলিকা 'দ্বীন' রূপে কথিত হয়নাই।

(খ) জীবন-ব্যবস্থার অর্থে—

ছুরত-আলবাকারা, ১৯৩ আয়ত:

যতক্ষণ পর্যন্ত সকল ফিৎনার নিরসন না-ঘটে এবং 'দ্বীন' সামগ্রিক ভাবে আল্লাহর অধিকারভুক্ত হইয়া না পড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত হে মুছলিম সমাজ, তোমরা বিরোধী দলের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া যাও। و قاتلوهم حتى لاتكون فتنة و يكون الدين كله لله!

প্রাকৃতিক বা 'লওহে মহ্‌ফুযে' সুরক্ষিত কোন অনড় ও চিরন্তন বস্তু রূপে উল্লিখিত আয়তের অন্তর্গত 'দ্বীনে'র ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া সুস্থ বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। প্রাকৃতিক নিয়ম ও চিরন্তন বিধানকে আল্লাহর অধিকারভুক্ত করিয়া দেওয়ার কোন অর্থ থাকিতে পারে কি? আকাশ ও পৃথিবীর সমস্তই ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধানের সম্মুখে কি নতশীর হইয়া নাই? و له اسلم من فى السموات و الارض طوعا و كرها! ৩: ৮৩। ইহার জন্য সংগ্রাম ও 'জদ্দ ও জিহাদের' সার্থকতা কি? কোরআনে এ-কথার প্রমাণও বিদ্যমান রহিয়াছে যে, আল্লাহর সৃষ্টি বিধান অর্থাৎ প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে কোন পরিবর্তন সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর নয়। ছুরত-বনীইছ্‌রাঈলে আছে—আমাদের ছুন্নত বা প্রাকৃতিক বিধানে তুমি কোন ব্যতিক্রম পাইবেনা—و لا تجد لسنتنا تحويلا - ৭৭ আয়ত। এই কথাই ছুরত-আর্‌রূমে অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বলা হইয়াছে—আল্লাহর যে প্রাকৃতিক বিধান, তদ-নুসারেই মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে। فطرت الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله! আল্লাহর সৃষ্টির যে বিধান—(দ্বীনে তক্‌বীনী) তাহাতে কোন পরিবর্তন নাই—৩০ আয়ত।

এ স্থলে ছুরত-আলবাকারার উল্লিখিত আয়তে তাহা-হইলে কিসের জন্য সংগ্রামের আদেশ দেওয়া হইয়াছে? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, 'খলকুল্লাহ' বা সৃষ্টিতত্ত্ব কে প্রতিষ্ঠা বা পরিবর্তনের নিমিত্ত সংগ্রামের আদেশ দেওয়া হয়নাই, মানব সমাজের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জীবন-ব্যবস্থা— 'দ্বীনে শরয়ী'কে সংশোধিত ও ইছ্‌লাম ভিত্তিক করার জন্য 'জদ্দ ও জিহাদ' চালাইয়া যাইতে বলা হইয়াছে এবং এই ব্যবস্থাকেই 'দ্বীন' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে আর কোরআনী ব্যবস্থার প্রতিকুল অপরাপর সমুদয় জীবন-দর্শন "ফিৎনা" রূপে আখ্যাত হইয়াছে।

(গ) শরীআত বা সংবিধানের অর্থে

আশ্‌শূরা, ২১ আয়ত:

তবে কি তাহাদের জন্য অংশীদারের দল রহিয়াছে যাহারা তাহাদের দ্বীনের এরূপ 'শরীআত' বা আইন প্রণয়ন করিয়াছে, যাহার অনু-মতি আল্লাহ প্রদান করেননাই? ام لهم شركؤا شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ؟

এই আয়তে 'দ্বীনের' তাৎপর্য 'শরীআত' ছাড়া অন্য-কিছুই নয়। আইন কানুন প্রণয়ন করা হয় সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যই আর আরাবী ভাষায় ইহাকেই শরীআত বলে। আকাশ ও প্রাকৃতিক নিয়মকে নিয়ন্ত্রিত করা যে আমাদের কমিশন ও ব্যবস্থাপক সভা-গুলির সাধ্যের বাহিরে, সে কথা গবেষণা ও পরামর্শসাপেক্ষ নয়! এই আয়তের সাহায্যে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আইন কানুন ও বিধিব্যবস্থা অর্থাৎ 'শরীআত' আল্লাহর অনুমতিক্রমেই বিরচিত হইতে পারে, যে বিধানের পশ্চাতে আল্লাহর সম্মতি (*sanction*) নাই, ইছ্‌লামে সেরূপ বিধান প্রণয়ন করার অধিকার কাহাকেও প্রদত্ত হয়নাই।

(ঘ) শাসন ও বিচারের অর্থে,

ছুরত-উইছুফ, ৪০ আয়ত:

আল্লাহ ছাড়াও কি অন্য কাহারো শাসনের অধিকার আছে? তোমাদিগকে ইহারই নির্দেশ দেওয়া হই-য়াছে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারই ইবাদত করিবেনা—ইহাই হইতেছে সুদৃঢ় দ্বীন! ان الحكم الا لله ؟ امر ان لا تعبدوا الا اياه ! ذلك الدين القيم !

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই একই আয়তে যুগপৎ ভাবে তিনটি শব্দ পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি শব্দ পূর্ববর্তী শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছে, যথা, হুকুম, ইবাদত ও দীন। অর্থাৎ

www.ahlehadeethbd.org

শর্তবিহীন (*unconditional*) শাসন স্বীকার করাকে যেরূপ ইবাদত বা দাসত্ব বলা হইয়াছে, সেইরূপ আল্লাহর এই দাসত্বই 'দ্বীন' নামে কথিত হইয়াছে। অতএব, যাহা শাসন, তাহা মান্যকরা ইবাদত আর উহাই 'দ্বীন'! বলা বাহুল্য, এস্থলে প্রাকৃতিক নিয়মকে বিশ্বাস করার কার্য্য 'দ্বীনে'র তাৎপর্যরূপে গ্রহণ করার কোন উপায়ই নাই।

(ঙ) 'দ্বীন' উপাসনা অর্থে

ছূরত আল্‌কাফেরূন:

হে আল্লাহর রছূল (দঃ) আপনি বলুন, ওগো কাফিরের দল, তোমরা যে বস্তুর উপাসনা কর, আমি তাহার উপাসনা করিনা। আবার আমি যাহার ইবাদত করি, তোমরাও তাহার উপাসনা করনা আর তোমরা যে বস্তুর ইবাদত স্বীকার করিয়াছ, আমি তাহার উপাসক নই এবং আমি যাহার ইবাদত করি, তোমরাও তাহার উপাসক নও। তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য আর আমার দ্বীন আমার জন্য!

قل يا ايها الكافرون، لااعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولاانا عابد ماعبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد - لكم دينكم و لى دين !

ইহার উপর টিকা টিপ্পনী অনাবশ্যক। প্রাকৃতিক ধর্ম অর্থে যে এই ছূরতে দ্বীনের প্রয়োগ হয় নাই, একান্ত গণ্ডমূর্খও তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম। প্রাকৃতিক চিরন্তন নিয়ম রছুলল্লাহর (দঃ) জন্য পৃথক আর তাঁহার প্রতি যাহারা আস্থাশীল নয়, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র, এরূপ কথা কল্পনা করাও সম্ভবপর নয়।

(চ) রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার অর্থে

ছূরত আল্ মুমিন, ২৬ আয়ত:

মিছর রাজ ফির্‌আওন বলিল, আমাকে ছাড়, আমি মূছাকে হত্যা করিব, সে তার রব্বকে ডাকিতে থাকুক! আমার আশংকা হয়, সে তোমাদের রাষ্ট্রবিধান (দ্বীন) বদলাইয়া ফেলিবে অথবা দেশে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবে।

و قال فرعون : ذرونى اقتل موسى و ليدع ربه - انى اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر فى الارض الفساد -

হযরত মূছা যে প্রাকৃতিক নিয়ম পরিবর্তন করিতে আসেননাই, ফির্‌আওনের মত স্বৈরাচারী কাফিরও তাহা বুঝিত। সে উত্তমরূপে জানিত যে, হযরত মূছার প্রচারিত জীবনব্যবস্থা তাহার সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই বিপ্লব সৃষ্টি করিবে, প্রকৃতির অলংঘনীয় নিয়মের ব্যতিক্রম-সাধন করিবেনা। ফির্‌অ'ওন মিছর রাষ্ট্রের রাজ্যশাসন-বিধান ও তৎকালে প্রচলিত মিছরীয়দের সমাজ ব্যবস্থাকেই 'দ্বীন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। অনুরূপভাবে ছূরত-ইউছুফে বলা হইয়াছে— হযরত ইউছুফের পক্ষে মিছর রাজের আইন (দ্বীন) অনুসারে তাঁহার ভ্রাতাকে আটক করার উপায় ছিলনা— ৭৬ আয়ত। এই আয়তে রাজার আইনকে 'দ্বীনুল মলিক' বলা হইয়াছে।

و ما كان ليأخذ اخاه فى دين الملك -

(ছ) ইছ্‌লামী শরীআতের অর্থে

ছূরত আত্‌তওবা, ৩৩ ও ছূরত আল্‌ফত্‌হ, ২৮ ও ছূরত আছ্‌ছফ, ৯ আয়ত:

আল্লাহ তদীয় রছূল (দঃ)কে হিদায়ত ও 'হক-দ্বীন' সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন—উক্ত 'দ্বীন'কে অপরাপর সমুদয় ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার নিমিত্ত।

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله !

রছূলুল্লাহ (দঃ) প্রকৃতির চিরন্তন বিধানকে পরিবর্তন করিবেন, এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, দাম্পত্য কমিশনের সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহিলাগণও বোধহয় তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেননা। তাহাহইলে তিনি যে 'দ্বীনুল-হক' সহকারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য কি? আর যে সকল 'দ্বীন'কে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহার অর্থই বা কি? ইহা সর্বস্বীকৃত যে রছূলুল্লাহ (দঃ) মতবাদ ও আচরণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শরীআত বিশ্ববাসীর জন্য বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। স্বয়ং কোরআনই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথার সাক্ষ্য ঘোষণা করিয়াছে। ছূরত আল্-জাছিয়ার ১৮শ আয়তে কথিত হইয়াছে যে, হে রছূল (দঃ), অপরাপর সমাজসমূহের সত্যপথ হইতে পদস্খলন ঘটার পর আমি আপনাকে আদেশ ও নিষেধের শরীআতের উপর প্রতিষ্ঠিত

ثم جعلناك على شرية من الامر فاتبعها و لا تتبع اهوء الذين لايعلمون -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়াছি, অতএব আপনি শুধু উহারই অনুসরণ করিতে থাকুন এবং যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহাদের প্রবৃত্তি-পরায়ণতার অনুগামী হইবেননা। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যে 'হিদায়ত' ও 'দ্বী-নেহক' সহকারে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা ইছ্লামী শরী-আত ব্যতীত অন্য কিছু নয় এবং ইহারই অনুসরণ বিশ্ব-বাসীর জন্য ওয়াজিব। যাহারা এই শরীআতের প্রতি-কূলে কথা বলিবে, তাহারা অজ্ঞ ও মূর্খ আর তাহাদের বাগাড়ম্বর তাহাদের প্রবৃত্তিপরায়ণতারই নিদর্শন বিবে-চিত হইবে। সেগুলির অনুসরণ মুছলিম সমাজের পক্ষে নিষিদ্ধ।

(জ) দ্বীন আদর্শভিত্তিক সমাজের অর্থে

ছূরত-আল্আন্আম, ১৬২ আয়ত:

قل انني هداني ربي الى صراطمستقيم، دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا !

হে রছুল (দঃ) আপনি বলুন, বস্তুতঃ আমাকে আমার রব্ব সরল ও সঠিক পথের সন্ধান দিয়াছেন, সুদৃঢ় দ্বীন—ইব্রাহীমের (দঃ) আদর্শভিত্তিক সমাজের।

হযরত ইব্রাহীম যে আদর্শভিত্তিক সমাজ গঠন করার জন্য বীজ বপন করিয়াছিলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক তাহাই গগনস্পর্শী মহীরুহে পরিণত এবং পত্র পুষ্প পল্লব ও মেওয়ায় সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল। "সমস্ত ধর্মের বুনিয়াদই সত্য," ইহা দাম্পত্য কমিশনের সদস্যগণের রচা কথা ! যে সকল ধর্ম সত্য ও সঠিক আদর্শভিত্তিক, কেবলমাত্র সেই সকল ধর্মের বুনিয়াদই সত্য। ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা যখন রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বলিয়াছিল, আপনি আমাদের ধর্মীয় যে কোন গোঠের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ুন তবেই আপনি সঠিক পথের সন্ধান লাভ করিতে পারিবেন। তখন আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ)কে আদেশ দিয়াছিলেন, আপনি বলুন, না! আমি তোমা-দের আদর্শচ্যুত ধর্মীয় গোঠসমূহের কোনটারই অন্ত-র্ভুক্ত হইতে পারিনা, আমি সর্বত্যাগী এবং শুধু একের অনুসারী ইব্রাহীমের মিল্লতের অন্তর্ভুক্ত, কারণ তিনি বহু প্রভুর অনুগামী ছিলেন না—আলবাকারা ১৩৫ আয়ত।

وقالوا كونوا هودا اونصارى تهتدوا ! قل بل ملة ابراهيم حنيفا،وماكان من المشركين!

এস্থলে লক্ষ্য করা উচিত যে, আল্আন্আমে হযরত ইব্রাহীমের পরিগৃহীত পথ বা মিল্লতকে দ্বীন বলা হইয়াছে। ইয়াহুদ ও নাছারা উক্ত 'দ্বীন' হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আল্-বাকারায় তাহাদের ধর্মীয় সমাজে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। কারণ ইব্রাহীমের সমাজ ছিল আদর্শভিত্তিক, উহার মৌলিক আদর্শ ছিল "তও-হীদ" অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেক অংশে আল্লাহর উলু-হীয়ত, রবুবীয়ত ও মালেকিয়তের সার্বভৌম ও সাম-গ্রিক রূপায়ণ ও প্রতিষ্ঠা এবং অন্তরজগতে তাহারই ধ্যান ও ধারণা। যাহাদের এই আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহারা যেমন প্রাকৃতিক বিধানের অনুসারী নয়, তেমনি তাহাদের সহিত কোন ছমঝোতাও সম্ভব-পর নয়। সমুদয় সত্য মিথ্যার জগাখিচুড়ি পাকাইয়া যাহারা সমুদয় ধর্মকেই সত্যভিত্তিক প্রমাণিত করিতে চান, তাঁহারা আর কিছুই হউন না কেন, ইছ্লামের নীতি ও আদর্শগত শিক্ষার সহিত তাঁহাদের কস্মিন কালেও যে পরিচয় ঘটেনাই, একথা নিঃসংকোচেই বলা যাইতে পারে।

'দ্বীনের' যে তাৎপর্য আমরা একমাত্র কোরআন হইতে প্রকাশ করিয়াছি, আরাবী সাহিত্যরথীরাও এক-বাক্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে একটি উল্লেখ প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি :

الحساب و القهر و الغلبة و الاستعلاء و السلطان والملك و الحكم و السيرة والتدبير و التوحيد و اسم لجميع مايتعبد الله عز و جل به -

ফিরোযাবাদী' দ্বীনের' অর্থ লিখিয়াছেন, হিছাব, পরাক্রম, প্রভাব, প্রাধান্য শাসন, রাজ্য, অনু-শাসন, চরিত্র, কৌশল, তওহীদ এবং যে-সকল পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করা হয়। †

মোট কথা, ধর্ম বা দীন সম্বন্ধে দাম্পত্য কমিশনের সদস্য ও সদস্যাগণের দৃষ্টিভংগী সংকীর্ণ ও ভ্রান্তিপূর্ণ অর্থাৎ অবাস্তব। তাঁহারা ইবাদত, শরীআত এবং সামা-

† কামূছ (৪) ২২৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাকে দ্বীনের তাৎপর্য হইতে খারিজ করিয়া দিয়া ধর্মকে এরূপ একটি অজ্ঞাত প্রহেলিকায় পরিণত করিতে চাহিয়াছেন, যাহা মানিয়া লইলে ইছ্লাম ও কুফ্রের সীমারেখা বিধ্বস্ত হইয়া পড়িবে, রছূলগণের আবির্ভাবের প্রয়োজন এবং শরীআতের সার্থকতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে এবং ইহার ফলে তাঁহাদের যে কোন খামখেয়ালী ও কল্পনাবিলাসকে তাঁহারা অতি-সহজেই বাধাহীন ভাবে সমাজে চালু করিবার সুযোগ-প্রাপ্ত হইবেন। আমরা সোজাসুজি তাঁহাদের এই অপচেষ্টাকে দুরভিসন্ধিমূলক ও "ইছ্লাম-বিদ্বেষ" বলিয়াই অভিহিত করিতাম কিন্তু আমরা মনে করি, ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং তাঁহাদের গুরুমন্ত্রই তাঁহাদের বিভ্রান্তির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। তাঁহারা সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধর্ম الدين التكويني আর সাংবিধানিক ধর্ম الدين التشريعي এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে না পারিয়াই শুধু চিরন্তন প্রাকৃতিক বিধানকেই ধর্মরূপে আখ্যাত করিতে চাহিয়াছেন এবং কতকগুলি অজ্ঞেয় 'মুহ্কামাৎ' কে দুর্ভেদ্য 'লাওহে-মহ্ফুযে'র দুর্গে নিক্ষেপ করিয়া ধর্মের সকল বন্ধন ও দায়িত্ব এড়াইয়া চলার জন্য ব্যর্থপ্রয়াস পাইয়াছেন।

কমিশনের সদস্য ও সদস্যাগণ একথাও বলিয়াছেন যে, জীবনের বহু ব্যাপারে মানুষকে তাহার বিচারবুদ্ধি ও বিবেক অনুসারে চলার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সকল ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদকারীদিগকে রছূলুল্লাহ (দঃ) মানব জাতির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচারী বলিয়াছেন। তাঁহারা একথাও বলিয়াছেন যে, বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে আইন রচনা করার অধিকার রছূলুল্লাহর (দঃ) বর্ণিত উক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে এবং ইহাই নাকি ইছ্লামী ফিক্হের মৌলিক নীতি এবং আইন প্রণয়নের স্বাধীনতা সম্পর্কে ইহা না কি চার্টার বিশেষ!

দাম্পত্য কমিশনের সদস্যগণের উল্লিখিত ভূমিকার প্রত্যেকটি কথাই ভাঁওতা অর্থাৎ বিভ্রান্তিপূর্ণ। মানুষকে তাহাদের জীবনের বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাহার বিচারবুদ্ধি ও বিবেক অনুসারে চলিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, এ-দাবীর প্রমাণ কি? বিচারবুদ্ধি দ্বারা দুইটি বিষয়ের তুলনা করা সম্ভব এবং তুলনামূলক মানদণ্ডের সাহায্যে উভয়ের শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতাও আংশিকভাবে নিরাকরণ করা সম্ভবপর, কিন্তু প্রকৃত-বাস্তব আর সঠিক যাহা, শুধু বিচারবুদ্ধির সাহায্যে তাহার সন্ধানলাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। সামাজিক অথবা রাষ্ট্রিক জীবনব্যবস্থার এমন কোন নযীর উপস্থিত করা কি সম্ভবপর, যেবিষয়ে শুধু বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে পৃথিবীর বুদ্ধি ও আইনজীবীরা সকলেই একমত হইতে পারিয়াছেন?

প্রকৃতপক্ষে কর্মসাধনাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুতরাং কর্মকে সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ইছ্লাম মানব সমাজের হস্তে একটি সুষ্ঠু জীবনব্যবস্থা বা কর্মসূচি সমর্পণ করিয়াছে। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক এমন কি ব্যক্তিগত জীবনপথের কোন প্রান্তেই মানুষকে বল্গাহীন করিয়া যদৃচ্ছভাবে চলার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই, আর যেটুকু স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে তাহাও সীমাবদ্ধ এবং তাহার পথ ঘাট নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শুধু এই দাম্পত্য জীবনের কথাটাই পরীক্ষা করা হউক:

বিবাহ কাহাকে বলে? নরনারীর যে যৌন-সংযোগ আল্লাহর নামে, নিরূপিত মহরের বিনিময়ে, অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে পরস্পরের সম্মতি দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বৈধ করিয়া লওয়া হইয়াছে—ইছ্লামী দৃষ্টিভংগী অনুসারে কেবল তাহাই বিবাহ বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

বৈবাহিক সম্পর্কের সীমাবদ্ধতা, কাফিরের সহিত মু'মিনের বিবাহ অসিদ্ধ, তওবা না করা পর্যন্ত ব্যভিচারে রত নরনারীর বিবাহ বন্ধন অসিদ্ধ, কতক শ্রেণীর নারী, যাহাদের চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সহিত বিবাহ সম্পর্ক অসিদ্ধ।

নর নারীর অধিকার—সদ্ব্যবহারের দিক দিয়া স্বামী ও স্ত্রীর দাবী সমান কিন্তু স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষকেই সমর্পণ করা হইয়াছে। এইকারণে এবং পারিবারিক শৃংখলা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গার্হস্থ্য জীবনে পুরুষের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

বিবাহ সম্পর্কের বন্ধন ও ছেদন—এ-সম্বন্ধে শেষ-ক্ষমতা পুরুষের হস্তেই প্রদত্ত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পুরুষের অসদ্ব্যবহারের প্রতিকার—বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার দাবী উপস্থিত করার অধিকার স্ত্রীর জন্য স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু চরম মীমাংসার ক্ষমতা পুরুষ অথবা মুছলিম বিচারপতির হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে।

বিবাহের সংখ্যা—একই সময়ে নারীর পক্ষে একাধিক পুরুষ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে আর ব্যক্তিগত অথবা অন্যবিধ বিশেষ কারণে পুরুষকে একই সময়ে এক হইতে চারি জন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি নিরপেক্ষতা, তুল্য সদ্ব্যবহার, তুল্য ভরণ-পোষণ ইত্যাদি শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে।

ফলকথা, বিবাহ সম্পর্কিত সমুদয় প্রয়োজনীয় বিধানই মানুষের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে আমরা এ-সম্পর্কে আরও অনেক খুঁটিনাটি সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট নির্দেশের সন্ধান কোরআন ও ছুন্নাহ হইতে প্রদর্শন করিতে পারি। অতএব ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিছক নিজস্ব ও পারিবারিক বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়টিকেও মানুষের বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়নাই। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অপরাপর যরূরী বিষয়গুলিরও এই একই অবস্থা।

০:০ ০:০ ০:০ ০:০

বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদকারীদিগকে রছূলুল্লাহ (দঃ) 'আয্লামুন্নাছ' অর্থাৎ 'মানবজাতির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচারকারী' বলিয়াছেন, এরূপ *text* বা শব্দের হাদীছ দাম্পত্যকমিশনের মাননীয় সদস্যগণ কোন্ গ্রন্থ হইতে সংকলিত করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নই। কিন্তু তাঁহারা "আযলামুন্নাছ" বাক্যের যে অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহা হাদীছের মর্ম ও আরাবী ভাষা-কোন দিক দিয়াই সঠিক হয়নাই। যাঁহারা শরীআতে-ইছলামের সংস্কার করিতে সমুৎসুক, তাঁহাদের কোরআন ও ছুন্নাহর বরাত ও তর্জমা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সতর্ক হওয়া উচিত। সে যাহাই হউক, আমরা জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে কোরআন ও ছহীহ হাদীছে বিবিধ নির্দেশ দেখিতে পাই—

প্রথম, জিজ্ঞাসার আদেশ,

ছূরত-আন্নহল, ৪৩ আয়ত ও ছূরত-আল্আম্বিয়া ৭ আয়ত :

যদি তোমরা না- فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون - জান, তাহাহইলে ঐশী-গ্রন্থে যাহারা পারদর্শী, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। অর্থাৎ যে বিষয়ের মীমাংসা মানুষ অবগত নয়, ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করার পরিবর্তে তাহার মীমাংসার জন্য বিদ্বানদিগকে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য হইবে। জিজ্ঞাসার বৈধতা ও ওজুব সম্বন্ধে উপরিউক্ত আয়তটি অকাট্য দলীল।

রছূলুল্লাহ (দঃ) যে বহু বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইতেন এবং তিনি সেগুলির সদুত্তর প্রদান করিতেন, কোরআনেই ইহার বহু নযীর রহিয়াছে। আমরা নিম্নে কয়েকটি মাত্র জিজ্ঞাসাও উত্তরের সন্ধান প্রদান করিতেছি :

(১) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা সম্বন্ধে—আল্বাকারা, ১৮৬ আয়ত। (২) চান্দ্র মাস সম্বন্ধে—ঐ ১৮৯ আয়ত। (৩) দান সম্বন্ধে—ঐ ২১৫ ও ২১৯ আয়ত। (৪) নিষিদ্ধ মাস সম্বন্ধে—ঐ ২১৭ আয়ত। (৫) মদ ও জুয়া সম্বন্ধে—ঐ ২১৯ আয়ত। (৬) পিতৃহীন অনাথদের সম্বন্ধে—ঐ ২২০ আয়ত। (৭) ঋতুমতি নারীদের সম্বন্ধে—ঐ২২২ আয়ত। (৮) হালাল শিকার সম্বন্ধে—আল্মায়েদা, ৪ আয়ত। (৯) যুদ্ধের লুট সম্বন্ধে—অল্ আন্ফাল, ১ আয়ত। (১০) কিয়ামত সম্বন্ধে—আল্আ'রাফ, ১৮৭ ও আন্নাযেআত, ৪২ আয়ত। (১১) রূহ সম্বন্ধে—বনী-ইছ্রাঈল, ৮৫ আয়ত। (১২) যুলকারনাইন সম্বন্ধে—আল্কহফ ৮৫ আয়ত। (১৩) পর্বত সম্বন্ধে—তা-হা, ১০৫ আয়ত।

উপরিউক্ত ক্ষুদ্র তালিকাটি পর্যবেক্ষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, রছূলুল্লাহ (দঃ) সকল ধরণের প্রশ্নেরই সম্মুখীন হইতেন, তাঁহাকে অধ্যাত্ম বিদ্যা (*Metaphysics*) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইত, ঐতিহাসিক বিষয়ে প্রশ্ন করা হইত, নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধেও তিনি জিজ্ঞাসিত হইতেন। প্রয়োজনীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য রছূলুল্লাহ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(দঃ) উৎসাহ ও দান করিতেন। আবুদাউদ ও ইব্‌নে-মাজা প্রভৃতি জাবির ও ইব্‌নে আব্বাছের প্রমুখাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি বলিলেন, বস্তুতঃ রোগের আরোগ্যকারী السوال فانما شفاء العى হইতেছে জিজ্ঞাসা। † বুখারী প্রভৃতি আবদুল্লাহ বিনে আম্‌র বিনুল আছের প্রমুখাৎ ইহাও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হজ্জের মওসুমে رأيت النبى صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسئل আমি ছুলুল্লাহ (দঃ)কে জাম্‌রার কাছে দেখিলাম, তিনি নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতেছিলেন। * রছুলুল্লাহ (দঃ) অবিরত যেভাবে জিজ্ঞাসিত হইতেন এবং তিনি যেরূপে উত্তর দান করিতেন, তাহা এরূপ সর্বজনবিদিত ব্যাপার যে, হাদীছ-শাস্ত্রের যে কোন ছাত্রের পক্ষে তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

(২) জিজ্ঞাসার নিষিদ্ধতা

আবার জিজ্ঞাসাবাদের নিষিদ্ধতা সম্পর্কেও কোরআন ও ছুন্নতে প্রমাণের অভাব নাই।

ছূরত আল্‌মায়েদা, ১০১ ও ১০২ আয়ত :

হে বিশ্বাসপরায়ণ সমাজ,	يا ايها الذين آمنوا لا تسئلوا
তোমরা এরূপ বিষয়-	عن اشياء ان تبد لكم
জিজ্ঞাসাবাদ করিওনা	تسؤكم و ان تسألوا عنها
যাহা তোমাদের কাছে	حين ينزل القرآن تبد لكم
প্রকাশ করিলে তোমা-	عفا الله عنها، و الله غفور
দের ক্ষতি বা ক্ষোভের	حليم - قد سالها قوم من
কারণ হইবে। কোর-	قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين -

আনের অবতরণকালে যদি তোমরা এরূপ বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ কর, তাহা হইলে উহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে, আল্লাহ যে সকল বিষয়ে তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু। এইরূপ বিষয় তোমাদের পূর্ববর্তী একজাতি জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিল, কিন্তু অতঃপর তাহারা সেগুলির অমান্যকারী হইয়াছিল।

বুখারী ও মুছ্‌লিম প্রভৃতি ছঅদ বিনে আবি ওয়াক্কাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সর্বাধিক বৃহৎ অপরাধ মুছলমানের পক্ষে (অন্য মুছলমানদের কাছে) এই যে, - যেবিষয় হারাম নয়, সে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে আর তাহার জিজ্ঞাসাবাদের ফলে উহা হারাম হইয়া যায়। ‡

ان اعظم المسلمين (و فى رواية لمسلم) فى المسلمين جرما من سال عن شى لم يحرم، فحرم من اجل مسئلته -

উল্লিখিত আয়ত ও হাদীছের সাহায্যে জিজ্ঞাসাবাদের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

এই উভয়বিধ আদেশ ও নিষেধের নির্দেশ প্রকৃতপ্রস্তাবে পরস্পরের বিরোধী নয়। শুধু নিজের মতের প্রতিষ্ঠা কল্পে অথবা খামখেয়ালির বশবর্তী হইয়া উপরিউক্ত দ্বিবিধ আদেশের একটিকে উড়াইয়া দিবার অপচেষ্টা মূর্খতার পরিচায়ক।

বুখারী আনছ বিনে মালিক ও আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ প্রভৃতির প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন কোন লোক রছুলুল্লাহ (দঃ) কে অনর্থক প্রশ্ন করিত, কেহ কেহ প্রশ্নচ্ছলে ঠাট্টা বিদ্রূপও করিত। তাহাদেরই আচরণ সম্পর্কে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল†

এ সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীছটিও ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। বুখারী আলোচ্য হাদীছটির জন্য অধ্যায় রচনা করিয়াছেন : অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ ও অনর্থক বাড়া বাড়ির নিষিদ্ধতার অধ্যায়। খাত্তাবী, তৈয়েমী ও নববী প্রভৃতি উল্লিখিত হাদীছ সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। তাঁহারা বলেন, অপরাধ শব্দের এস্থলে অর্থ হইতেছে—পাপ, দোষ। যে বিষয়ের কোন প্রয়োজন নাই, সেই রূপ বিষয়ে অনর্থক ও কূট প্রশ্নাদি করা অপরাধ। সকলপ্রকার প্রশ্ন অপরাধের পর্যায়ভুক্ত নয়, কারণ প্রয়োজনীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আদেশ রহিয়াছে, আল্লাহ বলিয়াছেন, যদি তোমরা না জান, তাহাহইলে বিদ্বানদিগকে জিজ্ঞাসা কর। কোন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া যদি কেহ উহার সমাধানের উপায়

باب: مايكره من كثرة السوال و تكلف مالا يعنيه

† আবুদাউদ, ছুনন, আওন সহ (১) ১৩২ পৃঃ।
* বুখারী, ইলম (১) ৩৩ পৃঃ।
‡ বুখারী, ইতিছাম (৯) ৯৫ পৃঃ।
† বুখারী, তফছীর (৬) ৫৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বিদ্বানগণের নিকট জিজ্ঞাসা করে, তজ্জন্য তাহাকে দোষী করা হইবেনা। অতএব জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতিও নিষিদ্ধতার নির্দেশ জিজ্ঞাসাবাদের কারণ অনুসারে প্রযোজ্য হইবে। §

* * *

আমরা বলিব, কোরআনের অবতরণ কালে জিজ্ঞাসাবাদের নিষিদ্ধতার কারণ এই যে, কোরআন সকল প্রকার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক, সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধানকল্পে অবতীর্ণ হইয়াছে, সকল প্রকার প্রশ্নের জওয়াব ও নির্দেশ উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। কোরআনের নির্দেশসমূহের ব্যাখ্যা ও রূপায়ন কল্পেই রছুলুল্লাহ (দঃ) আদিষ্ট ও নিয়োজিত হইয়াছিলেন। সুতরাং মূলতঃ কোরআন সর্বপ্রকার প্রশ্নের সমাধান কল্পে যথেষ্ট। একথার প্রমাণ কোরআনেই রহিয়াছে। আল্লাহর নির্দেশ যে, আমরা হে রছুল (দঃ) আপনার কাছে যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহা কি তাহাদের জন্য যথেষ্ট হয়না? উহা তাহাদের নিকট পঠিত হইতেছে, বস্তুতঃ যে জাতি বিশ্বাসপরায়ণ, তাহাদের জন্য উহাতে করুণা এবং উপদেশ রহিয়াছে—আল্ আন্কবুত, ৫১।

اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ان فى ذلك لرحمة و ذكرى لقوم يؤمنون —

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, কোরআন এবং উহার ব্যাখ্যা, যাহা রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় উক্তি, আচরণ বা সম্মতি দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহারই নাম ইছলামী শরীআত বা আইন। আদেশ ও নিষেধের উহাই একমাত্র অনুশাসণ। যে সকল বিষয়কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উক্ত অনুশাসনের অন্তরভুক্ত করা হয়নাই, অনর্থক জিজ্ঞাসাবাদ, কূটতর্ক ও কথা কাটাকাটি করিয়া সেই সকল বিষয়কে ইছলামী আইনের অন্তরভুক্ত করিতেযাওয়া অন্যায় এবং অপরাধ। এরূপ আচরণ মানুষের সুবিধা ও স্বাধীনতার সংকোচক এবং তাহাদের পক্ষে অনিষ্টকর।

আমাদের দাবীর প্রমাণ স্বরূপ রছুলুল্লাহর (দঃ) কতিপয় নির্দেশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

§ ফত্হুলবারী (১৩) ২০৯ পৃঃ।

ইমাম মালিক, বুখারী, মুছ্লিম, নছয়ী ও দারকুৎনী প্রভৃতি আবুহুরায়রার প্রমুখাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তোমাদের কাছে যাহা ছাড়িয়া যাইতেছি, তাহাতেই তোমরা ক্ষান্ত থাক। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা বেশীমাত্রার জিজ্ঞাসাবাদ এবং তাহাদের নবীগণের সহিত বাদানুবাদ করিতে গিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি যখন কোন বিষয়ে তোমাদের আদেশ করি, তখন সাধ্যপক্ষে তোমরা তাহা পালন কর আর যে বিষয়ে তোমাদের নিষেধ করি, তাহা পরিহার কর। †

ذرونى ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سوالهم و اختلافهم على انبياء هم، فاذا امرتكم بشى فأتوا منه مااستطعتم و اذا نهيتكم عن شى فدعوه :

মুছলিম আবুহুরায়রার প্রমুখাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) এই উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন—দেখ, আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন : কথা কাটা-কাটি, জিজ্ঞাসাবাদের বাড়াবাড়ি আর ধনসম্পদের অপচয়। ¶

ان الله كره لكم ثلاثا: قيل و قال و كثرة السوال و اضاعة المال ؛

দারকুত্নী, তাবারানী, হাকিম, ইব্নে হয্ম, ইব্নে আবদুল বর, ইব্নেজরীর প্রভৃতি আবুছঅলবার বাচনিক রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য কতকগুলি অবশ্য কর্তব্য নির্ধারিত করিয়াছেন, সেগুলি নষ্ট করিওনা আর কতকগুলি হারাম নিষিদ্ধ করিয়াছেন, সেগুলি ভংগ করিওনা আর কতকগুলির সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেগুলি উল্লংঘন করিওনা — এবং ভ্রান্তি বশতঃ নয়, তোমাদের উপর কৃপা করিয়া কতক বিষয়ে আল্লাহ মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, সে সব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও তর্কবিতর্ক করিওনা। *

ان الله فرض فرائض، فلا تضيعوها، و حرم حرمات فلا تنتهكوها و حد حدودا فلا تعتدوها و سكت عن اشياء من غير نسيان (زاد ابن كثير و ابن عبد البر رحمة بكم) فلا تسألوا (و فى رواية) تبحثوا عنها —

† বুখারী, ফত্হুলবারী (১৩) ২২০ ; মুছলিম, নববী (২) ২৬২ পৃঃ।

¶ মুছলিম নববী (২) ৭৬ পৃঃ।

* হাকিম, মুছ্তদরক, (৪) ১১৫ ; ইব্নে আবদুলবর ; কিতাবুল ইল্ম (২) ১৩৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরবী শিক্ষা

মূলঃ মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

অনুবাদঃ মুনতাছের আহমদ রহমানী

(২)

অনুবাদ ও পরিবর্তিত বর্ণমালা দ্বারা শরীআতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

ভাষা ও বর্ণমালার (*Script*) প্রভাবে ও প্রতাপে জাতি ও রাষ্ট্রের ভাগ্য গঠিত এবং বিপর্যয় সংঘটিত হয়। এই বিষয়টির গুরুত্ব আপনারা কোনক্রমেই এড়াইয়া যাইতে পারেননা।

প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে যাহাদের ভাষা ও বর্ণমালা অবলুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের অস্তিত্বও ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইয়াহুদী জাতীয়তার (*Judaism*) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাবেলোনিয়ার যুদ্ধে ইয়াহুদীরা তওরাত হারাইয়া ফেলে এবং ইহার কয়েক শতাব্দীর পর কতিপয় ইছরাঈলী

দাম্পত্য কমিশনের রিপোর্ট

(৯১ পৃষ্ঠার পর)

তির্‌মিযী ও ইব্‌নেমাজা ছল্‌মান ফার্ছীর এবং হাকিম, বয্‌যার তাবারানী আবুদ্দর্‌দার বাচনিক রছূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ যাহা স্বীয় গ্রন্থে বৈধ করিয়াছেন, তাহাই বৈধ আর আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই নিষিদ্ধ আর যে-বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, সেগুলি ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত। অতএব আল্লাহর প্রদত্ত সুবিধা তোমরা উপভোগ কর। ¶

الحلال ما احله الله فى كتابه و الحرام ما حرمه الله فى كتابه و ما سكت عنه فهو مما عفا عنه، فاقبلوا من الله عافيته —

রছূলুল্লাহ (দঃ) যে সকল নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আল্লাহর গ্রন্থেরই নির্দেশ আর কোরআনী নির্দেশ গুলিও মানুষ তাঁহার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব অনুসরণের অপরিহার্যতার দিক দিয়া কোরআনের আদেশ আর রছূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশে কোন তফাৎ নাই। কোরআন এক কথায় এ বিষয়ে চূড়ান্ত করিয়া দিয়াছেঃ—রছূলুল্লাহ (দঃ) যাহা তোমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন কর আর যে বিষয়ে-তিনি তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন তাহা

و ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا —

বর্জন কর—আল্‌হশর, ৭ আয়ত।

কোরআন ও ছুন্নাহর পর ইজ্‌মা ও কিয়াছ শর্‌য়ী দলীলের অন্তর্গত কিনা, সেকথা ইজ্‌তিহাদ প্রসংগে আলোচিত হইবে। এক্ষণে যে সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ নিষিদ্ধ অর্থাৎ যে সকল বিষয় ইছ্‌লামী অনুশাসনের (*Constitution*) আওতার বাহিরে, যে-সকল ব্যাপারে জনগণকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ে জনগণকে বাধ্যকরার জন্য আইন রচনা করার অধিকার স্বীকৃত হইবে কেন? ইহাদ্বারা তাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে সংকুচিত ও ক্ষুন্ন করা হইবেনা কি?

ফলকথা, বিবাহ কমিশনের সিদ্ধান্তবাগীশ সদস্যগণ অছূলে-ফিক্‌হের (*Islamic Jurisprudence*) মৌলিক নীতি এবং আইন প্রণয়ন করার সনদ বা *charter* সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার কোনটাই সঠিক নয়। কোরআন ও ছুন্নাহ বিরোধী আইন রচনা করার যেমন কোন ব্যক্তি বা দলের অধিকার নাই, তেমনি সে সকল বিষয়ে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা ইছ্‌লাম স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সেসকল বিষয়ে আইন প্রস্তুত করিয়া মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অপহরণ করার অনুমতিও ইছ্‌লাম কোন দল বা শক্তিকে প্রদান করেনাই। (ক্রমশঃ)

¶ মজ্‌মউয যওয়ায়েদ (১) ১৭১ পৃঃ। কিতাবুল ইল্‌ম (২) ১৩৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিদ্বান কর্তৃক তওরাত নামীয় একখানা গ্রন্থ সংকলিত এবং উহাতে মুছা, হারুণ এবং অন্যান্য নবীগণের কাহিনীগুলি সন্নিবেশিত হয়। শাব্দিক ও আর্থিক নানাবিধ ভ্রম ও পরিবর্তন সহকারে উহার সহিত মূল তওরাতের কতিপয় সাংবিধানিক ধারাও সংযোজিত করা হয়। উত্তরকালে ইয়াহুদীরা শুধু এই অনুবাদের উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। খৃস্টানিটির অবস্থা এই যে, যেসমস্ত শিক্ষা, উপদেশ এবং সুসংবাদ পরিবেশন করার উদ্দেশ্য লইয়া হযরত ঈছা (যীশুখৃষ্ট) আবির্ভূত হইয়াছিলেন, প্রথম শতকেই উহা সত্তরখানা বিভিন্নরূপী বাইবেলের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিমা পূজক (*Pagan*) রাজা কনস্ট্যান্টাইন (২৭২—৩৩৭) নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য হযরত ঈছার তিন শতাব্দী পর খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং শুধু খামখেয়ালীর বশবর্তী হইয়া সমুদয় বাইবেল প্রত্যাখান করিয়া তন্মধ্য হইতে শুধু চারিটি বাইবেল গ্রহণ করেন। এই রাজাই হযরত মরইয়ম ইত্যাদির পূজা খৃষ্টধর্মে প্রচলিত করেন এবং গীর্জাগুলি নানারূপ প্রতিমূর্তি ও ছবিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। ভাষা ও বর্ণমালার পরিবর্তনের ফলে পরিশেষে উক্ত ইঞ্জিল চতুষ্টয়ও পরিবর্তিত হইয়া যায় আর এই কারণে মোহাম্মদ রছূলুল্লাহর (দঃ) গৌরবান্বিত নাম বিকৃত ও সন্দেহযুক্ত হইয়া উঠে।

আরাবীকে উপেক্ষা করার কুফল

বর্তমানে নাস্তিক ও নিরীশ্বরবাদীদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যাবহুল দলগুলি স্বয়ং ধর্মের বিরুদ্ধে প্রাচীনকালের সন্দেহগুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কতকগুলি মতবাদের উপর সেইসকল সন্দেহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ সম্পর্কে কল্পনা ও অনুমানের পর্বত রচনা করা হইয়াছে। এগুলির মধ্যে কতকগুলি উত্তম আর কতক বর্জনীয়, কতিপয় মতবাদ কল্যাণময় আর কতক অতিশয় ক্ষতিকারক। এগুলির মধ্যে এরূপ মতবাদেরও অভাব নাই, যাহা বিশ্বজনীন বিধ্বস্তির কারণ হইয়াছে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে কুঠার ঘাত করিয়াছে। বস্তুতান্ত্রিক বিদ্যার প্রাচুর্য, নীতিনৈতিকতার উশৃংখলতা, শ্চদুরিত্রতা, হীনমন্যতা, অশান্তি, উপদ্রব ও আরজকতা প্রভৃতিকে চারিত্রিক মর্যাদা এবং সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আসন প্রদান করার মনোবৃত্তি ইহার ভয়াবহ পরিণতি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে অশান্তি ও উপদ্রবের এই প্রলয়ংকরী দাবানল জলে স্থলে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পুঁজিবাদ ও সমূহবাদের অগ্নিশিখায় ভূমণ্ডলের আকাশ ধূম্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কম্যুনিস্ট প্রচারক দলের প্রচারণা ধরিত্রীর প্রতি প্রান্তে বিস্তার লাভ করিতেছে এবং নিরীশ্বরবাদী অশ্লীল তমদ্দুন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

মুছলমানগণের মধ্যে হীনমন্যতার প্রাদুর্ভাব

বাগ্‌দাদের পতনের হৃদয়বিদারক ঘটনা ইছলামের প্রকাশ্য অবয়বকে আংশিকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার আত্মাকে বিকৃত করিতে সক্ষম হয় নাই কিন্তু তাতারী অভিযানকে যদি ইয়াজুজ মাজুজে'র ফিত্‌না বলা চলে, তাহাহইলে ইহা বিশ্বাস করা উচিত যে, বর্তমান ফিত্‌না দাজ্জালের ফিত্‌না অপেক্ষা কোনক্রমেই কম নয়। এই ভীষণ ফিত্‌নার কবল হইতে ইছলাম ও মিল্লাতে ইছলামের সম্ভ্রমকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হইতেছে দ্বীনি বিদ্যা অর্থাৎ আরাবীকে পুনরুজ্জীবিত করা। ইমাম শাফেয়ীর মূল্যবান উক্তি কোনক্রমেই আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, যাহা তিনি "অছূলে ফিক্‌হে"র সর্বপ্রথম গ্রন্থ "কিতাবুর্ রিছালায়" লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাঁহার উক্তির মর্মানুবাদ আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন:—

রছূলুল্লাহর (দঃ) পূর্বে নবীগণ স্ব স্ব গোত্রের জন্যই প্রেরিত হইতেন কিন্তু মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) আবির্ভাব নিখিল বিশ্ব মানবের জন্যই ঘটিয়াছে। যেহেতু প্রাচীন জাতিসমূহের ভাষা বিভিন্ন এবং এক-জাতি অপর জাতির ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সুতরাং এক ভাষার পক্ষে অপর ভাষার অনুসারী হওয়া যরুরী এবং অনুসৃত ভাষার পক্ষে অনুসারী ভাষা অপেক্ষা উৎ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কৃষ্ট হওয়া ওয়াজেব। আর এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) ভাষা সমগ্র ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার ভাষার পক্ষে অপর কোন ভাষার একটি অক্ষরেও অনুসারী হওয়া বৈধ নয় বরং সমগ্র ভাষার পক্ষে তদীয় ভাষার অনুসারী হওয়া অপরিহার্য। সমুদয় অতিক্রান্ত ধর্মের জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) ধর্মের অনুসরণ ওয়াজেব করা হইয়াছে। (১৪ ও ১৫ পৃষ্ঠা)

একথার এরূপ উদ্দেশ্য নয় যে, আমাদের ছাত্রমণ্ডলী আরাবী ব্যতীত অন্যান্য ভাষা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদৌ চর্চা করিবেননা অথবা তর্জমা, তফ্‌ছীর এবং ভাষাগ্রন্থসমূহ দ্বারা উপকৃত হইবেন না। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু যে, আরাবী ভাষা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুছলিম ছাত্রের জন্য ফরয। আমাদের বর্ত্তমান ও ভাবী বংশধরগণ জীবন সংগ্রামের যে কোন ক্ষেত্রেই অভিযান করুণ, তাঁহারা কোরআনের ধারকের ভাষায় যেন অপরিচিত না থাকেন। কিন্তু অশেষ লজ্জাও পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে আরাবী শিক্ষার এই গুরু-কর্তব্যকে বড়ই অবহেলা করা হইতেছে। বস্তুতান্ত্রিক বিদ্যা, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান এবং অন্যান্য ভাষার প্রতি যে রূপ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়া থাকে, পাকিস্তান ইছলামী গণতন্ত্রের সরকার এবং উহার নাগরিকগণ আরাবী শিক্ষার প্রতি উহার শতাংশ গুরুত্বও প্রদান করিতে প্রস্তুত হন না।

পূর্ব পাকিস্তানে আরাবী শিক্ষার অবস্থা এবং এ-সম্পর্কে কতিপয় প্রস্তাব।

ওয়ারেণ হেস্টিংসের সময় হইতে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে এই দেশে একটি বিশেষধরণের আরাবী শিক্ষা প্রচালিত রহিয়াছে এবং "দর্ছে নিযামিয়া" নামেও আরেক প্রকার শিক্ষা পদ্ধতি যাহা নিশ্চিহ্ন প্রায় হইয়া গিয়াছিল পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছে। এই উভয়বিধ শিক্ষাপ্রণালী স্ব স্ব স্থানে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন কল্পে চমৎকার ছিল, কিন্তু আমার বাচালতা কে যদি আপনারা ক্ষমা করেন, তাহাহইলে আমি বলিব যে, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকদিয়া এই উভয়বিধ শিক্ষা এবং উহার পাঠন প্রণালী, বিশেষ ভাবে বর্তমান সময়ে, সম্পূর্ণ ত্রুটিবিমুক্ত নয়। আমি শিক্ষা বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ নাই, আমি একজন ক্ষুদ্র ছাত্র মাত্র, প্রচলিত পঠন ও পাঠন প্রণালীতে যে জ্ঞানতৃষ্ণা আমি স্বয়ং অনুভব করিয়াছি, কেবল সেই সকল বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

যাকেবলে জ্ঞান তৃষ্ণার নিবৃত্তি, প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীতে তাহার অস্তিত্ব নাই। শুধু অনুবাদ আর নোট মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় বটে, কিন্তু ইহার সাহায্যে জ্ঞানের গভীরতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করা সুদূর পরাহত। যাহা পঠিত ও পাঠিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত উহা মস্তিষ্কে অংকিত হইয়া না যায় শুধু শব্দগুলি এবং সেগুলির সরল অর্থ মুখস্থ করিয়া কোন লাভ হইবেনা। সাহিত্যের পঠন ও পাঠনে শব্দতত্ত্ব, অর্থ, তুলনা ও সৌসাদৃশ্যমূলক উদাহরণ এবং অলংকার ও প্রকাশ ভংগীর অনুধাবন, দৃষ্টান্ত ও উদাহরণের যাচাই একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, আরাবী সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্য-দর্শনের প্রতি মনঃসংযোগ করাও আবশ্যক। কোরআন এবং তফ্‌ছীরের শিক্ষাদানে অছুলে তফ্‌ছীর, উলূমে কোরআন ও কোরআনের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক উল্লেখগুলির নিরূপণ ও অনুসন্ধান বিশেষভাবে যরুরী। নির্দিষ্ট ময়হব ও উদ্দেশ্যের প্রচার ও প্রসারের পরিবর্তে যাহাতে ছাত্রগণ প্রসারিত-দৃষ্টিভংগী, প্রবণতা, ইজ্‌তিহাদ এবং স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হইতে পারেন, তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। কোরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমাহীন গভীর মহাসমুদ্র। সাহিত্য, নীতিনৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, ইতিহাস ও জীবনী, অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি, তমদ্দুন ও সমাজদর্শন, তর্কশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র, গণিত ও রসায়ণ, ভূগোল ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের মহামূল্য মুক্তারাজি কোরআনে বিক্ষিপ্ত অথবা স্তূপীকৃত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যেসমস্ত বৈশিষ্টের জন্য এই গ্রন্থ "খাতেমুলকুতুব" অর্থাৎ সমুদয় ঐশীগ্রন্থের সমাপ্তকারী আখ্যা লাভ করিয়াছে তাহার তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করাও শিক্ষক মহোদয়গণের জন্য ওয়াজিব। শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে এই গ্রন্থ মানুষের কর্মজীবনেরও সত্যকার দিকদিশারী এবং পথের আলো। কিন্তু শুধু শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটির জন্যই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই মহা গ্রন্থ আজ মছ্জিদ ও গোরস্তানেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে।

আরাবী শিক্ষার বরকত ও কল্যাণেই আমাদের পূর্বপুরুষগণ দ্বীনী ও দুনিয়াবী গৌরবের গগণস্পর্শী মিনারায় অধিরোহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদেরই উত্তরাধীকারীরা আরাবী শিক্ষার পঠনও পাঠন এবং কার্যকারিতার ত্রুটির জন্য কর্মজীবনের প্রত্যেক স্থান হইতে বিতাড়িত হইতেছেন। ইহা বিস্মৃত হওয়া আদৌ উচিত নয় যে, প্রাচীন ধর্মসমূহের মধ্যে যে ধর্ম যুগের দাবী পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়নাই, তাহারা হয় ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে অথবা স্ব স্ব উপাসনালয়ের চতুঃসীমার ভিতর কয়েদ হইয়া রহিয়াছে। আর এই আটক থাকার সুযোগও যে তাহারা লাভ করিয়াছিল তাহার কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত ধর্মের প্রতি অনাস্থার ভাব সভাবসিদ্ধ হইয়া উঠেনাই। এই জন্য প্রাচীন ধর্মগুলি নির্বাসিত জীবন যাপন করার সুযোগ পাইয়াছিল, কিন্তু ইদানীং ধর্ম ও মযহব সমন্ধে অসন্তোষ ব্যাপকভাবে সংক্রামক আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং আরাবী শিক্ষা যদি যুগের দাবী আর মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ না হয় তাহা-হইলে উহার ধারকদের জন্য ধরা পৃষ্ঠে কোন স্থান থাকিবেনা। হাদীছ শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ কোরআনের মতই সমান্তরাল ভাবে গবেষণামূলক পদ্ধতিতে প্রদত্ত হওয়া আবশ্যক। শব্দতত্ত্ব ও অভিধানিক অনুসন্ধানের সাথে সাথে হাদীছের তাৎপর্য, যাঁহার হাদীছ সেই রছুলের (দঃ) অভিপ্রায় মত ছাত্রদের সম্মুখে বিশ্লেষিত হওয়া বাঞ্চনীয়। হাদীছের সমর্থন ও বলিষ্ঠতার জন্য আনুসঙ্গিক প্রমাণাদির প্রতিও ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া আবশ্যক। যে সমস্ত মছআলা হাদীছ হইতে প্রতিপাদিত হয়, পূর্ববর্তীগণের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকুক কি না থাকুক, সেগুলি প্রতিপন্ন করিয়া দেখান উচিত। ছনদ, রিওয়ায়ত ও দিরায়ত সম্পর্কে অনুসন্ধান করার অভ্যাস ছাত্রবৃন্দের মধ্যে সৃষ্টি করা অপরিহার্য। সকল অবস্থায় রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছকে মূল কেন্দ্রের মর্যাদা প্রদান করিতে হইবে। হাদীছ-বিরোধীদের প্রশ্নগুলির সমুচিত উত্তর প্রদানের জন্য ছাত্রদের মধ্যে দক্ষতা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করিতে হইবে।

ফিক্হ ও আছারের শিক্ষাও অবশ্যপাঠ্য, কিন্তু শুধু অনুসন্ধান এবং জ্ঞানের প্রবণতা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনের জন্য। উদার মনোবৃত্তি এবং প্রশস্ত দৃষ্টি লইয়া ইহার পঠন ও পাঠনে ব্রতী হইতে হইবে। মযহবী সংকীর্ণতাও দৃষ্টিভংগী অতীতেও মুছলমানগণের জন্য ফলপ্রসু হয় নাই আর বর্তমানে এরূপ রুচি শুধু ক্ষতিকারকই নয় বরং উহা মিল্লত ও দ্বীনের পক্ষে ধ্বংসাত্মক। আপনারা কি দেখিতেছেননা যে, বিদ্বানগণের মতভেদ যাহা প্রকৃতপক্ষে চিন্তাচর্চা এবং অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণকল্পে বহুমূল্য সম্পদ ছিল, সেগুলির দৃষ্টান্ত উধৃত করিয়া আজ ইছলাম ও ইছলামী-বিদ্যার ধারকদিগকে কিভাবে উপহসিত ও বিড়ম্বিত করা হইতেছে এবং জনগণের কাছে তাহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই জীবন-যন্ত্র কিভাবে মারণযন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে? ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, ফিক্হশাস্ত্র (*Islamic-Jurisprudence*) সীমাহীন বস্তু এবং কোরআন ও ছুন্নাহর মত উহা চরম ও অকাট্য নয় পৃথিবীর আয়ুর দীর্ঘতা ও বিবর্তনের সংগে সংগে ফিক্হশাস্ত্রের বিকাশ ও পরিবর্ধন অনস্বীকার্য। হাতুড়ে চিকিৎসকদের মত শুধু পুরাতন ব্যবস্থাপত্রের তল্পুকরণ করা যথেষ্ট নয়। অভিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসাবিদের ন্যায় যাঁহারা পুরাতন ব্যবস্থাপত্রের সংশোধন করিতে এবং উহাকে নূতনত্ব প্রদান করিতে সমর্থ, ইছলামী বিদ্যার ধারকদিগকে তাঁহাদেরই মত হইতে হইবে। জীবন-সমস্যার প্রত্যেক দুরূহপ্রান্তে ও স্তরে ইজ্তিহাদ ও সুদৃঢ় প্রজ্ঞা সহকারে তাঁহাদিগকে নিত্য-নূতন ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন কল্পে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে, অথচ কোন অবস্থাতেই কোরআন ও ছুন্নাহর মর্মকেন্দ্র হইতে তাঁহাদের পদস্খলন ঘটিবে না।

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

অন্যান্য শিক্ষনীয় বিষয়ের অধ্যাপনাতেও এই ভাবে প্রমাণাদি, গ্রহণ-বর্জন ও আলোচনাপদ্ধতি ও বিচার সম্বন্ধেও ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা আবশ্যক। ফলকথা, যে বিষয়ের শিক্ষাই প্রদত্ত হউক না কেন, উহার প্রকৃত আস্বাদ ছাত্রদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

الأسئلة والمسائل — জিজ্ঞাসা ও উত্তর

نحمده الله العظيم و نصلى و نسلم على رسوله الكريم -
سبحانك لا علم لـنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ※

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

জিজ্ঞাসাকারীকে এবং সংগে সংগে অন্যান্য জিজ্ঞাসুদিগকে আমরা সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, শ্লেষ, ব্যঙ্গ অথবা আক্রমণমূলক ভাষায় লিখিত প্রশ্নাদির জওয়াব আমরা প্রদান করিনা। অপরাপর অভিমত ও সিদ্ধান্তের অভদ্রভাবে আলোচনা করাও আমাদের রীতিবিরুদ্ধ। কথা কাটাকাটি ও ফাজলামির আমাদের আদৌ অবসর নাই। যাহারা ভদ্রভাবে লিখিতে পারেননা, অথবা যাঁহাদের জিজ্ঞাসাবাদের উদ্দেশ্য কলহ ও বিবাদ সৃষ্টিকরা, তাঁহাদের পত্রাদি জওয়াবের পরিবর্তে 'ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট'ই স্থানলাভ করিবে —তর্জুমান সম্পাদক।

(৫৯) তালাক, জুম্আর আযান, রূহ ও মযহব।

الجواب والله الموفق للصدق والصواب

হাযেরুদ্দীন চৌধুরী রামভদ্রপুর, দিনাজপুর।

১। স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করিলে উহা আদৌ তালাকের পর্যায়ভুক্ত হইবে কিনা অথবা এক তালাক গণ্য হইবে, না তিন তালাক বলিয়াই উহাকে গণ্য করিতে হইবে, এ-সম্পর্কে ছাহাবাগণের যুগ হইতেই বিদ্বান গণের মধ্যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। আহ্‌লেহাদীছগণের অধিকাংশ বিদ্বান এইরূপ তালাককে এক তালাকের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তের দলীল: কোরআন, ছূরত-আল্‌বাকারা, ২৩০, ২৩১ আয়ত ও ছূরত-আত্‌তালাক, প্রথম আয়ত ও ছহীহ মুছলিমে বর্ণিত আবুরুকানার হাদীছ। 'তর্জুমানুলহাদীছে'র একাধিক সংখ্যায় এই প্রশ্নের বিশদ আলোচনা রহিয়াছে। ইহা শুধু আহ্‌লেহাদীছ গণেরই একক অভিমত নয়, হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী বহু বিদ্বান এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন।

(৯৫ পৃষ্ঠার পর)

আমি মনে করি, প্রচলিত পাঠ্যতালিকায় এরূপ কতকগুলি গ্রন্থ রহিয়াছে যাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আবার এরূপ গ্রন্থেরও অভাব নাই যাহা প্রয়োজনের দিক দিয়া যথেষ্ট নয়। পাঠ্যতালিকায় আনুসংগিক শাস্ত্রাদির উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে অধিক এবং মৌলিক গ্রন্থগুলি উপেক্ষিত হইয়াছে।

গ্রীক ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনে যেসমস্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধণ ঘটিয়াছে, আমাদের ছাত্রসমাজ সেগুলি অবগত নন। ইছ্‌লামের ইমামগণ ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনে যেসকল ভ্রম-প্রমাদের সন্ধান দিয়াছেন এবং নাস্তিক ও বহু ঈশ্বরবাদী রোমান ও গ্রীক নৈয়ায়িক ও দার্শনিকদের প্রতিবাদ-কল্পে যেসকল মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছেন, আমাদের ছাত্রসমাজ দুরের কথা, অধিকাংশ অধ্যাপক মণ্ডলী সেগুলির নাম পর্য্যন্ত অবগত নন। উল্লিখিত চর্বিত চর্বণ শাস্ত্র সমূহকে এত অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয় আর সেগুলির ভাষ্য ও টিকায় এত পরিশ্রম স্বীকার করা হইয়া থাকে যে, মনে হয়, পবিত্র শরীআতের ভিত্তিই যেন এই সকল কাফের ও নাস্তিকদের ধ্যান ধারণা ও গবেষণার উপরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

কেহ নিজেদের প্রণীত পুস্তকগুলি চালু করার উদ্দেশ্যে সেগুলিকে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন, অথচ প্রাচীন মনীষীগণের পুস্তকাবলীর শ্রেণীতে স্থানলাভ করার সেগুলির কোন যোগ্যতাই নাই।

আরাবী শিক্ষার্থীগণ যদি জ্ঞান-গরিমার প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে আগাইয়া যাইতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহাহইলে উল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রতি অবিলম্বে তাঁহাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে।

اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم '
کہ دل ازردہ شوی ورنہ سخن بسیارست ؛

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(ক) এক তালাক অথবা তিন তালাকের ইদ্‌দত (তিন ঋতু) শেষ হওয়ার পর স্ত্রীকে তাহার সেই স্বামী আর ফিরাইয়া লইতে পারেনা। অবশ্য এক তালাকের পর ইদ্‌দত শেষ হইলে পুনর্বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তিন তালাকের পর পুনর্গ্রহণের উপায় নাই। ইহা হানাফী ও আহ্‌লেহাদীছ উভয়েরই মিলিত সিদ্ধান্ত। হানাফী বিদ্বানগণের কেহ কেহ হালালা বা শুদ্ধি করণের জন্য ঠিকা বিবাহের অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু আহ্‌লেহাদীছগণের কেহই ঠিকা বিবাহের অনুমতি প্রদান করেন নাই, কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) ঠিকা বিবাহের পুরুষ ও নারীকে অভিসম্পাৎ করিয়াছেন,—তিরমিযী, আহমদ হাকেম, নছায়ী, আবুদাউদ, ও ইব্‌নে মাজা প্রভৃতি। এই হাদীছ আবদুল্লাহ বিনে মছ্‌উদ, হযরত আলী, আবু হোরায়রা, ইব্‌নে আব্বাছ ও উকবা বিনে আমির প্রভৃতি ছাহাবাগণের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে। কোন নিরপেক্ষ ও অভিজ্ঞ বিদ্বান এ-সম্পর্কে শয়খুল-ইছলাম ইব্‌নে তয়্‌মিয়া প্রণীত 'ইকামাতুদ্‌ দলীল-ফি-ইব্‌তালিত্‌ তহলীল গ্রন্থখানা পাঠ করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। তিন মজ্‌লিছে প্রদত্ত মুতাল্লকা নারী অন্যত্র বিনা চুক্তিতে বিবাহিতা হওয়ার পর যদি দৈবাৎ তাহার স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথবা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সে তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহাহইলে অন্যান্য পুরুষের মত তাহার পূর্ব স্বামীও সম্পূর্ণ নূতন ভাবে উক্ত নারীকে বিবাহ করিতে পারিবে।

২। জুমআর জন্য মছ্‌জিদের বাহিরে যে আযান দেওয়া হয়, ঠিক দ্বিপ্রহরে বা কিছু কিঞ্চিৎ পূর্বে উক্ত আযান দেওয়ার অনুমতি কোন কোন বিদ্বান প্রদান করিয়াছেন—যাদুল মাআদ।

জুমআর জন্য মছজিদের বাহিরে যে আযান দেওয়া হয়, গণনার দিক দিয়া তাহা প্রথম, কিন্তু যেহেতু রছুলুল্লাহর (দঃ) তিরোভাবের পর এই আযান প্রচলিত হইয়াছে, তাই হযরতের জীবদ্দশায় খুত্‌বার অব্যবহিত পূর্বে মছ্‌জিদের দ্বারদেশে ইমামের সম্মুখে প্রথমতঃ যে আযান দেওয়া হইত, বিদ্বানগণ তাহাকেই প্রথম এবং ইকামতকে দ্বিতীয় আর সর্বশেষে যে আযান প্রচলিত হইয়াছে তাহাকে তৃতীয় আযান রূপে অভিহিত করিয়া থাকেন।

প্রকাশ থাকে যে, জুমআর দিনে মছজিদের সম্পূর্ণ বাহিরে, যে আযান দেওয়া হয়, তাহাকে গণনার দিক দিয়া প্রথম বলা হউক অথবা আযানের ঐতিহাসিক স্তরভেদের জন্য উহাকে তৃতীয় বলা হউক, এই আযান সর্বতোভাবে জায়েয এবং বৈধ, কারণ ছাহাবাগণ সর্বসম্মতভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং উহাকে বিদাআত বা না জায়েয বলা হঠকারিতার পরিচায়ক।

৩। যাহা মিশ্র ও জড় পদার্থ তাহাই ছিন্ন ভিন্ন হয়। রূহ বা আত্মা মিশ্র বা জড় পদার্থ নয়। উহা আল্লাহর আম্‌র—ছুরত-বনীইছরাঈল, ৮৫ আয়ত। সুতরাং উহা ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার প্রশ্ন অবান্তর।

৪। 'মযহব' শব্দের অর্থ বহুবিধ। আভিধানিক ভাবে উহার অর্থ—পথ, যাহার উপর চলা হয়। পারিভাষিক ভাবে ধর্মকেও মযহব বলা হয়। ফকীহগণের পরিগৃহীত সিদ্ধান্তকেও মযহব বলা হইয়া থাকে। আভিধানিক দিক দিয়া চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ সকলেরই মযহব রহিয়াছে আর পারিভাষিকভাবে হিন্দু, মুছলমান, জৈন, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও ইয়াহুদী, আস্তিক ও নাস্তিক সকলেরই কোন না কোন সত্য বা অসত্য মযহব আছে। আর ফকীহগণের সিদ্ধান্তের দিক দিয়া ইহা চারি মযহবে সীমাবদ্ধ নয়। প্রচলিত চারি মযহবের কোনটাই রছুলুল্লাহর (দঃ) বিয়োগের অন্ততঃ দুইশত বৎসরের মধ্যে নির্ধারিত ছিলনা। আহ্‌লেহাদীছগণ কোরআন ও ছুন্নতের অনুসারী বলিয়া দাবী করেন। প্রচলিত চারি মযহবের প্রকাশ ও প্রসার লাভ করার পূর্বে ছাহাবা তাবেয়ীন ও তব্‌-ই-তাবেয়ীন যে মযহবের অনুসরণ করিয়া চলিতেন, আহ্‌লেহাদীছগণও সেই মযহবের অনুসরণ করিয়া চলার দাবী রাখেন। মহামতি ইমাম চতুষ্টয় এবং তাঁহাদের পূর্ববর্তী, সমসাময়িক ও পরবর্তী সমুদয় নেতৃস্থানীয় ইমাম, মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও মুজ্‌তাহিদকে তাঁহারা তাঁহাদের ধর্মগুরু বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ইছলামে ফির্কাবন্দী ও দলপরস্তিকে তাঁহারা স্বীকার করেননা, কোন ওলী, দরবেশ, পীর, ইমাম ও নেতাকে কোনক্রমেই তাঁহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) আসনে

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

মওলানা যফর আলীখাঁর স্মরণে

উর্দু সাংবাদিকতার সংস্কারক এবং নবযুগের অন্যতমস্রষ্টা, প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক, গৌরবান্বিত কবি, অনলবর্ষী বাগ্মী, বহুভাষাবিদ, সুবিখ্যাত জমীদার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মওলানা যফর আলী খান ১৯৫৬ সালের ২৭শে নভেম্বর তারীখে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন —ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। উর্দু সাহিত্যকে যাঁহারা সমৃদ্ধি ও নবরূপ দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মওলানা যফর আলী খাঁর আসন অনেকের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে নিষ্ঠা, স্পষ্টবাদিতা, সততা ও নির্ভীকতার সহিত তিনি সাংবাদিকতার কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি মনে প্রাণে সত্যকার মুছলিম এবং জাতির একান্ত দরদী ছিলেন। তওহীদের উপাসক এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) ঐকান্তিক প্রেমের সাধক ছিলেন। সমস্ত ভারত উপমহাদেশ কবরের গুম্বজ বিধ্বস্ত করার জন্য যখন ছুলতান ইব্নেছউদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার বিরুদ্ধে মরহুম যফর আলী খান মসীযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি বিদেশী আম্লাতন্ত্রের উৎসাদন কল্পে তাঁহার ক্ষুরধার লেখনীও অনলবর্ষী রসনা তুল্যভাবে আজীবন পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি কায়িক ও আর্থিকভাবে বহুবার কঠোর দণ্ডে দণ্ডিতও হইয়াছিলেন। প্রায় ষাট বৎসরের ও অধিককাল অক্লান্তভাবে সেবা দান করার পর ৮৬ বৎসর বয়সে ব্রিটিশ সিংহের বিভীষিকা, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন, মুছলিম জাতির গৌরব যফর আলী খাঁর লেখনী ও রসনা চিরতরে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার শূন্য স্থান পূর্ণ করার মত কোন ব্যক্তি আমাদের দৃষ্টিপথে নাই। আল্লাহ তাঁহার কীর্তিমালাকে গৌরবান্বিত এবং বেহেশ্তের

(৯৭ পৃঃ পর)

সমাসীন করিতে প্রস্তুত নহেন। যেসকল সমস্যার স্পষ্ট সমাধান কোরআন অথবা ছুন্নতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়না, ইমাম চতুষ্টয় ও তাঁহাদের সুযোগ্য স্থলাভিষিক্তগণের মধ্যে যাঁহার উক্তি তাঁহারা কোরআন ও ছুন্নাহর সহিত সুসমঞ্জস ও অধিকতর নিকটতর বলিয়া বুঝিতে পারেন, আহ্লেহাদীছ বিদ্বানগণ সেই উক্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোরআন, ছুন্নাহ ও আছারে যাঁহারা সুপণ্ডিত, তাঁহাদের জন্য আহ্লেহাদীছগণ ইজ্তিহাদের অধিকার স্বীকার করেন, কিন্তু কোরআন ও হাদীছবিরোধী ব্যবস্থা ও ফত্ওয়াকে তাঁহারা মান্য করা উচিত মনে করেননা। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, ব্যষ্টি ও সমষ্টির জন্য যাহা প্রয়োজন, রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমস্তই মিটাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনিই (দঃ) আহ্লেহাদীছগণের একচ্ছত্র সার্বভৌম ইমাম ও বরেণ্য নেতা। অতএব আহ্লেহাদীছদিগকে যদি কেহ কাফের, লামযহ্হাবী, ধর্মহীন বলে, তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

والله اعلم وعلمه اتم واحكم وصلى الله على سيد المرسلين سيدنا محمد و على آله و اصحابه اجمعين و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين....

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাগীচায় তাঁহার আসনকে সমুন্নত করুন।

পরপারের যাত্রীগণ

ইতিমধ্যে আমরা আরও কতিপয় বিশিষ্ট সমাজ-সেবী, বিদ্যোৎসাহী এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির বিয়োগ সংবাদে ব্যথিত হইয়াছি। উত্তর বাঙলার খ্যাতনামা মওলানা মুফিযুদ্দীন ছাহেব আহ্‌লেহাদীছ জামা'আতের একজন বহুদর্শী ও তেজস্বী আলিম ছিলেন। বিভিন্ন উচ্চ মাদ্‌রাছায় অধ্যাপনা করিয়াই তিনি তাঁহার জীবন কাটাইয়া দেন। যৌবনের মধ্যাহ্নে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথেও ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হইয়াছিলেন। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর রাজশাহী যিলার অন্তরগত আত্রাই ঘাট রেলস্টেশনের সন্নিহিত স্বীয় গ্রামে ইন্‌তিকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।

এই রূপ পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী মওলানা মুন্‌তাছির আহ্‌মদ রহ্‌মানী ছাহেবের পিতা জনাব শায়খ মোহাম্মদ উছমানগনী প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে বিগত ৫।১২।৫৬ তারীখে শিলচরের অন্তর্গত ধনেহরী গ্রামে স্বীয়বাসভবনেসম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীহট্টের বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ তাহির রহেমাহুল্লার অন্যতম ছাত্র সেনগ্রাম নিবাসী মওলানা মোহাম্মদ ইছমাঈলও পরিপক্ক বয়সে হজ্জের ছফরে মদীনায় তৈয়েবায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। —ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন। আল্লাহ পরপারের যাত্রীগণের আত্মাকে শান্তি এবং তাঁহাদিগকে বেহেশ্‌তের উদ্যানে স্থান দান করুন।

গাইবাঁধায় আহ্‌লেহাদীছ সম্মেলন

স্থানীয় আঞ্চলিক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের উদ্যোগে এবং টাউনের কতিপয় উৎসাহী কর্মীর প্রচেষ্টায় বিগত ২৭শে ডিসেম্বর তারীখে গাইবাঁধা ডাকবাংলা প্রাঙ্গনে আহ্‌লেহাদীছ সম্মেলনের এক অধিবেশন বিশেষ শান শওকতের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে মহকুমার সমুদয় আহ্‌লেহাদীছ ইলাকার প্রতিনিধিগণ এবং টাউনের রাজনৈতিক ও অন্যবিধ দলসমূহের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় জনসমাগমও হইয়াছিল প্রচুর। গাইবাঁধার বুকে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এ-রূপ সফলতার সহিত সুশৃংখলভাবে সুসম্পন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল বারী এম, এ, ডি, ফিল (অক্সন) তাঁহার সুচিন্তিত ও সারগর্ভ ভাষণে ইছলামের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত এবং উহা যে মানুষের প্রাকৃতিক ধর্মেরই নামান্তর, তাহা প্রতিপন্ন করেন। প্রবীন আলেম হাফেযুলহাদীছ মওলানা আবদুল্লাহ ছালেককুড়ি ইছলামের বুনিয়াদী নীতি সম্বন্ধে ওয়ায নছীহত করেন। সর্বশেষে পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সভাপতি, যিনি এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিতেছিলেন, তাঁহার সুদীর্ঘ ভাষণে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের পটভূমিকা এবং উহার আদর্শ ও নীতির ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি প্রমাণিত করেন যে, আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের উদ্দেশ্য কোন দল বা ফির্কা সৃষ্টি করা নয়, বরং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভিন্ন নেতৃত্বকে অবলম্বন করিয়া একক ও অদ্বিতীয় মুছলিম জাতীয়তা যে ভাবে শতধা বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহারই নিরসন ও প্রতিরোধ কল্পে কোরআন ও ছুন্নাহর মর্মকেন্দ্রে সমবেত হইবার আহ্বান হইতেছে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখ্য তাৎপর্য। এই আন্দোলনে কোন অভিনবত্ব নাই, ইহা শাশ্বত ও সনাতন। রাজনৈতিক অথবা সামাজিক বিপ্লব ও বিবর্তন এই আন্দোলনের আদর্শ ও লক্ষ্যকে পরিবর্তন করিতে সমর্থ নয়। তিনি বলেন, নিরীশ্বরবাদী, বহু ঈশ্বরবাদী এবং কর্মফল ও আত্মার অমরত্বে অবিশ্বাসী দলসমূহের কল্পিত ও রচিত জীবন ব্যবস্থা অতীতের ন্যায় বর্তমানেও মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধির গ্যারান্টি প্রদান করিতে সমর্থ নয়। যিনি জীবজগতের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও প্রভু, যিনি নিরপেক্ষ বিচারপতি, মানবজাতির অন্তর-জগত ও লৌকিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যে জীবন ব্যবস্থা কোরআনের মাধ্যমে তিনি মানবজাতির সর্বাধিনায়ক হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) হস্তে প্রদান করিয়াছেন, রোগজীর্ণ, দুঃখ জর্জরিত মানবজাতির পক্ষে উহাই একমাত্র সর্বরোগ হর। সকল প্রকার মতভেদ, দলাদলি, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পার্টি সিস্টেমকে আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া সকলকে কোরআন ও ছুন্নাহর পতাকামূলে সমবেত হইবার এবং ইছলামী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমাজব্যবস্থাকে কার্যকরী করার উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া সভাপতি তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন। গভীর রাত্রে মুনাজাতের পর সভা ভংগ হয়। এই সম্মেলনের ফল সুদূর প্রসারী ও আশাপ্রদ। আমরা সম্মেলনের উদ্যোক্তাদিগকে আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাইতেছি।

একটি অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন মরিয়াগিয়াছে, উহার কোন আদর্শ বা কর্মসূচি নাই, উহার সাহিত্য নাই—ইত্যাকার কথা জামাআতে ইছলামীর প্রচারকগণ গাইবাঁধা ইলাকায় আহ্‌লেহাদীছগণের মছজিদে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, জানিতেপারিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। যাঁহারা এরূপ অপপ্রচারণা চালাইতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের নেতাদের নির্দেশক্রমেই এরূপ করিতেছেন কিনা, আমরা অবগত নই, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে জামাআতে ইছলামীর প্রচারক দলের এরূপ অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই আহ্‌লেহাদীছগণের সহিত তাঁহাদের হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রসমূহে বাদানুবাদ এমনকি গালমন্দও শুরু হইয়াছে। আহ্‌লেহাদীছগণের কতিপয় সিদ্ধান্ত বিশেষতঃ ছহীহ বুখারী সম্বন্ধে মওলানা মওদুদী ছাহেবের অনধিকার চর্চার পর হইতে এই বাদানুবাদ পশ্চিম পাকিস্তানে কলহের আকার ধারণ করিয়াছে। আমরা পূর্ব পাকিস্তানে এই সকল দ্বন্দ্ব কোলাহলের পক্ষপাতি নই, কিন্তু জামাআতে-ইছলামীর প্রচারকগণ যদি চিমটি কাটিয়া অনর্থক কলহের সূত্রপাত করিতে চান, তাহা হইলে আমরা লাচার। আমরা ইহা সম্যকভাবে অবগত আছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের জামাআতের বহির্ভূত কোন ব্যক্তিকে আপন বলিয়া ভাবিতে পারেননা এবং সাধারণ মুছলমানদের পংক্তিতে দাঁড়াইয়া কোন কাজ করা তাঁহারা পছন্দ করেননা। তাঁহাদের নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মসূচির সহিত যাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের প্রকৃত মুছলিমরূপে স্বীকার করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠাবোধ করেন। এ সমস্ত জানাশুনা সত্ত্বেও আহ্‌লেহাদীছগণ তাঁহাদের সক্রিয়ভাবে এযাবৎ কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তানে ইছলামী আন্দোলন সমূহের বর্তমান সংকটজনক অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই আমরা সকল দলের সহিত সাধ্যপক্ষে সহযোগ রক্ষা করিয়া চলা আবশ্যক মনে করি। "আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন মরিয়া গিয়াছে বা তাহার আদর্শ ও কর্মসূচী নাই" বলিয়া আমরা সর্বদলীয় সহযোগ ও ছমঝোতার পক্ষপাতি হইনাই, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং এরূপ অপপ্রচারণা দুরভিসন্ধিমূলক। ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, পূর্ব পাকিস্তানে ন্যূনাধিক ৬০ লক্ষ আহ্‌লেহাদীছ বসবাস করিলেও কোন কোন দলের মত নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহারা আহ্‌লেহাদীছগণের পক্ষ হইতে কোন স্বতন্ত্র প্রার্থী কোন দিন দাঁড় করান নাই, চাকুরি বাকুরি ক্ষেত্রেও সংখ্যানুপাতের কোন দাবী তাঁহারা উপস্থিত করেন নাই। তাঁহারা চিরদিন সর্বসাধারণ মুছলমানগণের সহিত তাঁহাদের ভাগ্য সূত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহা সাময়িক রাজনৈতিক, নিছক অর্থনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলন নয়, ইহা অন্তর-দৃষ্টি-সম্পন্ন, ইহার গতি ফল্গু ধারার মত। সাময়িক হৈ চৈ ও প্রোপাগাণ্ডা ইহার কর্মসূচী নয়। যে আন্দোলনের যোগসূত্র সহস্র বৎসরেরও পূর্ববর্তী যুগের সহিত বিজড়িত, শোরগোল ও নাটামঞ্চের সাজসজ্জার সহিত তাহার সার্থকতা ও ব্যর্থতার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারেকি? পাক-কোরআন এই আন্দোলনের 'মর্ম সাহিত্য', ইহারই ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে যে শত লক্ষ সাহিত্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছে, সেগুলি সমস্তই আহ্‌লেহাদীছ সাহিত্য। কেবল পাক ভারতের আহ্‌লেহাদীছগণ এরূপ সাহিত্য যে বিপুল সংখ্যায় প্রণয়ন, সংকলন ও সম্পাদন করিয়াছেন, কোন আধুনিক আন্দোলনের পক্ষে তাহার সহস্রাংশ সাহিত্যও এযাবৎ সৃষ্টিকরা সম্ভবপর হয় নাই। সত্য বটে, পূর্ব পাকিস্তানে এবং বাঙলা সাহিত্যে কোরআন ও ছুন্নাহর সেবা আশানুরূপ হয় নাই, কিন্তু তজ্জন্য একান্ত হিতাহিত জ্ঞানশূন্যরাই আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনকে দোষী করিতে পারে। বর্তমানে ধর্মীয় ঔদাসীন্য কেবল আহ্‌লেহাদীছ গণের কথ্যেই সীমাবদ্ধ নাই, ইহা সংক্রামক ব্যাধির মত সকল দেশে সকল সমাজে ও আন্দোলনেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিন্তু জাগরণের যে শিহরণ ইছলাম জগতের দেহে পুনরায় অনুভূত হইতেছে, আহ্‌লেহাদীছদের বেলাতেও আল্লাহর অনুগ্রহ ইংগিতে তাহার ব্যতিক্রম নাই।

والله ناصر دينه ، ورافع اعلام سنة رسوله
وحسبنا الله ونعم الوكيل !

মছজিদের কলহ,

কতকগুলি বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তি পাঞ্জাবের জাড়ান-ওয়ালা নামক স্থানের একমাত্র আহ্‌লেহাদীছ জামে মছ্‌জিদে গভীর রাত্রে আকস্মিকভাবে হানাদিয়া মুছল্লীদিগকে মারপিট করিয়া তাড়াইয়া দেয় এবং যবরদস্তি মছজিদটিকে দখল করিয়া রাখে। এই বিদ্বেষপরায়ণ দলটি ইতিপূর্বে দেওবন্দী হানাফীদের একটি মছজিদেও এইভাবে গোল পাকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। স্থানীয় পুলিশ দাংগাকারী দলের যোগ ছাজেশে মছ্‌জিদে তালা লাগাইয়া দেয়। ইহার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের আহ্‌লেহাদীছগণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য এবং এ-সম্বন্ধে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ কল্পে বিগত ১লা জানুয়ারী তারীখে জমঈয়তের দফতরে একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। এই সভায় দাঙ্গাকারীদের এবং পুলিশের পক্ষপাতিত্বের নিন্দাবাদ করা হয় এবং মছ্‌জিদটিকে আহ্‌লেহাদীছগণের হস্তে প্রত্যর্পণ করার অনুরোধ জানাইয়া পাকিস্তান ইছ্‌লামীগণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট, ওযীরে-আযম এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ওযীরে আলার নিকট তার বার্তা প্রেরণ করা হয়।

১০ দিন যাবৎ অর্গলাবদ্ধ থাকার পর কর্তৃপক্ষ মছ্‌জিদটিকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং উহার প্রকৃত তত্ত্বাবধায়ক আহ্‌লেহাদীছগণের হস্তেই উহা সমর্পণ করিয়াছেন। আমরা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ, আশু প্রতিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থার জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

উপ-নির্বাচনের ফলাফল,

ইতিমধ্যে পূর্বপাকিস্তান আইনসভার যে কয়েকটি শূন্য আসনের জন্য উপনির্বাচনের মহড়া হইয়াগেল, শুধু একটি স্থান ব্যতীত সমুদয় ক্ষেত্রেই আওয়ামীলীগ ও কংগ্রেস দল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছেন। যেস্থানে তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারেননাই, তথায় 'নিযামে-ইছ্‌লাম' পার্টির প্রার্থী জয়লাভ করিয়াছেন। উপনির্বাচনের এই ফলাফল অত্যন্তসুদূর প্রসারী, ইহাকে সরাসরিভাবে উপেক্ষা করিয়া যাওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবেনা। সত্যবটে, আওয়ামীলীগ শাসনকর্তৃত্বের গদ্দীতে সমাসীন থাকায় নির্বাচন যুদ্ধে জয়লাভ করার বহু সুযোগ ও সুবিধার তাঁহারা সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি একটি স্থানে হইলেও "নিযামে ইছ্‌লাম" তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছেন, পক্ষান্তরে মুছলিমলীগ পূর্বপাকিস্তানে একটি আসনেও আওয়ামীলীগকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। 'বসন্তের কোকিল"রা বলিতেছেন, স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি দেশবাসীর মনঃপুত নয় বলিয়াই তাহারা মুছলিমলীগকে ভোট দেয় নাই, কিন্তু এ-কথার মূলে কোন সত্য নাই। ইহা সুযোগসন্ধানী ও স্বার্থসর্বস্বদের স্বস্বদলের বন্ধনছিন্ন করিয়া অন্যদলে ভিড়িবার একটা মিথ্যা ও অলীক বাহানা মাত্র। এই আত্মসর্বস্বদের অতীত ও বর্তমান কীর্তিকলাপের জন্যই পাকিস্তান তাহার 'আদর্শবৈরী'দের হস্তে খেলার পুতুলে পরিণত হইয়াছে। আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছিযে, সাম্প্রতিক উপনির্বাচনগুলিতে পূর্ব পাকিস্তানে আদর্শগত প্রতিযোগিতার নামগন্ধও ছিলনা। ইহা ছিল মুছলিমলীগ পার্টি'র সহিত আওমীলীগ পার্টি'র লড়াই। পূর্বপাকিস্তানের মুছলিমলীগ যদি আদর্শ পরায়ণ হইতেন, তাহাহইলে আদর্শ অপেক্ষা পার্টি'র স্বার্থ ও বড়াইকে তাঁহারা কখনই অগ্রগণ্য করিতেননা। পার্টি ও জোট নির্বিশেষে সমুদয় ইছলামী পন্থী দলের সহিত এক সারিতে দাঁড়াইয়া পাকিস্তানের আদর্শ রক্ষাকরার জন্য তাঁহারা সংগ্রামে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু চেষ্টা ও সাধ্যসাধনা করিয়াও তাঁহাদিগকে ইহার জন্য সম্মত করাইতে পারাযায়নাই। মুছ্‌লিমলীগের কতকগুলি সভায় শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যাধিক্য দেখিয়া তাঁহাদের নেতারা মনে করিয়াছিলেন যে, জনগনের তাহাদেরপ্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, শীত ঋতুর তিরোভাবের পর আবার বসন্তের মলয় মারুত প্রবাহিত হইতেছে। তাই তাঁহাদের অবিমৃশ্যকারীতায় ফলে তাঁহারা শুধু নিজের পায়েই কুঠারাঘাত হানেন নাই, পূর্বপাকিস্তানের সমগ্র মুছলিম জাতিকেই তাঁহারা এক অভিনব সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এ কথা অনস্বীকার্য যে, পূর্বপাকিস্তানে যে অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছে, তাহা অত্যন্ত অনিশ্চিত ও নৈরাশ্য ব্যঞ্জক। পাকিস্তান কায়েম হইল কেন? বর্তমানে উহার আন্তর্জাতিক, বৈদেশিক ও অর্থনৈতিক এবং আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির সমাধান কি? ইত্যাকার প্রশ্নে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, জনমণ্ডলী দিশাহারা! তাই উহারা সকলের কথাই শুনিতে চায়, সভাসমিতিতে ভিড় করিয়া সমবেত হয়। কিন্তু তাহাদের অন্তরাত্মা যাহার জন্য হাহাকার করিতেছে, কোনস্থানেই তাহারা তাহার সন্ধান পায়না। সর্বত্র একই অবস্থা, একই আদর্শহীনতা ও হীনমন্যতার প্রাদুর্ভাব! এরূপ ক্ষেত্রে 'মহাজন-গণ-পন্থার' অনুসরণ করিয়া তাহারাও 'ঝোপ দেখিয়া কোপ'মারার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। যেদিকে সুযোগ ও সুবিধা বেশী, সেইদিকেই গড়াইয়া পড়িতেছে। বস্তুতান্ত্রিক সুবিধার মুকাবিলায় কেবল নিষ্ঠা, নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ পরায়ণতাই জয়লাভ করিতে পারে, কিন্তু উভয়দিক দিয়াই যাহাদের ঝুলি লোপাট হইয়াছে, তাহাদের আশা ভরসা কি? আদর্শ ভিত্তিক সমাজ পুর্ণগঠিত করার জন্য আদর্শ জীবিদের বদ্ধপরিকর হওয়া ছাড়া পূর্বপাকিস্তানে মুছলমান সমাজের সম্মুখে আজ অপর কোন কর্তব্য ও পথ নাই। আদর্শ ভিত্তিক সমাজের অর্থ ওলী দরবেশের সমাজ নয়, পাকিস্তান ও ইছলাম সম্পর্কে যাহারা একটি সর্বন্যূন (*minimum*) সর্বসম্মত সংকল্পে সমবেত হইবে, এরূপ একটি সমাজ!

পাক অনুশাসনের ১৯৮ ধারা,

পাকিস্তান ইছলামী গণতন্ত্রের ১৯৮ ধারায় বলা হইয়াছে যে, গণতন্ত্রদিবস হইতে এক বৎসর কালের মধ্যে গণতন্ত্রের সর্বাধিনায়ক কর্তৃক একটি কমিশন নিয়োগ করা হইবে। উক্ত কমিশন প্রচলিত আইনগুলিকে কোরআন ও ছুন্নাহর পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত করার উপায় নির্ধারিত করিবেন। করাচির একটি সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, উল্লিখিত ধারাটিকে কার্যকরী করার তোড়জোড় শুরু হইয়াগিয়াছে। মাননীয় প্রেসিডেন্ট নাকি শীঘ্রই কমিশনের সদস্যগণের নাম ঘোষণা করিবেন। দাম্পত্য কমিশনের সদস্যদের মত ইছলামী বিদ্যার অতি বিশেষজ্ঞব্যক্তিরাই এই কমিশনের সদস্যপদে নিয়োজিত হইবেন কি না, কে জানে? তথাপি কর্তৃপক্ষ যে এ বিষয়ে অগ্রণী হইতেছেন, তজ্জন্য আমরা আশান্বিত ও আনন্দিত। উল্লিখিত ধারায় একথাও আছে যে, পাঁচ বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে কমিশন তাঁহাদের রিপোর্ট উপস্থিত করিবেন, কিন্তু উহা কার্যকরী করা হইবে কতদিনে, তাহার কোন সন্ধান উক্ত ধারায় প্রদান করা হয় নাই।

সম্বর্ধনা না অভিষেক?

মুছলমানরা জাতিগত ভাবে অতিথিপরায়ণ, সুতরাং বিদেশাগত অতিথিদের সম্বর্ধনা ও সমাদর দোষের কথা নয়। বিশেষতঃ বর্তমান অন্তর্জাতিক পরিবেশে কূটনৈতিক আতিথেয়তার গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকরা ক্ষুদ্র থাকুক, তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিকল্পনাগুলি অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন বানচাল হইয়া যাক, রাস্তাঘাট ও যানবাহনাদির ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত ও প্রাণান্তকর হউক, দীন দরিদ্রদের রক্ত শোষণ করিয়া বাহিরের ঠাট বজায় রাখা চাইই! নতুবা সম্ভ্রম রক্ষা হয় কেমন করিয়া? পাকিস্তান কায়েম হইবার পর হইতে নিত্য নূতন সম্বর্ধনার যে হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে আর তাহাতে অজস্র ভাবে যে অর্থ স্রোত প্রবাহিত করা হইতেছে, তাহাতে দু দশটা হাসপাতাল, দু একটা প্রেক্ষাগার কিংবা দশকুড়িটা কলেজ যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতনা, এমন কথা কেহই শপথ করিয়া বলিতে পারিবেনা। কিন্তু এই 'যরূরী পাপ' যদি একান্তই অপরিহার্য হইয়াথাকে, তাহাহইলে তজ্জন্য আপত্তি টিকিবে কেন? কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে খট্‌কা লাগিয়াছে।

পাকিস্তান কায়েম হইবার পর বহু গণ্যমান্য বহিরাগত অতিথি আমাদের এই প্রদেশে শুভাগমন করিয়াছেন, ইছলাম জগতেরও একাধিক শক্তিমান পুরুষ তাঁহাদের উপস্থিতি দ্বারা এই প্রদেশকে চরিতার্থ করিয়াছেন, কিন্তু চীনা প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাইয়ের শুভপদার্পনে পূর্বপাক সরকার যেরূপ নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছেন, যে রূপ প্রীতি ও ভক্তি-গদগদ চিত্তে, পরমোল্লাসে এবং মহাআড়ম্বরে চীনা মন্ত্রী প্রবরকে সম্বর্ধনা জনাইয়াছেন, তাহার নযীর আমরা খুঁজিয়া পাইতে-

(১০৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার

১৯৫৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ—

যিলা কুষ্টিয়া

মনিঅর্ডার যোগে

১। মোঃ আকবর আলী, রঘুনাথপুর, পোঃ কুষ্টিয়া,এ ককালিন ৪৷৹ ২। হাজী মোঃ উজলুদ্দীন মুন্সী, সাং পাথরবাড়িয়া, পোঃ কুমারখালী, উশর ২৲ ৩। মোঃ গুলযার হোছাইন, টিনের আড়ৎ, পোঃ মোহিনী মিল যাকাত ১০৲ ৪। মওঃ আবদুল মান্নান, মহেশপুর, যাকাৎ ২০৲ ৫। হাজী মোঃ জেহের আলী, তেবাড়ীয়া, কুমারখালী, যাকাত ২৫৲ ৬। মোঃ আবদুল মতিন *Asstt supdt P T, Institute* কামেলপুর, নিলমনিগঞ্জ, যাকাত ১৫৲ ৭। মৌঃ মোঃ আবদুল মান্নান, কাযীপুর, কাযীপুর, যাকাত ২৲

যিলা ঢাকা

আদায় মারফত মওঃ মোস্তাছির আহমদ রহমানী--১। মোঃ ইদরিস মিয়া, ৫নং কাযী আলাউদ্দিন রোড, যাকাৎ ২৲ ২। কামিল স্থলতান এণ্ড ব্রাদার্স, ৭৮নং মৌলবী বাজার রোড, যাকাৎ ৫০৲ ৩। মোঃ ওয়াজেদ আলী উরফে মিয়াজী, ৭৮নং নাজিরাবাজার, যাকাৎ ২৫৲ ৪। হাজী মোলবী আবদুল গফুর মিয়া, ২১৪ নং বংশাল রোড, যাকাৎ ১০৲ ৫। মোঃ আবদুল হক মিয়া বেপারী, ১০৫নং নাজিরাবাজার, যাকাৎ ১০৲

(১০২ পৃষ্ঠার পর)

ছিনা। ইহার কারণ কি? সংবাদপত্রে প্রকাশ, সম্বর্ধনার উচ্ছসিত ও বিগলিত আবেগ দেখিয়া পাকিস্তানের ওযীরে-আযম নাকি চৈনিক প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, তিনি পাক নাগরিকদের হৃদয় সিংহাসনে যে আসন লাভ করিয়াছেন, তাহাতে চীনা চৌ এন লাই না কি পাকিস্তানী শহীদ ছুহরাওয়ার্দীকেও সহজেই ভোটযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারেন! কথাটি রহস্যচ্ছলে বলা হইলেও ইহাতে ভাবিয়া দেখার বিষয়বস্তু রহিয়াছে। লালচীনের লাই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী, স্থতরাং পাকিস্তান ইছলামী গণতন্ত্রের সহিত তথা উহার প্রধান মন্ত্রীর সহিত তাঁহার আদর্শগত সাঞ্জস্যের কথা কল্পনাতীত। বৈদেশিক নীতির দিক দিয়া পাক সরকার আমেরিকার সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ, বাগদাদ চুক্তির অন্যতম সদস্য, সিয়াটো চুক্তির সহিত জড়িত। অথচ লালচীন পাকিস্তানের এই সামরিক জোটকে যে প্রীতির চক্ষে দর্শন করেনা, মিঃ লাই স্বয়ং অকুণ্ঠ ভাবেই তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। কাশ্মীর সম্বন্ধে বারম্বার জিজ্ঞাসিত হওয়া সত্ত্বেও ভারত রাষ্ট্রের অনধিকার চর্চা ও যবরদখলের কথা চৌ এন লাই সম্পূর্ণ ভাবে এড়াইয়া গিয়াছেন। কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে পাকিস্তানের পক্ষে লালচীনের সহানুভূতি ও সাহায্যলাভের কোন আশা যে নাই, চীনা প্রধান মন্ত্রী প্রকারান্তরে তাহা স্পষ্ট ভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। আদর্শ ও নীতিগত এরূপ আকাশ পাতালের ব্যবধান সত্ত্বেও চীনা প্রধান মন্ত্রীকে যে বিপুল ও অভুতপূর্ব সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তাহা কি শুধু প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয়ের পারস্পারিক পরিচয়ের ও জানাজ নির শুভেচ্ছা-তেই সীমাবদ্ধ, না ইহার মূলে লালচীনের আদর্শ ও রাষ্ট্র নীতিকে পাকিস্তানের জনগণের মনে অভিষিক্ত করার অশুভ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে? পাক ওযীরে আজম জনগনকে আশ্বস্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, চৌ-এন লাইয়ের আগমন ও প্রত্যাগমন দ্বারা পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন ঘটিবেনা কিন্তু ইহার সাহায্যে প্রতিক্রিয়াশীল দলের লোকেরা পাকিস্তানের আদর্শ ও নীতিকে যে আরও খানিকটা 'ঘোলাটে' করিয়া তোলার স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবে কে?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৬। হাজী মোঃ হাবিবুল্লাহ, ১৪২নং সুরিটোলা, যাকাৎ ৫৲ ৭। হাজী মালাউদ্দিন, ২২৮নং বংশাল রোড, যাকাৎ ৫৲ ৮। মোঃ ইউসুফ মিয়া, ৮।৯ সুরিটোলা যাকাৎ ৫৲ ৯। মোঃ ছালাহুদ্দিন মিয়া, ৫১নং নাজিরাবাজার লেন, যাকাৎ ২৲ ১০। মোঃ রহমতুল্লাহ মিয়া, ১০২, নাজিরাবাজার, যাকাৎ ২৲ ১১। জানলেছ এণ্ড জেনারেল মিল্স, ১নং হাকীম হাবিবুর রহমান লেন, যাকাৎ ১০৲ ১২। মোঃ মোখলেছুর রহমান মিয়া, মোঃ ইব্রাহিম, হাজী ইউসুফ বেপারী মালীবাগ, বংশাল রোড, এককালীন ৩৲ ১৩। মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া, নাজিরা বাজার কযী আলাউদ্দিন রোড যাকাৎ ৫৲ ১৪। মওঃ শামছুল হক ২০নং বংশাল রোড, যাকাৎ ১০৲ ১৫। হাজী মোঃ নুরহুছেন ৪১।১ নাজীরা বাজার লেন, যাকাৎ ১০৲ ১৬। মুন্সী আলী হুসেন উরফে মোল্লাজী, হুসেন মার্কেট, এককালীন ১৲ ১৭। হাকীম আঃ সালাম, ইমাম মালীবাগ মসজিদ, এককালীন ২৲ ১৮। হাজী ছমিরউদ্দিন ১১নং হাজী আবতুর রশিদ লেন, যাকাৎ ২৲ ১৯। জনৈকব্যক্তি বংশালরোড, এককালীন ১৲ ২০। হাজী মোহাম্মদ আলী, ৪১, বংশাল, যাকাৎ ৩৲ ২১। মোঃ আবদুল হামিদ, নয়া বাজার, যাকাৎ ১০৲ ২২। মোঃ আবদুল্লাহ মিয়া, ২৫নং বংশাল রোড, যাকাৎ ২৲ ২৩। হাজী দুদুমিয়া, ৫৭, নয়া বাজার, যাকাৎ ৫৲ ২৪। হাজী আওলাদ হুছেন, নয়াবাজার, যাকাৎ ৫৲ ১৫। মোঃ হেলালউদ্দিন বেপারী, ২২।১ নাজিরাবাজার লেন, যাকাৎ ১০৲ ২৬। মোঃ আবদুলমান্নান মিয়া, বংশাল, যাকাৎ ৫৲ ২৭। মোঃ জালিনুছ মিয়া, বংশাল, যাকাৎ ১০৲ ২৮। মোঃ হাফিজ হাছান আলী ৪৩, বংশাল রোড, যাকাৎ ৫৲ ২৯। আবদুর রহমান, ৪২নং বংশাল রোড, যাকাৎ ৩৲ ৩০। মোঃ আবদুল হাকীম খান, ৯৫ নং কাজী আলাউদ্দিন রোড, ফেৎরা ১৲ ৩১। হাজী আনিছুর রহমান, বংশাল যাকাৎ ৫৲ ৩২। হাজী মোঃ মজহারুল হক, ১৯নং বংশাল রোড, যাকাৎ ৫৲ ৩৩। আবদুর-রহিম, ৪১ নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, যাকাৎ ১০৲ ৩৪। মোঃ আতিকুল্লাহ, বংশাল, যাকাৎ ২৲ ৩৫। মারফত হাজী আনিছুর রহমান সরদার, বংশাল, ফেৎরা ৪০৲। ৩৬। মোঃ শুবানিয়া, যাকাৎ, ২৲।

মনিঅর্ডারে প্রাপ্ত :—

৩৭। হাজী মোঃ আকিল, ৭৯নং পোস্তা, যাকাত ২০৲ ৩৮। আলহাজ আবদুল ওহাব, মুরাদাবাদী, ষ্টোর ৫৯নং মোগলটুলী, যাকাত ১০০৲ ৩৯। হাফিজ মোহাঃ আলতাফ হোছাইন, ৩৮ নং নাজিরাবাজার লেন, যাকাত ১৫৲ মোঃ মোহাঃ শাছুল হুদা, প্রোপ্রাইটার পপুলার ম্যাডিক্যাল হাউস নারায়ণগঞ্জ, যাকাৎ ৩০৲ ৪১। শেখ মোহাঃ যাকারিয়া, C/o পপুলার ম্যাডিক্যাল হাউস, নারায়ণগঞ্জ, যাকাত ৩০৲ ৪২। এম, এনায়েতুল্লাহ, পপুলার ম্যাডিক্যাল হাউস, নারায়ণগঞ্জ, যাকাত ২৫৲ ৪৩। ডাঃ এন, নেয়ামতুল্লাহ, পপুলার ম্যাডিক্যাল হাউস, নারায়ণগঞ্জ, যাকাত ২৫৲।

আদায় মারফত পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্লেহাদীছের প্রেসিডেণ্ট সাহেব

৪৪। আমীন ভাই এণ্ড কোঃ, C/o মওলানা আরিফ এম, এ, ৭৯ নং পোস্তা, ঢাকা যাকাত ৫০৲ ৪৫। মওলানা মোহাঃ আরিফ এম, এ, ২০নং বংশাল রোড, ঢাকা যাকাত ৫০৲।

যিলা পাবনা

আদায় মারফত আল্লামা মোহাঃ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

৪৬। মোহাঃ পচাই শেখ, সাং মাছিমপুর, পোঃ মালঞ্চি, এককালীন ৪৲ ৪৭। মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী মারফত মাসিক চাঁদা আদায় ২৪৲ ৪৮। হাজী মোহাঃ তোরাব আলী, সাং শিবরামপুর, পোঃ পাবনা টাউন, যাকাৎ ১০০৲ ৪৮। আহমাদ আলী মিয়া, সাং রাঘবপুর, পাবনা টাউন, যাকাৎ ৪০০৲ ৪৯। আলহাজ মোহাঃ আবদুস সোবান ছাহেব, আটুয়া, পাবনা টাউন, যাকাৎ ৩০০৲ ৫০। মোহাঃ আয়াতুল্লা মুছুল্লী, শিবরামপুর, পাবনা টাউন, যাকাৎ ২।✓০ ৫১। মুন্শী মোহাঃ করম আলী, রাধানগর, পাবনা টাউন, যকাৎ ২০৲ কুরবানী ১।০।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org